আহলে হাদীস কর্তৃক "নামাযে মতভেদপূর্ণ মাসআলা নিয়ে অপপ্রচার"
বিভ্রান্তির কবলে নামায, তাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী আলোচনা ও বিভ্রান্তির অবসান

সহীহ হাদীসের আলোকে

সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া
আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা:
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

রচনায়:
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ
২৬ আগষ্ট ২০১৫ ঈসায়ী, ১০ জ্বিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী

কম্পিউটার: অকিল উদ্দিন সোহাগ

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Bitir Namaj o Rakat Shonkha
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.

সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া

আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى.

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে মানব জীবনের বিধি-বিধান বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এ বর্ণনা কোথাও বা সংক্ষিপ্ত কোথাও বা ব্যাখ্যা সহ বিস্তারিত।

আর উক্ত বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসুল ﷺ কে প্রেরন করেছেন। আর রাসুল ﷺ তা হাদীস বর্ণনা করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা নামায সম্পর্কে বলেন-أَقِيمُوا الصَّلَاةَ তোমরা নামায আদায় কর।[১]

নামায কিভাবে আদায় করবে ও তার পদ্ধতি কি?

পবিত্র কুরআন গবেষণা করলে পাওয়া যায়-

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করএবং সিজদা কর।[২]

রুকু ও সিজদা করার নির্দেশ পাওয়া যায়। তবে তা কিভাবে করতে হবে তার পদ্ধতি কোরআনে বর্ণিত হয়নি। উহার পদ্ধতি হাদীসে পাওয়া যায়। আর সে কারণেই হাদীসের শরণাপন্ন হতে হয়। কেননা রাসূল ﷺ নামাযের পূর্ণ পদ্ধতি হাদীস শরীফে বর্ণণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে দু'দিনে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমে শবে মিরাজে নামায ফরয করা হয়েছে। এরপর প্রাথমিকভাবে দু'দিনে উহার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর সময়ে সময়ে কিছু হুকুম পরিবর্তনও হয়েছে। মোট কথা রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে নামাযের পূর্ণ পদ্ধতি ফরয ইত্যাদি বিস্তারিত জানা যায়। তবে তার মধ্যে একটি হলো 'হাত বাঁধা'- এ নিয়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি রয়েছে। অতএব এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

---

১. সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০

২. সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭

আসলে এ বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে আমল ও বর্ণনার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য পাওয়া যাওয়ায় উম্মতের মত পার্থক্য হয়েছে যে, নামাযে হাত বাঁধবে না-কি ছেড়ে দিবে না-কি নাভির নিচে না-কি উপরে।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ***ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা*** বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। কেননা রাসূল ﷺ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন। এ কথা কুতুবে সিত্তাহ সহ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৫৬ হিজরী বলেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নামাযে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হত। বর্ণনাকারী আবু হাযেম বলেন এ কাজটি আমি রাসুল ﷺ এর কাজ বলেই জানি। "লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত" এটা দ্বারা হাদীসে মারফুর হুকুম হয়। কেননা নির্দেশদাতা রাসূল ﷺ ই হবেন।[৩]

ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৬১ হিজরী উল্লেখ করেছেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ كَبَّرَ – وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ – ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ কে নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু'হাত উঠাতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী হাম্মাম ইবনে ইয়াহয়া বলেন (দু'হাত) কান বরাবর তুলেছেন। অতঃপর চাদর দ্বারা নিজেকে আবৃত করলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন ।[৪]

এ ছাড়াও ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা বিষয়ে নাসায়ী শরীফ[৫] আবু দাউদ শরীফ [৬] তিরমিযি শরীফ[৭] ইবনে মাজাহ শরীফে[৮] বর্ণিত হয়েছে।

---

৩. বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৪. মুসলিম শরীফ ১/১৭৩ হা.৪০১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৫. নাসায়ী শরীফ ১/১১০ হা.৮৮১ নামাযের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, দু'হাত কান বরাবর উঠানো পরিচ্ছদ।
৬. আবু দাউদ শরীফ ১/১১০ হা.৭৫৫ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৭. তিরমিযি শরীফ ১/৫৯ হা.২৫২ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৮. ইবনে মাজাহ ৫৮ হা.৮০৯,৮১০,৮১১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতএব উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।

এখন আলোচনা হলো- ***নামাযে ডান হাত বাম হাতের কোন জায়গায় রাখবে?***

এ বিষয়ে গবেষণা করলে দেখা যায়-বুখারী শরীফে[৯] উল্লেখ হয়েছে-

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى

লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত পুরুষ ডান হাত বাম যেরা (হাতের) এর উপর রাখবে।

উপরোক্ত হাদীসে (যেরা) শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। যেরা অর্থ হাত, এটা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে-

من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى

কনুই দিক থেকে নিয়ে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত।[১০]

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

أبهم موضعه من الذراع

যেরার কোন জায়গায় হাত রাখবে তা হাদীসে অস্পষ্ট।[১১]

আর মুসলিম শরীফে-

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন।[১২]

অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, ডান হাত বাম হাতের কোন জায়গার উপর রাখবে।

তবে নাসায়ী শরীফে উল্লেখ হয়েছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি মনে মনে বললাম, অবশ্যই রাসুল ﷺ কিভাবে নামায আদায় করে তা দেখব। অতঃপর দেখলাম রাসুল ﷺ দাঁড়ালেন। তাকবীর দিলেন এবং দু'হাত কান বরাবর উঠালেন।

---

[৯]. বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[১০]. লিসানুল আরব ৮/৯৩ যাল পরিচ্ছেদ।

[১১]. ফাতহুল বারী ২/৩১৮ আযান অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[১২]. মুসলিম শরীফ ১/৭৩ হা. ৯২৩ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

অতঃপর ডান হাত বাম হাতের তালু কব্জি ও উর্ধ্ব বাহু (কনুই দিক থেকে নিয়ে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত) এর উপর রাখলেন।[১৩]

ড. মুহাম্মদ সায়্যিদ, উস্তায আলী মুহাম্মাদ আলী, উস্তায সায়্যিদ ইমরান সহীহ বলেছেন।

উক্ত হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে[১৪] উল্লেখ হয়েছে।

ড. আব্দুল কাদের আব্দুল খায়ের, ড. সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম, উস্তায সায়্যিদ ইব্রাহিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সহীহ ইবনে খুযায়মাতেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন[১৫]

উপরোক্ত হাদীসে তিনটি শব্দ উল্লেখ হয়েছে।

১. (كف)*কাফ্‌ফুন* ২. (رسغ)*রুসগুন* ৩. (ساعد)*সা'ইদুন*

১. হাতের তালুকে কাফ্‌ফুন বলে। ২. কব্জি বা কনুই থেকে হাতের তালু মাঝখানের গিরা/জোড়াকে রুসগুন বলে। ৩. আর কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্তকে সা'ইদুন বলে।

উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় আল্লামা আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল হাদী হানাফী সিন্ধি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১৩৮ হিজরী লেখেন- এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এভাবে ডান হাতের তালুর মাঝখান (বাম হাতের) কব্জির উপর রাখবে। এ জন্য আবশ্যকীয় যে, ডান হাতের তালুর কিছু অংশ বাম হাতের তালুর উপর আর কিছু অংশ বাহুর (কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত) উপর।

আর আবু দাউদ ও সহীহ ইবনে খুযায়মার বর্ণনায়-

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى

ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে।[১৬]

---

১৩. নাসায়ী শরীফ ১/১০২ হা. ৮৮৬ নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

১৪. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

১৫. ফাতহুল বারী ২/৩১৮ আযান অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

১৬. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, যাতে করে কব্জি বাহুর হাতের কিছু অংশ পৌঁছায়।

হাত কোথায় বাঁধবে?

এ বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম আমল ও বর্ণনা পাওয়া যায়, যার কারণে উম্মতের মতপার্থক্য হয়েছে যে, হাত কোথায় বাঁধবে?

এ বিষয়ে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ১. ***বুকের উপর*** ২. ***নাভীর উপর*** ৩. *নাভীর নিচে*

প্রথমে বুকের উপর যে হাদীসটি আছে, তার বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অনেকে মনে করেন যে, বুকে হাত বাঁধার হাদীস বুখারী ও মুসলিমে শরীফে উল্লেখ আছে, যা সম্পূর্ণ ভুল।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত প্রথম দলিল-

ইবনে খুযায়মা তার সনদে বর্ণনা করেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি রাসুল ﷺ এর সাথে নামায আদায় করেছিলাম, আর তিনি বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।[১৭] হাদীসটি যয়ীফ।

উক্ত হাদীস বর্ণনার সনদ-

أخبرنا أبوطاهر نا أبوبكر نا أبوموسى نا مؤمل نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.[18]

উক্ত হাদীস বর্ণনায় মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল তার সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

صدوق سيئ الحفظ

সত্যবাদি তবে স্মৃতি শক্তি খারাপ।[১৯]

---

১৭. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

১৮. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আ'যমী উক্ত হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলেছেন।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا يونس بن محمد ثنا *عبد الواحد* ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِه[20] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا أسود بن عامر ثنا *زهير بن معاوية* عن عاصم بن كليب أن أباه أخبره اَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِه.[21] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا أسود بن عامر ثنا *شعبة* عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.[22] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا عبد الصمد ثنا *زائدة* ثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.[23] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن *زائدة* قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ

---

১৯. তাকরীবুত তাহযীব ৬৪৪ রা. ৭০২৯

২০. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৮৪ হা. ১৮৭৫২ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

২১. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৯১ হা. ১৮৭৭৮ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

২২. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৯১ হা.১৮৭৮০ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

২৩. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৮৯ হা.১৮৭৭২ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.[24] قال الدكتور السيد محمد, الأستاذ علي محمد علي, الأستاذ سيد عمران صحيح

حدثنا مسدد نا *بشر بن المفضل* عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.[25] قال الدكتور عبد القادر عبد الخير, الدكتور سيد محمد سيد , ألأستاذ سيد إبراهيم صحيح

حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن إدريس ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا بشر بن المفضل قالا ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ .[26]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি হাদীসের সনদে দেখা গেল যে, ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ছাত্র ***কুলাইব ইবনে শিহাব*** তার ছেলে ও ছাত্র ***আছেম ইবনে কুলাইব*** তার কয়েক জন ছাত্র ১. ***আব্দুল ওয়াহেদ*** ২. যুহায়ের ইবনে মুয়া'বিয়া ৩. ***শু'বা*** ৪. ***যায়েদা*** ৫. ***বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যাল*** ৬. ***আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস***, এদের কারো বর্ণনায় "***আলা ছদরীহি***" "বুকের উপর" হাত বাঁধার বর্ণনা নেই।

তবে আছেম এর ৭নং ছাত্র ***সুফয়ান*** তার ছাত্র ***মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল*** তার বর্ণনায় ***"আলা ছদরীহি"*** "বুকের উপর" হাত বাধাঁর বর্ণনা এসেছে। তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নয়। কেননা হাফেয শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ যাহবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী উল্লেখ করেন-

قال أبوحاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطاء وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير

আবু হাতেম বলেন- মুআম্মাল সত্যবাদী সুন্নাত বিষয়ে কঠোর অধিক ভুলের অধিকারী। আবু যুরআ বলেন- তার হাদীসে অনেক ভুল রয়েছে।[২৭]

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

صدوق سيئ الحفظ

সত্যবাদী স্মৃতি শক্তি খারাপ।[২৮]

---

[২৪]. নাসায়ী শরীফ ১/১০২ হা.৮৮৮ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

[২৫]. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা.৭২৬ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

[২৬]. ইবনে মাজাহ ৫৮ হা.৮১০ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[২৭]. মিযানুল ইঈতিদাল ৬/৫৭১ রাবী নং- ৮৯৫৬

হাফেয শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ যাহবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী উল্লেখ করেন-

دفن كتبه وحدث حفظا فغلط[29]

এবং তিনি তাহযীবুল কামালে উল্লেখ করেন-

دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه

মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল এর কিতাব দাফন করা হল। অতপর তিনি তার মুখস্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাই তার অনেক ভুল হয়েছে।[৩০]

শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৭৫১ হিজরী বলেন-

المثال الثاني والستون ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى صَدْرِهِ غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ.[31]

মুআম্মাল ইবনে ঈসমাঈল ছাড়া কেউ ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" বর্ণনা করেনি। এছাড়া আলকামা প্রমুখও সেটি বর্ণনা করেনি।

আর আহলে হাদীসের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ শওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫৫ হিজরী বলেন-

ولاشيئ في الباب أصح من حديث وائل المذكور

বুকের উপর হাত বাঁধা বিষয়ে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র এর হাদীস সবচেয়ে শক্তিশালী ।[৩২]

আর উক্ত হাদীসেই ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" বর্ণনাটা শায অসংরক্ষিত। অতএব অত্যন্ত দুর্বল। এরপরও হাদীসটিতে এযতেরাব রয়েছে। কেননা ইবনে খুযায়মাতে ***"আলা ছাদরীহি"*** বায্‌যারে ***"ঈনদা ছাদরীহি"*** যেমন ফাতহুল বারীতে

---

২৮. তাকরীবুত তাহযীব ৬৪৪ রা.৭০২৯

২৯. আল কাশেফ ৪/৩৭৪ রা.৫৭৪৭

৩০. তাহযীবুল কামাল ১০/২১১ রা.৬৯৫৩

৩১. এলামুল মুআক্কিঈন ২/৩৮১ সুন্নাত অনুসরণ ওয়াজিব যদিও কুরআনের চেয়ে অতিরিক্ত, নামাযে হাত রাখা।

৩২. নায়লুল আওতার ২/৫৪৫ হা.৬৭৬২ নামায অধ্যায়, পোশাক অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদসমূহ, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

এসেছে, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে ***"তাহতাস সুর্‌রাহ"*** নাভির নিচে বর্ণিত হয়েছে।[৩৩]

তাদের পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস-

عَنْ هُلْبٍ الطَّائِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَ يَحْيَي الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ.

হুলব তায়ী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল ﷺ কে ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরতে দেখেছি (সালাম ফেরাতে) এবং তাকে বলতে দেখেছি ইহাকে বুকের উপর রাখতে। ***ইয়াহয়া*** বর্ণনাকারী বলেন- ডান হাত বাম হাতের জোড়ের উপর (রেখেছে)।[৩৪]

উক্ত হাদীসটিতে ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" উল্লেখ হয়েছে, এখন এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

إسناد حسن لكن قوله على صدره غير محفوظ.

হাদীসটির সনদ হাসান, তবে "আলা ছাদরীহি" অসংরক্ষিত।[৩৫]

কেননা উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا *وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْهُلْبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.[36]

حدثنا أبومحمد بن صاعد حدثنا يعقوب الدوقي حدثنا *عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان* (ح) وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسماعيل الحسائي حدثنا *وكيع حدثنا سفيان عن سماك* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ .[37]

---

৩৩. আত তা'লীকূল হাসান পৃ. ১০৫ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
৩৪. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৪ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।
৩৫. আসারুস সুনান পৃ. ১০৮ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
৩৬. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৫ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।
৩৭. সুনানে দারাকুতনী ২/৩৩-৩৪ হা. ১১০০ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

حدثنا قتيبة حدثنا *أبو الأحوص عن سماك بن حرب* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاخُذُ شِمَالَهُ بِيمِيْنِه.

قال أبو عيسى حديث حسن–[38]

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا *أبو الأحوص عن سماك بن حرب* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاخُذُ شِمَالَهُ بِيمِيْنِه.[39]

حدثنا محمد بن جعفر الوركائي ثنا *شريك عن سماك* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَايَخْتَلِجَنَّ أَوْ لَايَحْيِكَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةُ قَالَ) وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.[40]

উপরোক্ত বর্ণনায় হাদীসটির রাবী/বর্ণনাকারী ***সিমাক ইবনে হরব*** এর ছাত্র তিনজন ১. ***সুফয়ান*** ২. ***আবুল আহওয়াস*** ৩. ***শরীক*** এবং প্রথম ছাত্র ***সুফয়ান*** এর ছাত্র তিনজন ১. ***ওয়াকী*** ২. ***আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী*** ৩. ***ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ।***

উপরোক্ত সকল বর্ণনাগুলিতে ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ এর বর্ণনা ব্যতীত কারো বর্ণনায় (عَلَي صَدْرِه) ***"আলা ছাদরীহি"*** বুকের উপর নেই।

অতএব ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ এর বর্ণনা সুফয়ান থেকে ***আলা ছাদরীহি*** বর্ণনা সুফয়ান ছাওরী ও সিমাকের ছাত্রদের বিরোধ বর্ণনা। অতএব উহা সংরক্ষিত নয়।

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- আমার মনে হয় ***আলা ছাদরীহি*** এটি লেখকের ভুল। সঠিক হলো ***য়াদায়ু হাযিহি আলা হাযিহি***

يَضَعُ هَذِه عَلَى هَذِه

এর ব্যাখ্যায়

وَصَفَ يَحْيِي الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ

ইয়াহয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে।[৪১]

তাদের পেশকৃত তৃতীয় হাদীস-

---

৩৮. তিরমিযি শরীফ ১/৫৫ হা. ২৫২ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাত দ্বারা বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৩৯. সুনানে ইবনে মাজাহ ৫৮ হা. ৮০৯ নামায অধ্যায়, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪০. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৬ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।

৪১. আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১০৫ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

তাউস রহ. বলেন-রাসুল ﷺ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন। অতঃপর হাত বুকের উপর বেধেঁছেন। যে অবস্থায় তিনি নামাযে ছিলেন।[৪২]

আল্লামা নিমবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

إسناده ضعيف وفي الباب أحاديث آخر كلها ضعيفة–

হাদীসটির সনদ যয়ীফ এবং এ বিষয়ে অন্যান্য যে হাদীস রয়েছে তা যয়ীফ।[৪৩] অতএব একথা স্পষ্ট যে নামাযে বুকের উপর যে সব হাদীস রয়েছে তা যয়ীফ।

দ্বিতীয় হলো নাভির উপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীস-

عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيْدًا أَيْنَ تَكُوْنُ الْيَدَانِ فِيْ الصَّلَاةِ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ فَوْقَ السُّرَّةِ. يعني به سعيد بن جبير. وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد، وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز.

আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে আতা নির্দেশ দিলেন সাঈদ কে প্রশ্ন করতে নামাযে দু'হাত কোথায় থাকবে নাভির উপরে না-কি নাভির নিচে? অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন নাভির উপরে অর্থাৎ সাঈদ ইবনে জুবাইর ঐরকমভাবে আবু মিজলায লাহেক ইবনে হুমাইদ বলেছেন- আর এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস হলো সাঈদ ইবনে যুবাইর ও আবু মিজলায থেকে বর্ণিত আছর।[৪৪]

হাদীসটি সম্পর্কে মতামত-

قال أبو داود وليس بالقوي

আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হাদীস শক্তিশালী নয়।[৪৫]

قال النيموي إسناده ليس بالقوي

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়।[৪৬]

---

৪২. আবু দাউদ শরীফ ১/ ২৭৫ হা. ৭৫৯ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাত দ্বারা বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪৩. আসারুস সুনান পৃ. ১০৮-১০৯ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪৪. আস সুনানুল কুবরা-বায়হাকী ২/৩১৮ হা.২৩৮৮ নামায অধ্যায়, নামাযে বুকের উপর হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

৪৫. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতএব নাভির উপরে হাত রাখা বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীসটি যয়ীফ তথা দুর্বল। তবে এ বিষয়ে অন্য হাদীসের কি অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن اعين عن ابي بدر عن ابي طالوت عبد السلام عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

ইবনে জারীর যব্বী থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন- আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) কে দেখেছি তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি নাভির উপর উপর আঁকড়ে ধরলেন ।[৪৭]

আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- হাদীস শক্তিশালী নয়।[৪৮]

হাদীসে ***"ফাওকার সুররাহ"*** (নাভির উপর) শব্দটি অসংরক্ষিত ও আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ এর এই বর্ণনা একক।[৪৯]

এ হাদীসটি অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে তবে ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর এ শব্দটি নেই। যেমন- ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদবিহীন (তা'লীকান) উল্লেখ করেন-

وَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ

হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) তার তালু বাম তালুর উপর রেখেছেন।[৫০]

حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري أبو طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِيْ الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى رُسْغِهِ فَلَايَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّ يَرْكَعَ مَتَى مَارَكَعَ إِلَّا أَنْ يُّصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.[51]

উক্ত হাদীসটিতেও ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর বর্ণিত হয়নি।

ঠিক তেমনি ভাবে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উস্তাদ মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন সেখানেও ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়নি। যেমন-

---

[৪৬]. আসারুস সুনান পৃ. ১১০ হা. ৩২৯ নামায অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

[৪৭]. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৪৮]. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৪৯]. আসারুস সুনান পৃ. ১০৯ হা. ৩২৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ। আত তা'লীকুল হাসান পৃ.১০৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

[৫০]. বুখারী শরীফ ১/১৫৯ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, নামাযে আমল অধ্যায়, নামাযে হাত দ্বারা সাহায্য যখন নামাযে থাকে পরিচ্ছেদ।

[৫১]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২২-৩২৩ হা.৩৯৬১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

كذالك رواه *مسلم بن إبراهيم* أحد مشائخ البخاري عن *عبد السلام بن أبي حازم* عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه– قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُصْغِهِ الْأَيْسَرَ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى رَكَعَ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يَصْلَحَ ثَوْبًا. هكذا رويناه في السفينة الجرائدة من طريق السلفي يسنده إلى مسلم بن إبراهيم.[52]

অতএব উপরোক্ত বর্ণনাগুলিতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আমল বর্ণিত হলো আর তাতে দেখা গেল ***আব্দুস সালাম*** এর ছাত্র তিনজন ১. ***ওয়াকী*** ২. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ***মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম*** ৩. ***আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস ।***

আর তাতে ওয়াকী, মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম ও বুখারী শরীফে হযরত আলী রা. এর আমলে ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়নি। তবে শুধুমাত্র আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস এর বর্ণনায় ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়েছে। আর তিনি ছিক্বাহ বা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। কেননা আবু হাতেম বলেন- তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শিথিল শায়খ মজবুত শক্তিশালী নয়। আর তার দ্বারা দলীল পেশ করা যায়না।[৫৩]

অতএব এটা স্পষ্ট হল যে, আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস এর মাধ্যমে দলীল পেশ করা যাবে না।

অতএব হাদীসটি যয়ীফ।

তৃতীয় হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা

আর তা সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি রাসুল ﷺ কে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখতে দেখেছি।[৫৪]

আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৩২২ হি. বলেন-

---

৫২. ফতহুল বারী ৩/৭২ নামাযে আমল অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা সাহায্য নেয়া পরিচ্ছেদ।

৫৩. তাহযীবুল কামাল ৩/৩৬৫ রা.৩৬৭৩

৫৪. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২১-৩২২ হা. ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

إسناده صحيح.

উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৫]

আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৭৯ হি. আত তা'রীফ ওয়াল ইখবার নামক গ্রন্থে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

هذا إسناد جيد

উক্ত হাদীসটির সনদ উত্তম।[৫৬]

আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওয়ালিউল আনওয়ার নামক গ্রন্থে বলেন-

رجاله كلهم ثقات أثبات

উক্ত হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী সত্যায়িত নির্ভরযোগ্য।[৫৭]

আল্লামা মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা "আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা" নামক গ্রন্থের টীকায় বলেন-

إسناده صحيح

সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।[৫৮]

عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হযরত আবু জুহায়ফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নামাযে নাভির নিচে এক হাত অপর হাতের উপর বাঁধা সুন্নাত।[৫৯] হাদীসটি হাসান।

অনেকে হাদীসটিকে যয়ীফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ হাদীসটির সনদ যাচাই করলে হাদীসটি হাসান হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

নাসীর উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দাবী-

মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৪২০ হি. বলেন-

قلت وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي وهو ضعيف كما ياتي وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا عن زياد عن أبي جحيفة عنه. ومرة قال عن النعمان بن سعد عن علي. ومرة قال عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة

---

৫৫. আসারুস সুনান পৃ. ১১১ হা. ৩৩০ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৫৬. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৫৭. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৫৮. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৫৯. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

أخرجه أبو داود (৭৫৮) والدارقطني. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.[60]

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক নামক বর্ণনাকারী যয়ীফ এবং হাদীসটি মুযতারিব।

নাসির উদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এর জবাব

হাদীসটি কয়েকটি সনদে বণিত হয়েছে।

প্রথমে হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করছি-

حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِيْ الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[61]

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السؤائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِيْ عَلَى الْأَيْدِيْ تَحْتَ السُّرَرِ.[62]

حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي حدثنا أبو كريب حدثنا يحيي بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني زياد بن زيد السوائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.

حدثنا محمد حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[63]

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبوكريب ثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني زياد بن زيد

৬০. ইরওয়াউল গলীল ২/৬৯-৭০ হা. ৩৫৩ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়।

৬১. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৬২. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৪ হা. ৩৯৪৫ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৬৩. সুনানে দারাকুতনী ২/৩৪-৩৫ হা. ১১০২-১১০৩ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

السوائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.

وكذلك رواه أبو معاوية عن عبد الرحمن ورواه حفص بن غياث عن عبد الرحمن.

كما أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[64]

উপরোক্ত হাদীসগুলিতে অর্থাৎ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নামাযে নাভির নিচে হাত বাধাঁ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস এ 'আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী" দু'টি সনদে উল্লেখ করেছেন-

(১) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي

(২) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي

ইহা ছাড়াও আব্দুর রহমান তার সনদে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِيْ الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. قال أبوداود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.[65]

حدثنا أحمد بن عيسى الخواص حدثنا إبراهيم بن أبي الجحيم حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ.[66]

যেহেতু উপরে বর্ণিত নাসীর উদ্দীন আলবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক নামক বর্ণনাকারীর কারণে হাদীসকে মুযতারিব বলেছেন। অতএব এখন আমরা মুযতারিব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

৬৪. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/৩১৮-৩১৯ হা. ২৩৮৯-২৩৯০ নামায অধ্যায়, নামাযে বুকের উপর হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

৬৫. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৬৬. সুনানে দারাকুতনী ২/৩১-৩২ হা. ১০৯৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

মুযতারিব এর সংজ্ঞা- আবু আমর উসমার ইবনে আব্দুর রহমান আশ শাহরাযুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৬৪৩ হি. বলেন-

المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له.

মুযতারিব ঐ হাদীসকে বলে যে হাদীস বর্ণনায় অমিল হয় কেউ এক ধরণের বর্ণনা করে, আবার কেউ তার বিপরিত বর্ণনা করে।[৬৭]

অতএব হাদীসটিতে এযতেরাব নেই। আর এযতেরাব এর সংজ্ঞাও এখানে প্রমাণিত হয় না। আর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর আমল আব্দুর রহমানের নিকট দু'টি সনদে এসেছে। আরেকটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু আমল তার নিকট পৌঁছিয়েছে। এতে হাদীসের সনদ ভিন্ন হয়েছে। এখানে কোন প্রকার এযতেরাব নেই। যারা উলূমুল হাদীস বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট তা স্পষ্ট।

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী বর্ণনাকারী-

তবে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম মতামত পেশ করেছেন-তিনি যয়ীফ তথা দুর্বল। যেমন- আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.

আমি আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে শুনেছি তিনি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতীকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[৬৮]

আসলে **আলোচনার বিষয়** হলো- আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক যয়ীফ তথা দুর্বল বলা হয়েছে । তবে কেন?

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مديني وهو أثبت من هذا.

কিছু হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তার স্মৃতি শক্তি নিয়ে। তিনি কুফী। তবে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক কুরাইশি মাদানী তিনি কুফী থেকে নির্ভরযোগ্য।[৬৯]

[৬৭]. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ পৃ. ৭৩ হাদীসের ১৯ নং প্রকার।
[৬৮]. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
[৬৯]. তিরমিযি শরীফ ২/৭৯ হা. ২৫২৬ নং আলোচনা, জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায়, জান্নাতের কক্ষের গুণাবলী পরিচ্ছেদ।

তবে ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী এর ৭৪১ নং হাদীসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৭০]

অতএব বুঝা গেল আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতীর সামান্য দুর্বলতা যা অন্যের সমর্থক হতে পারে। যেমন- আবু হাতেম বলেন-

يكتب حديثه ولايحتج به

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক দ্বারা দলিল পেশ করা যাবেনা। তবে তা লেখা যাবে (যা সমর্থন যোগ্য)।[৭১]

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা এর ৩ নং খন্ডে ৩২৪ নং পৃষ্ঠা ৩৯৬৬ হাদীসের টীকায় বলেন-

لكن يشهد له الحديث السابق

তবে এ হাদীসটি ৩৯৫৯ নং হাদীসের সমর্থন হয়।[৭২]

এ হাদীস (হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর) কে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যাবে। আর তা হলো ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর নাভির নিচে হাত বাঁধা (সহীহ) হাদীস। অতএব হাদীসটি হাসান হবে।

নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য

নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৪২০ হিজরী. এর যয়ীফ বলাটা ধর্তব্য নয়। কেননা এ ধরণের সহীহ/হাসান হাদীসকে তার পক্ষে যয়ীফ বলা স্বাভাবিক। কেননা তিনি মুরসাল হাদীসকে যয়ীফ বলেন। আর যখন তার পক্ষে হয়, তখন মুরসাল হাদীস সহীহ বলেন। যা তা'আস্‌সুব তথা আত্মপ্রীতি ন্যায় ইনসাফের কথা নয়। যেমন- তিনি বলেন-

(إِذَا سَجَدْتُّمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِيْ ذَالِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ)

ضعيف.قلت يعني مرسل فإن يزيد بن أبي حبيب تابعي ثقة.[73]

হাদীসটি যখন তার মতের বিপক্ষে হয়েছে, তখন হাদীসটিকে মুরসালের কারণে যয়ীফও বলেছেন। তিনি বলেন- علة الحديث الإرسال فقط.

হাদীসটি যয়ীফ হওয়ার শুধুমাত্র কারণ হল মুরসাল।[৭৪]

[৭০]. তিরমিযি শরীফ ১/১৫৭ হা.৭৪১ রোযা অধ্যায়, মুহাররম মাসে রোযা পরিচ্ছেদ।

[৭১]. তাহযীবুল কামাল ৬/৭১ রা. ৩৭৮১

[৭২]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৪ হা.৩৯৬৬ হাদীসের টিকা, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

[৭৩]. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযুআ ৬/১৬৩ হা. ২৬৫৫

হাদীসটি যখন তার মতের পক্ষে তখন মুরসাল হাদীসও সহীহ হয়ে যায়। যেমন-তিনি বলেন-

وهو إن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل.

হাদীসটি মুরসাল হলেও সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট হুজ্জত দলীল মুরসালের বিভিন্ন মাযহাবের ভিন্নতায়।[৭৫]

অতএব নাভির নিচে হাত বাঁধা বিষয়ের হাদীসকে যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِيْنِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

হাজ্জাজ ইবনে হাসান বলেন- আমি আবু মিজলায থেকে শুনেছি বা তাকে জিজ্ঞেস করেছি কিভাবে হাত রাখব? তিনি বলেন ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৭৬]

قال النيموي إسناده صحيح.

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. উক্ত হাদীস কে সহীহ বলেছন।[77]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِيْ الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হযরত ইব্রাহিম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- নামাযে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[৭৮]

قال النيموي إسناده حسن.

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. হাদীসটি সনদ হাসান বলেছেন।[৭৯]

ইসহাক ইবনে রাহুয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৩৮ হিজরী বলেন-

تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع

নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং উহা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী।[৮০]

---

৭৪ . সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযুআ ৬/১৬৪ হা. ২৬৫২

৭৫ . ইরওয়াউল গলীল ২/৭১ হা. ৩৫৩ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়।

৭৬ . আল মুসান্নফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৩ হা. ৩৯৬৩ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৭৭ . আসারুস সুনান পৃ. ১১২ হা, ৩৩১ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৭৮ . আল মুসান্নফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২২ হা. ৩৯৬০ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৭৯ . আসারুস সুনান পৃ. ১১২ হা. ৩৩২ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

আর নাভির নিচে হাত বাঁধা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। হযরত আলী রা. বলেন- রাসুল সা. এর সুন্নাত হল নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।[৮১]

দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ

নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[৮২] তবে নাসায়ী শরীফে[৮৩] এর অস্পষ্টা দূর করে স্থান নির্ধারিত হয়েছে যে, ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর কব্জি ও হাতের উপর রাখবে।[৮৪]

আর হাত রাখার স্থান তিনটি বর্ণিত হয়েছে। ১. বুকের উপর- যা হাদীস যয়ীফ এমনকি ”বুকের উপর” ভুলও হতে পারে। ২. নাভির উপর- যা শায যয়ীফ ও অসংরক্ষিত। ৩. নাভির নিচে- যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি হযরত আলী বলেন- নামাযে নাভির নিচে হাত রাখা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।

ইসহাক ইবনে রাহুয়া বলেন- নাভির নিচে হাত রাখা এর হাদীস শক্তিশালী ও বিনয়ের নিকটবর্তী।

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত ও উত্তম।

ফুকাহায়ে কেরাম এর মতামত

ইমাম তিরমিযি রহ. মৃত্যু ২৭৯ হিজরী হিজরী বলেন-

الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث

ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসরে অর্থ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।[৮৫]

আর ফুকাহায়ে কেরাম উপরোক্ত তত্ত্ববহুল গবেষণা করে বলেছেন- পুরুষগণ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।

---

[৮০]. আল আওসাত লি ইবনে মুনযির ৪/১৮৭ হা. ১২৪৩ নামাযের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।

[৮১]. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা.৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৮২]. বুখারী বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
মুসলিম শরীফ ১/১৭৩ হা.৪০১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৮৩]. নাসায়ী শরীফ ১/১১০ হা.৮৮১ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, দু'হাত কান বরাবর উঠানো পরিচ্ছদ।

[৮৪]. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৮৫]. তিরমিযি শরীফ ৩/৩১৫ হা. ৯৯০ নং আলোচনা, জানাযা অধ্যায়, মায়্যেতকে গোসল করানো পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ দীন মুহাম্মাদ আওযাজন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৯৫ হিজরী বলেন-

كما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

তাকবীরে তাহরীমা থেকে ফারেগ হয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৮৬]

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন মারগীনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৫৯৩ হিজরী বলেন-

ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৮৭]

আল্লামা শায়খ ইব্রাহিম হালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন-

يضع يمينه على شماله بعد التكبير ويضعهما اي الرجل تحت السرة

পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার পরে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখবে।[৮৮]

অতএব এ কথাও বুঝা গেলো যে, ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসের গবেষণা করে তার ভাষ্য অত্যন্ত সহজ সরল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আর মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে।

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر.

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত যে, তাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। কারণ এটা তাদের জন্য পর্দার অধিক অনুকূলে।[৮৯]

মাহমুদ ইবনে আহমাদ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী বলেন-

تضع المرأة يديها على صدرها.

মহিলা দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে।[৯০]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫২ হিজরী বলেন-

الكف على الكف تحت ثدييها وكان الأولى على صدرها الوضع على الصدر.

---

[৮৬]. ফাতাওয়া কাযীখান ১/৮৭ নামায অধ্যায়, নামাযের প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ।

[৮৭]. আল হিদায়া ১/১০২ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৮৮]. গুনয়াতুল মুসতামলী- পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৮৯]. সিআয়া ২/১৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৯০]. আল বিনায়া ২/১৮৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধবে।[৯১]

শায়খ ইব্রাহিম হালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন-

والمرأة تضعهما تحت ثدييها بالاتفاق لأنه أستر لها.

সকলে একমত যে, মহিলাগণ হাত বুকের উপর বাঁধবে। কেনন উহা সর্বাধিক আবরণীয়।[৯২]

আশা করি এই পুস্তাকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের সন্দেহ ও বিভ্রান্তি নিরসনে ভুমিকা রাখবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
৮ জমাদিউল ঊলা ১৪৩৪ হিজরী
২১ মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী
দুপুরঃ ২:৪৪:২৭

৯১ . রদ্দুল মুহতার ২/১৮৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৯২ . গুনয়াতুল মুসতামলী পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য; যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

ইংরেজ সৃষ্ট ফেরকা তথাকথিত "আহলে হাদীস" নামধারী কিছু সংখ্যক লোক যে মতভেদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেরিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা. এর যুগেই বিদ্যমান। এর কোন চুড়ান্ত সুরাহা সাহাবায়ে কেরামের যুগে হয়েছে বা হয়নি। তারা এ সকল বিষয়গুলি নিয়ে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়। সরলমনা মুসলমানকে বিভিন্ন অপকৌশলে তাদের সহীহ আমলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের বিজ বপন করে তাকে পথভ্রষ্ট করার পাঁয়তারা করে। অথচ তাদের আমল পরিপূর্ণ শরীয়ত কর্তৃক কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক সঠিক আমল। তারপরও তাদেরকে একমাত্র বিভ্রান্ত করাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মুসলিমকে সহীহ হাদীসের নামে শরয়ী আমল থেকে বিরত রাখা এবং কিছু হাদীস মেনে কিছু হাদীসকে অস্বীকার করে ঈমানহারা করার এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য চক্তান্ত মাত্র। আল্লাহর পানাহ। তাদের অপপ্রচারের এটাও একটি যে, "মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা বা কেরাত পড়তে হবে। না পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না।" অথচ তাদের এ কথাটা কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী, অপপ্রচার ও মিথ্যাচার। এটা সাধারণ মুসলিমকে বিভ্রান্তকরণ বক্তব্য মাত্র। এর কারণে জনমনে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের সৃষ্ট হয়েছে। তবে তাদের আমলগুলির কি অবস্থা? আর আমলগুলি কুরআন হাদীস মোতাবেক না হলে তা অগ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে তথাকথিত আহলে হাদীস এ ধরণের বক্তব্য প্রদান করছে যে, বরং গবেষণা করলে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পড়বে না।

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফিগণ কুরআন হাদীস গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করবে না। বরং নিশ্চুপ থাকবে।

বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সহ কয়েকটি মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। আর সেখানেও অনেকে অসত্য ও ভুল বক্তব্য দিয়ে চলেছে। অবস্থা দেখে মনে হয় যে, তথাকথিত আহলে হাদীস গ্রুপের জন্ম সত্যকে মিথ্যা মিথ্যাকে সত্য করা, জনসাধারণকে ভুল বক্তব্য প্রদান করে সহীহ আমল থেকে বিকিয়ে আনায় তাদের মূল উদ্দেশ্য। আর এটি বাস্ত

বেও তাই। সে কারণে বিষয়টি নিয়ে সামান্য কিছু লেখার ইচ্ছা করেছি। মহান আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দান কারী।

প্রথমেই আলোচনা করা আবশ্যক বলে মনে করছি যে, মুসল্লি তথা নামায আদায়কারী তিন ভাগে বিভক্ত। ১. ইমাম ২. মুক্তাদি ৩. একাকি নামায আদায় কারী।

প্রত্যেকের জন্যই কিছু কিছু আলাদা নিয়মাবলী রয়েছে। যেমন ইমামের জন্য জন্য জোরে তাকবীর বলতে হয়। মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে কেরাত আদায় করতে হয় না। একাকি নামায আদায়কারীর জন্য কেরাত পড়তে হয় ইত্যাদি।

তবে যেহেতু এখানের মূল বিষয় হল ইমামের পিছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা তথা কেরাত পড়া নিয়ে আলোচনা, তাই সে বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীসগণের দাবী-

ইমাম ও মুক্তাদির সকলের জন্য সকল প্রকার সালাতে প্রতি রাক‘আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।[৯৩]

তাদের এ বিষয়ে প্রধান দলীলসমূহ :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায হল না।[৯৪]

প্রথমতঃ হাদীসটিতে ইমাম মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া “ফরয” হওয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ বহন করে না। কেননা হাদীসে কোথায়ও ***“ইমাম ও মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া ফরয”*** এমন কথা বলা নেই।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি দ্বারা ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া বা সুরায়ে ফাতেহা পড়ার দলিল দেয়া যায় না। কেননা উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে আরেকটি সহীহ সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

[৯৩] . ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৪ ছালাতের বিবরণ, ৫. (ক) সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার দলীল সমূহ-

[৯৪] . বুখারী শরীফ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ আযান অধ্যায়, কেরাত ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।
মুসলিম ২/৮ হা. ৯০০ নামায অধ্যায়, প্রতি রাকাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, এই হাদীসের সনদ রাসুল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৯৫] হাদীসটি সহীহ।

হাদীসে বর্ণিত,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৯৬]

হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফয়ান বলেন-

لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ.

হাদীসটি কেবলমাত্র একাকী নামায আদায়কারীর জন্য।[৯৭]

এ হাদীসটি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বর্ণনা যে, ***সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ না করবে।*** এটি ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রজোয্য।

এছাড়াও হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা. এর হাদীস

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায হল না।[৯৮]

এর ব্যখ্যায় হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ.

قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أن هذا إذا كان وحده

হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, রাসুল সা. এর হাদীস "যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায হল না।" এটি যখন একা হবে।

[৯৫] . আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[৯৬] . আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[৯৭] . আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[98] . আবু দাউদ ১/৩০২ হা. ৮২২ নামায় অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।

তিনি হযরত জাবের রা. এর হাদীস "যে ব্যক্তি এমন রাকাত পড়েছে যাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি, অবশ্য সে যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে থাকে তবে নামায শুদ্ধ হয়েছে।" দ্বারা দলিল দিয়েছেন।
হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, রাসুল সা. এর একজন সাহাবী রাসুল সা. এর হাদীস "যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায হল না।" এর অর্থ করেছেন । হাদীসটি হল যখন নামাযী ব্যক্তি একা হবে। অর্থাৎ মুনফারিদ তথা একাকি নামায আদায়কারী হবে। হাদীসটি তখন প্রযোজ্য হবে।[৯৯]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- এই হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার দলিল দেয়াতে যায় না।[১০০]

তাদের দ্বিতীয় দলিলঃ

عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযের মধ্যে সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি।[১০১]
আল্লামা নিমাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১০২]
হাদীসটি দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী বা ইমামের জন্য প্রজোয্য। কেননা উপরোক্ত বর্ণিত হাদীসে এসেছে- আমরা যেন নামাযের মধ্যে "সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি"। যেহেতু আহলে হাদীসগণের দাবী মুক্তাদির জন্য শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়া অতিরিক্ত কেরাত নয়। অতএব তাদের দাবী অনুসারেও তাদের উপস্থাপিত দলিল তাদের দাবীর প্রমাণ দেয় না।

তাদের তৃতীয় দলিলঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِىَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

[৯৯]. তিরমিযি ২/১১৮ হা. ৩১২ নং আলোচনা নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত না পড়া পরিচ্ছেদ।
[১০০]. আসারুস সুনান ১১৮ হা. ৩৫২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।
[১০১]. আবু দাউদ শরীফ ১/৩০০ হা. ৮১৮ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।
[১০২]. আসারুস সুনান পৃ. ১১৭ হা. ৩৫০ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সা. আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন ঘোষণা করে দেয় যে, সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে কুরআনের কিছু অংশ না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবে না।[১০৩] হাদীসটি সহীহ।

এ হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণিত যে, তা একাকী নামায আদায়কারী বা ইমামের জন্য প্রজোয্য। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, " সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে কুরআনের কিছু অংশ না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবে না" এটিও আহলে হাদীসের দাবী মোতাবেক মুক্তাদির জন্য শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল হয় না।

তাদের চতুর্থ দলিলঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْه الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ. قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَة الْكِتَاب فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা রাসুল সা. এর সাথে ফজরের নামাযের জামাতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তার পাঠ তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করেছ। আমরা বলি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সুরা ফাতেহা ব্যতিত অন্য কিছু পাঠ করবেনা। কেননা যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বে না, তার জন্য নামায হবে না।[১০৪]

হাদীসটি যয়ীফ। হাদীসটি ইলাল তথা ক্রুটিযুক্ত।[১০৫]

তাদের পঞ্চম দলিলঃ

عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُود بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ نَافِعٌ أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِت عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِى نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا

---

[১০৩]. আবু দাউদ ১/৩০১ হা. ৮২০ নামায অধ্যায়, নামাযে কেরাত পাঠ ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ।

[১০৪]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৩ হা. ৮২৩ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়া পরিচ্ছেদ।

[১০৫]. আসারুস সুনান ১২০ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

بِوَجْهِهِ وَقَالَ « هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ ». فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ « فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِى يُنَازَعُنِى الْقُرْآنُ فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ».

হযরত নাফে ইবনে মাহমুদ হতে বর্ণিত, হযরত নাফে বলেন, একদা আমরা উবাদাহ ইবনে সামেত রা. বিলম্বে ফজরের নামাযের জামাতে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় মুয়ায্যিন আবু নুয়াইম রহ. তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। তখন আমি এবং উবাদা ইবনে সামেত রা. উপস্থিত হয়ে আবু নুয়াইমের পিছনে ইকতিদা করি। এই সময় আবু নুয়াইম উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা রা. সুরা ফাতেহা পাঠ করেন। নামাযান্তে আমি উবাদা রা. কে বলি আবু নুয়াইম যখন উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলেন, তখন আপনাকেও সুরা ফাতেহা পাঠ করতে শুনি- এর হেতু কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি পাঠ করেছি। একদা রাসুল সা. কোন এক ওয়াক্তের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন। যার মধ্যে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করতে হয়। বর্ণনাকারী বলেন- রাসুল সা. কেরাত পাঠের সময় আটকে যান। অতপর নামাযান্তে তিনি সমবেত মুসল্লিদের লক্ষ করে বলেন, আমি যখন উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করছিলাম। তখন কি তোমরাও কেরাত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হ্যাঁ আমরাও কেরাত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনো করবেনা। তিনি আরো বলেন, কেরাত পাঠের সময় যখন আমি আটকে যায়, তখন আমি এইরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কেরাত পাঠ করি, তখন তোমরা সুরা ফাতেহা ব্যতিত অন্য কিছু পাঠ করবে না।[১০৬] হাদীসটি যয়ীফ।

তাদের ষষ্ট দলিলঃ

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَتَقْرَءُونَ فِى صَلاَتِكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ. فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى نَفْسِهِ.

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন, নামায শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, অতপর বললেন, তোমরা কি নামাযে কেরাত পড়েছ? অথচ ইমাম কেরাত পড়ছেন। অতপর তারা চুপ থাকল, এভাবে তিন বার বললেন, তারপর একজন বা সকলে বললেন হ্যাঁ আমরা অবশ্যই

[১০৬]. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৪ হা. ৮২৪ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়া পরিচ্ছেদ।

করি। (কেরাত পাঠ করি)। তিনি বলন এখন আর করবে না। তোমাদের কেউ মনে মনে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে।[১০৭]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন-

وَقَدْ قِيلَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ

আবু কিলাবা হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস অসংরক্ষিত।[১০৮]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী রহ. ইলালযুক্ত বলেছেন। এই পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস অসংরক্ষিত।[১০৯]

তাদের সপ্তম দলিলঃ

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالُوا : إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي نَفْسِه.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেন, সম্ভবত তোমরা নামাযে কেরাত পড়? অথচ ইমাম কেরাত পড়ছেন। এভাবে তিন বার বললেন, সকলে বলল হ্যাঁ আমরা অবশ্যই করি। (কেরাত পাঠ করি)। তিনি বলেন এখন আর করবে না। তোমাদের কেউ মনে মনে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে।[১১০]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন-হাদীসটি যয়ীফ।[১১১]

তাদের অষ্টম দলিলঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

---

১০৭. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, জেহরী নামাযে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।
কেরাত খালফাল ইমাম-বুখারী ১/১৬১ হা. ১৫৬ ইমামের পিছনে কেরাত জোরে পড়বে না পরিচ্ছেদ।
তোমরা কি নামাযে কেরাত পড়বে? অথচ ইমাম কেরাত পড়ে।
সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ হা. ১৩০৩ নামায অধ্যায়, তাতবীক রহিত পরিচ্ছেদ।

১০৮. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, জেহরী নামাযে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।

১০৯. আসারুস সুনান ১২৫ হা. ৩৫৫ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাম পরিচ্ছেদ।

১১০. মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৬ হা. ১৮০৯৫ মুসনাদে শামীয়্যীন, রাসুল সা. এর সাহাবীর একজন ব্যক্তির হাদীস।
আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৬৬ হা. ৩০৪০ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পড়া পরিচ্ছেদ।

১১১. আসারুস সুনান ১২৬ হা. ৩৫৬ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটি তিন বার বলেছেন।[১১২]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- এই হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার দলিল দেয়াতে অনেক সমস্যা রয়েছে।[১১৩] সুতরাং এটি দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না।

তাদের সপ্তম দলিলঃ

আহলে হাদীস বলেন, সূরা ফাতেহা কুরআন নয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

আমি আপনাকে বারবার পাঠিত আয়াত ও মহান কুরআন দিয়েছি।[১১৪]

এখানে سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي দ্বারা সুরা ফাতেহা বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন থেকে সুরা ফাতেহাকে আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কুরআন ও সুরা ফাতেহা এক নয় ও কুরআনের অংশ নয়।

উত্তরঃ- আমরা যদি আহলে হাদীসের যুক্তি কিছুক্ষণের জন্যও মেনে নেয় যে, সুরা ফাতেহা কুরআনের অংশ নয়। নাউযুবিল্লাহ। তবে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ "এই কিতাব তথা কুরআনে কোন প্রকার সন্দেহ নেয়।[১১৫] তবে কি সুরা ফাতেহাতে সন্দেহ বিদ্যমান? কেউ সুরা ফাতেহা অস্বীকার করলে সে কাফের হবে না? নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে। অতএব সুনিশ্চিত সুরা ফাতেহা কিতাব তথা কুরআনের অংশ। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে জুযকে কুলের সাথে আতফ করা হয়েছে। সুরা ফাতেহাকে পৃথক করে তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট বুঝানো হয়েছে।[১১৬] সুতরাং সুরা ফাতেহাকে কুরআন নয় বলার কোন সুযোগ নেয়।

সুতরাং একথা স্পষ্ট বর্ণিত হল, আহলে হাদীসগণ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া বিষয়ে যে সকল দলিল পেশ করে থাকেন, তাদ্বারা মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া অবশ্যক বলেও প্রমান হয়না। বরং তা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বেনা।

---

[১১২]. মুসলিম ২/৮ হা. ৯০৪ নামায অধ্যায়, প্রতি রাকাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

[১১৩]. আসারুস সুনান ১১৮ হা. ৩৫২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ফাতেহা পড়া পরিচ্ছেদ।

[114]. সরা হিজর আয়াত ৮৭।

[১১৫]. সুরা বাক্বারা আয়াত ২।

[১১৬]. রুহুল মাআনি ১০/৬৮ সুরা হিজর।

রুকু পেলেও রাকাত পাবে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফীগণ বলেন- মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে কেরাত পড়বে না। বরং ইমামের কেরাত শ্রবণ করবে।

মুক্তাদির জন্য কেরাত ফরয বা জরুরী হলে রাসুল সা. এর এমন বর্ণনা পাওয়া যেত না। কেননা কোন মুক্তাদি ইমামকে রুকুতে পেলে সে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বণিত, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের রাকাত পেল সে নামাযও পেল।[১১৭]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْاِمَامُ صُلْبَهُ. هذا حديث صحيح.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিঠ সোজা করার পূর্বেই রাকাত পেল সে ঐ রাকাতও পেল।[১১৮] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তোমরা নামাযে এসে আমাদেরকে সিজদায় পেলে সিজদা করে নাও। তবে একে রাকাত হিসেবে গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি রাকাত তথা রুকু পেল সে নামায পেয়েছে বলে গণ্য হবে।[১১৯]

আল্লামা হাকেম নিসাপুরী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১২০]

সুতরাং এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মুক্তাদিগণের জন্য কেরাত পড়া ফরয নয়। কেননা যে ব্যক্তি রুকু পেল সে ইমামের পিছনে কেরাতহীন হওয়ার পরও সে ঐ রাকাত পেল। অতএব মুক্তাদির জন্য কেরাত তথা সুরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা।

ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত নিষিদ্ধ

১১৭. সহীহ মুসলিম ২/১০২ হা. ১৪০২ নামাযের স্থান অধ্যায়, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে ঐ রাকাতও পেল পরিচ্ছেদ।
১১৮. সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৪৫ হা. ১৫৯৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো এবং এ বিষয়ের সুন্নাতগুলির পরিচ্ছেদসমষ্টি, ইমামের রুকুতে মুক্তাদির রাকাত পাওয়ার আলোচনা পরিচ্ছেদ।
১১৯. সুনানে আবু দাউদ ১/৩৩১ হা. ৮৯৩ নামায অধ্যায়, ইমামকে সিজদায় পেলে কি করবে? পরিচ্ছেদ।
১২০. আল মুস্তাদরাক ১/৪০৭ হা. ১০১২ নামায অধ্যায়, আমীন পরিচ্ছেদ।

নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষেধ। নামাযে কেরাতে জাহরী তথা ফজর, মাগরীব, ইশা হোক বা কেরাতে সিররী তথা যোহর আসর যাই হোক না কেন, তাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদি কেরাত পড়বে না।

যে সকল হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ। তা বর্ণনা করছি।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।[১২১]

আয়াতটি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর হলো-

{وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ} فِيْ الصَّلَاة الْمَكْتُوْبَة {فَاسْتَمِعُوْا لَهُ} إِلَى قِرَاءَته {وَأَنصِتُواْ} لقِرَاءَته.

(যখন কোরআন পাঠ করা হয়) ফরয নামাযে (তখন তা শ্রবণ কর) কেরাত পাঠ করা পর্যন্ত (এবং নিশ্চুপ থাক) কেরাতের জন্য।[১২২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } يَعْنِيْ: فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوْضَة.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার কথা (যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন কান লাগিয়ে শ্রবন কর এবং নিশ্চুপ থাক) অর্থাৎ ফরয নামাযে।[১২৩]

عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ قَالَ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذه الْآيَة فِيْ الصَّلَاة.

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন- সকলে এক্যমত যে এই আয়াতটি নামাযের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।[১২৪]

সুতরাং উপরোক্ত কোরআনের আয়াত ও তাফসীর থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হল যে, নামাযে কোরআন পাঠ করা হলে তা মুক্তাদিগণ শ্রবণ করবে। আর আয়াতটিও নামাযের বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابه فَسَمِعَ أُنَاساً يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَمَا آنْ لَّكُمْ أَنْ تَفْهَمُوْا أَمَا آنْ لَّكُمْ أَنْ تَعْقلُوْا { وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنصِتُواْ } كَمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَى.

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তার সাথিদেরকে নিয়ে নামায পড়ালেন, তখন তিনি তার পিছনে কিছু মানুষের কেরাত পড়া শুনতে পেলেন, নামায শেষে বললেন, এটা কি তোমরা বুঝোনা? যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের নির্দেশ

[১২১]. সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪

[১২২]. তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে ইব্বাস ১/১৮৬ সুরা আরায় আয়াত ২০৪।

[১২৩]. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫৩৭ সুরা আরাফ আয়াত ২০৪।

[১২৪]. শরহে আবু দাউদ, আইনী ৩/৫০৪ নামায অধ্যায়, নামাযে ফাতেহা পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

দিয়েছেন, যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তা কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক।[১২৫]

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا.

হযরত আবু মুসা রা. বলেন, রাসুল সা. আমাদেরকে নামায শিখিয়েছেন। যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের কাউকে ইমাম বানাবে। যখন ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।[১২৬] হাদীসটি সহীহ।

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِى وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. فَقَالَ هُوَ عِنْدِى صَحِيحٌ.

আবু বকর সুলায়মানকে প্রশ্ন করলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস কেমন? তিনি বললেন, সহীহ অর্থাৎ এ হাদীস "যখন ইমাম কিরাত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে" নিঃসন্দেহে সহীহ।[১২৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে।[১২৮] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে। যখন তিনি বলবেন গায়রিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লীন, তখন তোমরা বলবে আমীন।[১২৯] হাদীসটি সহীহ।

---

[১২৫]. তাফসীরে রুহুল মাআনী ৬/৪৯৪ সুরা আরাফ আয়াত ২০৪।

[১২৬]. মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৫ হা.১৯৭৩৮ মুসনাদে কূফীয়্যীন, হাদীসে আবী মুসা আল আশআরী।

[১২৭]. মুসলিম ২/১৫ হা. ৯৩২ নামায অধ্যায়, নামাযে তাশাহহুদ পরিচ্ছেদ।

[১২৮]. মুসনাদে আহমাদ ২/৪২০ হা. ৯৪২৮ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মুসনাদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা।

[১২৯]. সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭৬ হা. ৮৪৬ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদিগণ চুপ থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নিরবতা অবলম্বন করবে। যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তখন আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।[১৩০] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাত তার জন্য কেরাত।[১৩১] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে প্রশ্ন করা হত, ইমামের পিছনে কি কেউ কেরাত পাঠ করবে? তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তখন ইমামের কেরাতই যথেষ্ট। আর একা নামায পড়লে কেরাত পাঠ করলে করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নিজেও কেরাত পাঠ করতেন না।[১৩২]

عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ لَا.

হযরত আবু হামযাহ রহ. বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার সামনে ইমাম থাকতে আমি কেরাত পড়ব? অতপর তিনি বলেন না।[১৩৩]

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِيْ كُلِّ الصَّلَاة قُرْآنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ. وَقَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ.

[১৩০]. সুনানে নাসায়ী ২/১৪১,১৪২ হা. ৯২১,৯২২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, আল্লাহর কথা যখন কোরআন পড়া হয়. . . . . . . পরিচ্ছেদ।

[১৩১]. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৭ হা. ১১৯২ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত।

[১৩২]. মুআত্তা মালেক হা. ১৯২ ইমামের পিছনে কেরাত পড়া হতে বিরত থাকা।

[১৩৩]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২০ হা. ১২১৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

হযরত আবু দারদাহ রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ! প্রত্যেক নামাযেই কি কোরআন তথা কেরাত আছে? তিনি বলেন হ্যাঁ। অতপর একজন আনসার ব্যক্তি বলল তা ওয়াজিব। বর্ণনাকারী বলেন আবু দারদাহ রা. বলেন, আমি মনে করি যখন ইমাম দলের ইমামতি করে তখন ইমামই তাদের জন্য যথেষ্ট।[১৩৪]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ হাসান।[১৩৫]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِى شَىْءٍ.

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর কাছে ইমামের সাথে কিরাতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাত নেই।[১৩৬]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مقسم أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُوْا لَا تَقْرَؤُوْا خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ.

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মুকসিম রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. কে জিজ্ঞেস করেন অতপর তারা বলেছেন, তোমরা ইমামের পিছনে কোন নামাযে কেরাত পাঠ করবেনা।[১৩৭]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৩৮]

عَنْ أَبِيْ نَعِيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.

হযরত ওহব ইবনে কায়সান থেকে বর্ণিত, তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে ব্যক্তি এমন রাকাত পড়েছে যাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি, অবশ্য সে যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে থাকে তবে নামায শুদ্ধ হয়েছে।[১৩৯]
আল্লমা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৪০]

---

১৩৪. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৬ হা. ১১৮৭ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।
135. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৭২ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।
১৩৬. মুসলিম ২/৮৮ হা. ১৩২৬ মসজিদ অধ্যায়, তেলাওয়াতে সিজদা পরিচ্ছেদ।
১৩৭. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২১১ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।
138. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৪ হা. ৩৬৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।
১৩৯. মুআত্তায়ে মালেক হা. ১১৩ নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقِرَاءَةَ.

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সা. এর পিছনে কেরাত পাঠ করতেন। অতপর তিনি বলেন, তোমরা আমার উপর কেরাত মিলিয়ে দিয়েছ।[১৪১] আল্লমা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ হাসান।[১৪২]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا. فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. যোহরের নামায পড়ালেন, এক ব্যক্তি তার পিছনে সুরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা সুরা পাঠ করল। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে সুরা পাঠ করেছে? লোকটি বলল আমি। তিনি বললেন, আমি অনুমান করেছি তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে পাঠ ছিনিয়ে নিয়েছে।[১৪৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا. فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أُنَازَعُ الْقُرْآنَ. قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. জাহরী নামাজ শেষে জিজ্ঞাসা করলেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি? যে আমার সাথে ক্বেরাত পাঠ করেছ। এক ব্যক্তি বলল হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি পাঠ করেছি। রাসুল সা. বললেন, তাই বলি আমার ক্বেরাতে কেন বিঘ্নতা হচ্ছে? একথা শোনার পর থেকে লোকেরা (সাহাবায় কেরাম) জাহরী নামাযে রাসুল সা. এর সাথে ক্বেরাত পড়া থেকে বিরত থাকল।[১৪৪] হাদীসটি সহীহ।

قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ.

---

[১৪০] . আসারুস সুনান পৃ. ১৩৪ হা. ৩৬৬ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[১৪১] . শরহু মাআনিল আসার ১/২১৭ হা. ১১৯১ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত।

[১৪২] . আসারুস সুনান পৃ. ১৩২ হা. ৩৬৩ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

[১৪৩] . সহীহ মুসলিম ২/১১ হা. ৯১৪ নামায অধ্যায়, মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষেধ।

[১৪৪] . সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৫ হা. ৮২৬ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত জোরে পড়লে সুরা ফাতেহা পড়া অপসন্দ পরিচ্ছেদ।

হযরত মা'মার ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- লোকেরা বিরত থাকল।[১৪৫]

عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِه صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ. فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا. قَالَ إِنِّيْ أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ.

হযরত আবু উকায়মা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসুল সা. সাহাবীদের নিয়ে নামায আদায় করলেন, আমাদের ধারণা এটি ফজরের নামায ছিল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের থেকে কেউ কি কেরাত পাঠ করেছে? একজন ব্যক্তি বললেন, আমি। তিনি বললেন, আমার কি হলো যে, আমার কেরাত পাঠে বিঘ্ন হচ্ছে!।[১৪৬]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেছেন- হাদীসটি সহীহ।[১৪৭]

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِيْ الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيْكَ ذَالِكَ الْإِمَامُ.

হযরত ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেরাতের জন্য চুপ থাকো। কেননা নামাযে ব্যস্ততা রয়েছে। আর তোমার জন্য উক্ত ইমামই যথেষ্ট।[১৪৮]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৪৯]

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَيْتَ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِيءَ فُوْهُ تُرَابًا.

হযরত আলকামা রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ে, তার মুখে মাটি পূর্ণ করা হোক।[১৫০]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।[১৫১]

অতএব উপরোক্ত হাদীসগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, নামাযে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ।

---

১৪৫. সুনানে আবু দাউদ ১/৩০৬ হা. ৮২৭ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত জোরে পড়লে সুরা ফাতেহা পড়া অপসন্দ পরিচ্ছেদ।

১৪৬. সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭৬ হা. ৮৪৮ নামায অধ্যায়, ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদিগণ চুপ থাকবে।

147. আসারুস সুনান পৃ. ১৩১ হা. ৩৬১ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে১জেহরী নামাযে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

১৪৮. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২০৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

১৪৯. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৬৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

১৫০. শরহু মাআনিল আসার ১/২১৯ হা. ১২০৯ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিচ্ছেদ।

১৫১. আসারুস সুনান পৃ. ১৩৫ হা. ৩৭০ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগ পরিচ্ছেদ।

আশা করি এই পুস্তিকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের দ্বারা প্রসারিত "মুক্তাদির জন্য সুরা ফাতেহা পড়া" বিষয় নিয়ে জনসাধারণের মাঝে ফিতনার প্রচার বন্ধ করতে এবং তাদের সন্দেহ নিরসনে ভুমিকা রাখবে।

আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক বুঝার ও সত্য সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই,চট্টগ্রাম।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
১৭ জিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী
রাত ৮: ৫৮ মিনিট।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম

রচনায়:

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য; যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

বর্তমান সময়ে কিছু মসজিদে দেখা যাচ্ছে গুটি কয়েক মুসল্লী ইমাম সাহেবের সুরা ফাতিহা শেষে আমীন জোরে বলে থাকেন। যার কারণে অনেকেই চিন্তিত। এতদিন ধরে চলে আসা নামাযে আস্তে আমীন বলা কি সঠিক নয়? আমীন এত জোরে বলা হচ্ছে কেন? ইত্যাদি। অপর দিকে তথাকথিত আহলে হাদীস প্রচার করছে, নামাযে আস্তে আমীন বলা যাবেনা। আমীন জোরে বলতে হবে। আস্তে আমীন বলার হাদীস সঠিক নয়। তাদের এ সকল ভুল বক্তব্য দেয়ার কারণে ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষদের সঠিক আমল থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। এ দিকে যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সহ কয়েকটি মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে জোরে আমীন ও আস্তে আমীন বলা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। আর সেখানেও অনেকে অসত্য ও ভুল বক্তব্য দিয়ে চলেছে। সে কারণে বিষয়টি নিয়ে সামান্য কিছু লেখার ইচ্ছা করেছি। মহান আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দান কারী।

প্রতি নামাযে সুরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা সুন্নাত। এটি পুরুষ, মহিলা, ইমাম, মুক্তাদি, একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্য।

আমীন آمِيْنَ আলীফ কে টেনে আদায় করতে হবে। রাসুল সা. বলেন- وَمَدَّ بِهَا صَوْتَه। আমীন টেনে পড়বে।[১৫২] آمِيْنَ অর্থ اَللّٰهُمَّ اِسْتَجِبْ বা اِسْتَجِبْ لِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন বা আমাকে কবুল করুন।[১৫৩]

আমীন দুআ

হযরত মুসা আলাইস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তার গোত্র সম্পর্কে কিছু অভিযোগ তুলে দুয়া করেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন- قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا তোমাদের দোআ কবুল করা হয়েছে।[১৫৪]

[১৫২] . সুনানে তিরমিযি ২/২৭ হা. ২৪৮ নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।
সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, সুরা ফাতিহার পর আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[১৫৩] . লিসানুল আরব ১/২৩৬ হামযাহ পরিচ্ছেদ।

[১৫৪] . সুরা ইউনুস আয়াত: ৮৯

সুরা ইউনুসের ৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম দোআ করেছেন। আর ৮৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে তাদের দু' জনের দুআ কবুল করা হয়েছে। তাফসীরে উল্লেখ হয়েছে-

وَهذه الدَّعْوَةُ كَانَتْ مِنْ مُوْسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، ....وَلِهَذَا اسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِمُوْسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِيْهِمْ هذه الدَّعْوَةُ، الَّتِيْ أَمَّنَ عَلَيْهَا أَخُوْهُ هَارُوْنُ، فَقَالَ تَعَالَى: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا.

দুআটি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করেছিলেন। দুআটিতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালাম দুআতে আমীন বলেছিলেন। আর তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- তাদের দু'জনের দুআকে কবুল করা হয়েছে।[১৫৫]

উপরোক্ত আয়াত ও তাফসীর থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, আমীন آمِيْنَ একটি দুআ।

বুখারী শরীফে উল্লেখ হয়েছে- **وَقَالَ عَطَاءٌ آمِيْنَ اَلدُّعَاءُ** হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন- আমীন হলো দুআ।[১৫৬]

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ أَعْطَانِيَ التَّأْمِيْنُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّبِيِّيْنَ قَبْلُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ اللهُ أَعْطَى هَارُوْنَ يَدْعُوْ مُوْسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُوْنُ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআয়া আমাকে আমীন দিয়েছেন। পূর্বে হযরত হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত কোন নবীকে দেয়া হয়নি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুআ করতেন। আর হযরত হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন।[১৫৭] হাদীসটিকে ইবনে খুযায়মা রহ. সহীহ বলেছেন।[১৫৮]

হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হলো যে, আমীন آمِيْنَ একটি দুআ।

দুআ আস্তে করা উত্তম।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

[১৫৫]. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৯১ সুরা ইউনুস আয়াত : ৮৯

[১৫৬]. বুখারী শরীফ ১/২৭০ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, ইমামের জোরে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[১৫৭]. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন দান করেছেন। এর পূর্বে হযরত হারুন আলাইস সালাম ব্যতিত অন্য কোন নবীকে এটা দেয়া হয়নি।

[১৫৮]. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন দান করেছেন। এর পূর্বে হযরত হারুন আলাইস সালাম ব্যতিত অন্য কোন নবীকে এটা দেয়া হয়নি।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট দুআ কর ক্রন্দনরত আবস্থায় ও সংগোপনে।[১৫৯]

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي

হযরত সা'দ ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, উত্তম যিকির হল আস্তে, আর উত্তম রিযিক হল যা যথেষ্ট হয়।[১৬০]

হাদীসটিকে ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ বলেছেন।[১৬১]

অতএব উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, দুআ আস্তে করা উত্তম। আল্লামা আমীন সফদর রহ. এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন।[১৬২]

আমীন বলার ফলিযত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আমীন বলে তোমাদের একে আপরের সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল; কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৬৪]

---

১৫৯. সুরা আরাফ আয়াত ৫৫।

১৬০. মুসনাদে আহমাদ ১/১৭২ হা. ১৪৭৭, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মুসনাদ, হযরত সা'দ ইবনে
আবী ওয়াক্কাস রা. এর মুসনাদ।

১৬১. সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৯১ হা. ৮০৯ রাকায়েক অধ্যায়, যিকির পরিচ্ছেদ।

১৬২. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১১৩-১১৭ আমীন বলার তাহকীক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৬৩. বুখারী শরীফ ১/২৭১ হা. ৭৪৮ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, আমীন বলার ফযিলত পরিচ্ছেদ।
মুসলিম শরীফ ২/১৪২ হা. ৯৪৫ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

১৬৪. বুখারী শরীফ ১/২৭০ হা. ৭৪৭ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, ইমামের আমীন জোরে বলা পরিচেছদ।
মুসলিম শরীফ ২/১৭ হা. ৯৪২ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা

عَنْ أَبِيْ مُوسَى الاَشْعَرِيْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ – خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبّكُمُ اللَّهُ

হযরত আবু মুসা আল আশআরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন, অতপর শিক্ষা দিলেন, আমাদের সুন্নাতের বর্ণনা করলেন ও আমাদের নামায শিক্ষা দিলেন অতপর বললেন- যখন তোমরা নামায আদায় করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে, তোমাদের একজন ইমামতি করবে, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ইমাম বলবে গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন তখন তোমরা আমীন বলবে, তবে তোমাদের আল্লাহ তাআলা ভালবাসবেন।[১৬৫]

আমীন বলার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১. আমীন জোরে বলা

২. আমীন আস্তে বলা

প্রথমে জোরে আমীন বলা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

হাদীসটির পূর্বে আস্তে ও জোরের পরিমান নিয়ে আলোচনা করাকে ভাল মনে করছি।

আরবী ভাষায় জেহের অর্থ জোরে আওয়াজ এবং এখফা অর্থ গোপন বা আস্তে।

আস্তের পরিমান তিনটি ১. মনে মনে বলা যাতে জিহ্বা ও ঠোট ব্যবহার হয়না। ২. মনের সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ হবে। নিজ কানে শ্রবন করা যাবে। ৩. মুখের আওয়াজ নিকটতমব্যক্তি শুনতে পারে।

জোরের পরিমানও তিনটি ১. আওয়াজ দু'চার বা এক কাতার পর্যন্ত শুনা যাবে। ২. এতো বেশী জোরও নয়। আর এত বেশী আস্তেও নয়, যা মুক্তাদিগণ শুনতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.

আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।[১৬৬]

লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

[১৬৫]. সুনানে আবী দাউদ ১/৩৬৭ হা. ৯৭৪ নামায অধ্যায়, তাশাহুদ পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩৭ হা. ১৫৮৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহা শেষে আমীন পাঠকারীর ডাকে সাড়া প্রদান পরিচ্ছেদ।

[১৬৬]. সুরা বনী ইসরাঈল আয়াত: ১১০

অতএব বুঝা গেল যে, চার পাঁচ কাতার পর্যন্ত আওয়াজ যাবে।

৩. অত্যন্ত উচু আওয়াজে শব্দ উচ্চারণ করবে।[১৬৭]

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযের প্রথম কাতারের নিকটতম কিছু মুসল্লীগণ ইমাম থেকে শ্রবণ করলেই তাকে জেহের বা জোওে বলা সঠিক হবে না। কেননা সেটাও আস্তেরই অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়ালায্‌যীন বলতেন তখন আমীন বলতেন; এবং আওয়াজ বড় করতেন।[১৬৮]

হাদীসটি যয়ীফ।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

وهو حديث مضطرب

হাদীসটি মুযতারীব।[১৬৯]

এবং আরো বলেন-

হাদীসটি আনেকেই সহীহ বলেছেন। তবে তাহকীকের পরে হাদীসটি এযতেরাবের দ্বারা যয়ীফ প্রমাণিত হয়।[১৭০]

অনেকে এ হাদীস থেকে "জোরে আমীন" বলার দলিল দিয়ে থাকেন। অথচ এ হাদীসটির অর্থ হল আমীন উচু আওয়াজে বলা হয়েছে। যা পিছনের কাতার থেকে শ্রবণ করা যায়। এটা জোরে আমীন বলা নয়। যা আস্তে আমীন বলার ৩ নং পদ্ধতিতে শামিল। অতএব এ হাদীস থেকেও আস্তে আমীন বলা প্রমাণিত হয়।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَهَرَ بِآمِينَ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত; তিনি রাসুল সা. এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন জোরে বলেছেন।[১৭১]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

هذا من جهة بعض الرواة كأنه نقله بالمعني والصواب رفع بها صوته كما في اكثر الروايات–

---

১৬৭. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১১১-১১২ মাসআলায়ে আমীনের তাহকীক, প্রথম পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

১৬৮. আবু দাউদ ১/৩৫১ হা. ৯৩৩ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

১৬৯. আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭০. আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭১. আবু দাউদ ১/৩৫১ হা. ৯৩৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

এটা কিছু বর্ণনাকারীগণ এমন বর্ণনা করেছেন। এটা মূলত "আস্তে আমীন" বলার অর্থ নকল করেছেন। সঠিক হল আমীন বলতে আওয়াজ উচু করেছেন। যা অধিক বর্ণনায় এসেছে।[১৭২]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. যখন তেলাওয়াত করতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্‌যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ তা শুনতে পেতেন।[১৭৩]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[১৭৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ – تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ . وَكَانَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ . فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সা. যখন বলতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্‌যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের মানুষ তা শুনতে পেতেন। তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[১৭৫]

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

اسناده ضعيف

হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[১৭৬]

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ করেছেন- বিশর ইবনে রাফে এর সনদে, তবে সেখানে

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[১৭৭]

শব্দটা বর্ণিত হয়নি।

হাদীসটি হলো-

---

১৭২ . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৩ . আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৪ . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৫ . ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৬ . আসারুস সুনান পৃ ১৪১ হা. ৩৭৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৭ . ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. যখন তেলাওয়াত করতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ তা শুনতে পেতেন।[১৭৮]

আর মুসনাদে আবী ইয়ালাতেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে এভাবে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ آمِيْنُ إِنَّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ : آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; পড়তেন; তখন আমীন বলতেন প্রথম কাতার থেকে তা শুনা যেত।[১৭৯]

আবু দাউদ শরীফ ও মুসনাদে আবী ইয়া'লা এর হাদীস দু'টির সনদ একই-

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.[180]

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيِّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.[181]

অতএব এ কথা প্রকাশ্য যে, ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসে-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[১৮২]

অতিরিক্ত।

আর হাদীসেন সনদে বিশর ইবনে রাফে সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

ليس بشيئ ضعيف الحديث

কিছুই নয় হাদীসে দুর্বল।

---

১৭৮. আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

১৭৯. মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

১৮০. আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

১৮১. মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

১৮২. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন-

لا يتابع في حديثه

তার হাদীস সমর্থনযোগ্য নয়।

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন-

ضعيف

তিনি দুর্বল।

ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন-

يحدث بمناكير

তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু হাতেম বলেন-

ضعيف الحديث منكر الحديث لا نري له حديثا قائما

হাদীসে দুর্বল হাদীসে মুনকার তার সঠিক হাদীস আমরা দেখিনা।[১৮৩]

ইবনে হিব্বান রহ. বলেন-

يروى أشياء موضوعة،

তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৪]

ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন-

وبشر بن رافع عندهم منكر الحديث قد اتفقوا على إنكار حديثه ، وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك ،

বিশর ইবনে রাফে সকলের নিকট মুনকারুল হাদীস। তার হাদীসের আস্বীকারের বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার দ্বারা দলির পেশ করাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হাদীস গবেষণাকারী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।[১৮৫]

অতএব বুঝা গেল যে, এমন ব্যক্তির মাধ্যমে দলিল দেয়া যাবেনা। সাথে সাথে হাদীসের প্রথম অংশ-

حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

এমনকি প্রথম কাতারের মানুষ তা শুনতে পেতেন।

---

১৮৩ . তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল ২/ ৫২ রা. ৬৭৮ বিশর ইবনে রাফে আল হারেসী।

১৮৪ . মিযানুল ইতিদাল ১/২৬২ রা. ১১৯৪

১৮৫ . আল ইনসাফ- ইবনে আব্দিল বার ১/১০ হা. ৬ নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া মতভেদের আলোচনা পরিচ্ছেদ।

শেষাংশ-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[১৮৬]

প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ শুনতেন। দ্বিতীয় অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ আওয়াজে প্রকম্পিত হত। দু'টি কথা একটি অপরের বিপরিত।
তবে হাদীসে জোরে আমীন বলার কোন শব্দ বর্ণিত হয়নি।
হযরত মাওলানা আমীন সফদর উকাড়বী রহ. বলেন-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[১৮৭]

হাদীসের এ অংশটি প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিরোধী। কেননা বর্ণনাটিতে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আওয়াজ প্রথম কাতার পর্যন্ত শুনা যেত। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীসের ধারণা মতে মুক্তাদিদের আওয়াজ এমন উচ্চস্বরে হত যেন মসজিদ প্রকম্পিত হত। উক্ত হাদীসের ভুল বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, নাউযুবিল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিপরিত করেছেন। কেনন আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করোনা এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরুপ উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরুপ উঁচুস্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদেও কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবেনা।[১৮৮]

অথচ এই ভুল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রা. বিশেষভাবে মসজিদে রাসুল সা. এর পিছনে দাড়িয়ে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং নিজেদের নামায নষ্ট করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।[১৮৯]

অনেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত উক্তি দ্বারা জোরে আমীন বলার জন্য দলিল পেশ করেন-

أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ

১৮৬. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১৪১-১৪২

১৮৭. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

১৮৮. সুরা হুজরাত আয়াত: ২

১৮৯. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১৩৫ মাসআলায়ে আমীনের তাহকীক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় বিষয়ে মুক্তাদিদের আমীনের মাসআলা।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. ও তার পিছনের মুসল্লিগণ এমনভাবে আমীন বলতেন যে মসজিদে আওয়াজ হত। হযরত আবু হুরায়রা রা. ইমামকে ডেকে বলতেন আমাকে আমীন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।[১৯০]

অনেকে উপরোক্ত কথা দ্বারা জোরে আমীন বলার দলিল দিতে চান। অথচ এ শব্দ দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। কেননা, আরবী ভাষায় لَجَّة শব্দের অর্থ হলো, اختلاط الأصوات আওয়াজ মিশ্রিত হওয়া। বলা হয় سمعت لجة الناس أصواتهم وصخبهم আমি শুনেছি মানুষের আওয়াজ ও তাদের হৈচৈ।[১৯১] এবং صخب এর অর্থ হলো, علت فيه الأصوات واختلطت যেখানের আওয়াজ দূর্বল ও মিশ্রিত।[১৯২] সুতরাং لَجَّة এর অর্থ হলো, আস্তে আওয়াজ। অতএব এ কথার অর্থ হল, নামাযে প্রত্যেকেই আমীন বলতেন। আর তা নিজের কানে শ্রবণ করা যেত। বা নিকটতম ব্যক্তি আমীন বলা শুনতে পেতেন। আর ইহা আস্তে আমীন বলার অন্তর্ভুক্ত। উপরে আস্তে আমীন বলার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা তারই অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ آمِيْنُ إِنَّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ : آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ الصَّفُّ الْأَوَّلَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; পড়তেন; তখন আমীন বলতেন প্রথম কাতার থেকে তা শুনা যেত।[১৯৩]

এ হাদীসটি দ্বারাও আস্তে আমীন বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা আমীন বলার আওয়াজ নিকটতম ব্যক্তিগণ তথা প্রথম কাতারের কিছু মানুষ শুনতে পেতেন। কিন্তু এ আস্তে আমীন বলার আওয়াজ হযরত আবু হুরায়রা রা. শুনতে না পেয়ে তিনি বলেছেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এটি আস্তে আমীন ছিল।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : آمِينَ. قال النيموي وفي اسناده لين.

---

[১৯০] . বুখারী শরীফ ১/১৫৬ আযান অধ্যায়, ইমামের স্বশব্দে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[191] . আল মু'জামুল ওয়াসিত ২/৮১৬ লাম পরিচ্ছেদ।

[192] . আল মু'জামুল ওয়াসিত ১/৫০৮ সাদ পরিচ্ছেদ।

[১৯৩] . মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

www.almodina.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল সা. যখন সুরা ফাতেহা শেষ করতেন, আওয়াজ উচু করতেন এবং আমীন বলতেন।[১৯৪]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হি. বলেন-হাদীসটির সনদে লায়্যিন (নম্রতা) আছে।

হাদীসটিকে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী রহ. বলেন-

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بهذا اللفظ

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। কিন্তু তারা এ বাক্যে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেন নি।[১৯৫]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হি. বলেন-

وقد اغتر الحافظ ابن القيم بتصحيح الحاكم وقال في اعلام الموقعين: رواه الحاكم باسناد صحيح.

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহ. হাকিম রহ. এর হাদীসটি সত্যায়নে ধোঁকার শিকার হয়েছেন, তিনি ইলামুল মুআক্কিঈনে বলেন- হাকিম রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৯৬]

কেননা হাদীসটির সনদে "ইসহাক ইবনেস ইবরাহিম ইবনে আলা আয যুবায়দি ইবনে যাবরীক" নামক বর্ণনাকারী আছেন। তিনি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ কিতাবে তার কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম নাসায়ী ও আবু দাউদ তাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আউফ আত তায়ী তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম যাহবী রহ. মিজানুল ইতিদালে বলেন-

قال ابو حاتم: لا باس به

আবু হাতেম বলেছেন- কোন সমস্যা নেই। ইবনে মাঈন থেকে তার বিষয়ে প্রশংসা করতে শুনেছি।

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন-

ليس بثقة

তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন-

ليس بشيء

কোন জিনিস নয়।

---

[১৯৪]. সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৫ হা. ১২৮৯ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাক ১/৩০৪ হা. ৮১২ ইমামতি ও জামাতে নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[১৯৫]. আল মুস্তাদরাক ১/৩০৪ হা. ৮১২ ইমামতি ও জামাতে নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[১৯৬]. এলামুল মুআক্কিঈন ২/৪৬৭

মুহাদ্দিস হিমস মুহাম্মাদ ইবনে আউফ আত তায়ী তাকে মিথ্যুক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।
আল্লামা হাফেয রহ. তাহযীবুত তাহযীব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন-
আজুররী আবু দাউদ থেকে বর্ণনা করেন- মুহাম্মাদ ইবনে আউফ বলেন- ইসহাক ইবনে যাবরীক মিথ্যা বলে এটা আমি সন্দেহ করি না।
তিনি তাকরীবে বলেন- তিনি সত্যবাদী অধিক সন্দেহ ওয়াহাম পড়েন।
হাদীসটির সনদ ওয়াহামযুক্ত। ইহা সত্ত্বেও হাদীসটি অসংরক্ষিত।[১৯৭]

তাছাড়া ইমাম দারকুতনী রহ. বলেন-

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ .

হাদীসটির সনদ হাসান।[১৯৮]

এটা ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীসটির সনদ হাসান বলেও পরবর্তীতে হাদীসটি ইলালযুক্ত বলে স্বীকার করেছেন।
ইমাম দারাকুতনী "আল ইলালুল ওয়ারিদাহ ফিল আহাদীসিন নববীয়্যাহ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

واختُلف عَنِ الزُّبَيدِيِّ فِي إِسناده ومَتنِه ، فَرَواهُ عَبد الله بن سالِمٍ ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، كان إِذا فَرَغ مِن قِراءَةِ فاتحَة الكتاب ، رَفَع صَوتَهُ بِآمِينَ.

ورَواهُ بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة وحدَهُ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا أَمَّن الإِمامُ ، فَأَمِّنُوا............ والمَحفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِذا أَمَّن الإِمامُ ، فَأَمِّنُوا.

যুবায়দি নামক বর্ণনাকারী থেকে হাদীসের সনদ ও মতনে মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম তিনি যুবায়দি থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি সাঈদ ও আবী সালামা থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. যখন সুরা ফাতেহা থেকে ফারেগ হতেন আমীন উচু আওয়াজে বলতেন। হাদীসটিকে অন্যরা বর্ণনা করেছেন যুবায়দি থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি শুধুমাত্র আবু সালামা থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে রাসুল সা থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে

[১৯৭]. আত তা'লিকুল হাসান পৃ. ১৪০, হাদীস ৩৭৮ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্টাবলী পরিচ্ছেদসমূহ, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[১৯৮]. সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৫ হা. ১২৮৯ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

তখন তোমরাও আমীন বলবে।.......................... তবে যুহরী থেকে “যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে।” সংরক্ষিত।[১৯৯]

অতএব হাদীসটির সনদে নম্রতা রয়েছে, ইলালযুক্ত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ নয়।

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ. مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

হযরত আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল রা. থেকে বণিত, তিনি তার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুল সা. পিছনে নামায পড়েছি। তিনি বলেন যখন তিনি ওয়ালাদ্দাল্লীন বলেন, তিনি আমীন বলেন। তার আওয়াজ লম্বা করলেন।[২০০] হাদীসটিকে ইমাম দারাকুতনী রহ. সহীহ বলেছেন।[২০১]

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল তার পিতা থেকে শ্রবণ করেন নি। কেননা তিনি তার পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব হাদীসটিতে আব্দুল জব্বার রহ. এর তার পিতা থেকে শ্রবণ প্রমাণিত নয়। সুতরাং হাদীসটি সহীহ নয়।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ. و مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.কে গায়রিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন পড়তে শুনেছি। অতপর আমীন বললেন এবং আওয়াজ টেনে বললেন। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযি রহ. হাসান বলেছেন।[২০২]

অর্থাৎ আমীনের মধ্যে আলীফকে টেনে পড়েছেন।

আর যদি জোরেও পড়ে থাকেন হবে তা ছিল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেভাবে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. নামাযে কখনো কখনো সানা জোরে পড়েছেন এবং আবু হুরায়রা রা. আউযুবিল্লাহ জোরে পড়ে শিক্ষা দিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে মাঝে মধ্যে আমীন জোরে

---

[১৯৯] . আল ইলালুল ওয়ারিদাহ ফিল আহাদীসিন নববীয়্যাহ ৮/৮৫,৮৭ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বাকী মুসনাদ। আত তা'লিকুল হাসান পৃ. ১৪০, হাদীস ৩৭৮ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্টাবলী পরিচ্ছেদসমূহ, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২০০] . সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২০১] . সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২০২] . সুনানে তিরমিযি ২/২৭ হা.২৪৮ নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

বলে শিক্ষা দিয়েছেন। "কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা" নামক কিতাবে হাফেজ আবু বাশর আদ্দুলাবী রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّي رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ الَّا يُعَلِّمُنَا.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর আল হাযরমী রা. বলেন আমি রাসূল সা. দেখেছে যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন তখন এদিক ও ঐদিক দিয়ে তার গাল দেখতে পেতাম। এবং যখন গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন বলেন আতপর আমীন বলেন এবং আওয়াজ লম্বা করেন আমি এরকম দেখেনি তবে তিনি এ দ্বারা আমাদেও শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসটিও যয়ীফ। হাদীসটির সনদে ইয়াহয়া ইবনে সালামা নামক বর্ণনাকারী যয়ীফ।[২০৩]

আল্লামা আমীন সফদর রহ. উল্লেখ করেন-

হযরত সুফয়ান সওরী রহ. মৃত্যু হি. এর দশজন ছত্র। তন্মধ্যে নয়জন ছাত্র ১. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ, ২. আব্দর রহমান ইবনে মাহদী, ৩. আব্দল্লাহ ইবনে ইফসুফ, ৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইফসুফ, ৫. ক্বাবীসা, ৬. ওয়াকী, ৭, মাহরেবী, ৮. আলা ইবনে সালেহ, ৯. ইয়াহয়া ইবনে সালামা, এই নয়জন ছাত্র হযরত সুফয়ান সওরী রহ, থেকে

مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

বর্ণনা করেছেন। যা "জোরে আমীন" বলার উপর প্রমাণিত নয়। তবে হ্যাঁ মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর

رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

বলেছেন। (আবু দাউদ হা.)। হাদীসটিতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর অধিকাংশ ভুলকারী।

সুতরাং

مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

এবং

رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

অধিকাংশ ভুলকারী এবং শায।[২০৪]

---

[২০৩] . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২০৪] . তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১৪১-১৪২ আমীনের মাসআলার তাহক্বীক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ দাবী ইমামের

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنَ.

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেন- ইহুদীরা তোমাদের উপর কোন বিষয়ে হিংসা করে না। তবে তোমাদের সালাম ও আমীন বলা নিয়ে হিংসা করে।[২০৫] হাদীসটি সহীহ।

অনেকে এই হাদীস দ্বারা "জোরে আমীন" বলার দলিল হিসেবে পেশ করেন। অথচ উক্ত হাদীসে "জোরে আমীন" বলার কোন শব্দও উচ্চারিত হয়নি। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা "জোরে আমীন" বলার দলিল দেওয়ার যাবে না।

অতএব বুঝা গেল জোরে আমীন বলার হাদীসগুলি যয়ীফ এবং তার দ্বারাও উদ্দেশ্য হল শিক্ষা দেয়া বা উচু আওয়াজ পিছন কাতার থেকে শ্রবণ করা। যা দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। আর কাছ থেকে শ্রবণ করা গেলেও তা "আস্তে আমীন" বলার অন্ত র্ভুক্ত। জোরে আমীন বলা নয়।

অনেকে বুখারী শরীফ থেকে জোরে আমীন বলার দলিল দিতে চান অথচ ইমাম বুখারী রহ. "জোরে আমীন" বলার পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। অথচ তিনি রাসুল সা. এর হাদীস দ্বারা তার দাবীর স্বপক্ষে দলিল দিয়ে আস্তে আমীন বলা প্রমাণ করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় বিষয় হল আস্তে আমীন বলা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আমীন বলে তোমাদের একে আপরের সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[২০৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল; কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা

আমীন জোরে বলা।

[২০৫]. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৬ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২০৬]. বুখারী শরীফ ১/২৭১ হা. ৭৪৮ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, আমীন বলার ফযিলত পরিচ্ছেদ। মুসলিম শরীফ ২/১৪২ হা. ৯৪৫ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[২০৭]

عَنْ أَبِيْ مُوسَى الاَشْعَرِيْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبّكُمُ اللَّهُ

হযরত আবু মুসা আল আশআরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন, অতপর শিক্ষা দিলেন, আমাদের সুন্নাতের বর্ণনা করলেন ও আমাদের নামায শিক্ষা দিলেন অতপর বললেন- যখন তোমরা নামায আদায় করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে, তোমাদের একজন ইমামতি করবে, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ইমাম বলবে গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন তখন তোমরা আমীন বলবে, তবে তোমাদের আল্লাহ তাআলা ভালবাসবেন।[২০৮]

উপরোক্ত দলিল দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আমীন আস্তে বলতে হবে। কেননা এক তো জোরে আমীন বলার কোন কথা নেই। দ্বিতীয় ফেরেশতাদের সাথে আমাদের আমীন বলার কথা বলা হয়েছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আস্তেই কারণ ফেরেশতাগণের জোরে আমীন বলাও প্রমাণিত নয়। সুতরাং আস্তেই আমীন বলবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ « لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ».

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সা. আমাদেরকে (নামাযের) প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন। ইমামের আগে কোন কাজ করো না। সে যখন আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো। সে যখন 'অলাদদোয়াল্লীন' বলে, তোমরাও তখন

---

[২০৭]. বুখারী শরীফ ১/২৭০ হা. ৭৪৭ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, ইমামের আমীন জোরে বলা পরিচেছদ। মুসলিম শরীফ ২/১৭ হা. ৯৪২ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

[২০৮]. সুনানে আবী দাউদ ১/৩৬৭ হা. ৯৭৪ নামায অধ্যায়, তাশাহ্হুদ পরিচ্ছেদ। সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩৭ হা. ১৫৮৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানে ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহা শেষে আমীন পাঠকারীর ডাকে সাড়া প্রদান পরিচ্ছেদ।

'আমীন' বল। সে যখন রুকুতে যায়, তোমরাও তখন রুকুতে যাও। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ' বল।[২০৯]

উক্ত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, জোরে আমীন বলবে না। বরং আস্তে আমীন বলবে। কেননা ইমাম জোরে তাকবীর বলে, মুক্তাদী আস্তে তাকবীর বলে। তেমনিভাবে ইমাম জোরে ফাতেহা পড়ার পর মুক্তাদীগণ আস্তে আমীন বলবে। আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিহ হয় যে, ইমাম জোরে আমীন বলবে না।[২১০]

قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ.

২ নং হাদীস– হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাঃ. বলেন,রাসুল সাঃ. আমাদেও নামাঝের ইমামতি করলেন যখন {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (গাইরিল মাগদুবী..........) পড়লেন নিম্নস্বরে "আমীন"বললেন।[২১১] উক্ত হাদীসের সকল রাবী ছেকাহ অতএব সনদ সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা হাকেম নিসাপুরী রহ. বলেছেন-

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

আল্লামা যাহবী রহ. ও বলেন-

على شرط البخاري ومسلم

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ ।[২১২]

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত হাদীসটি নিয়ে কারো কারো ভিন্ন মত থাকলেও তা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সঠীক নয়। কেননা দ্বিমত পোষনের জন্য যে উদ্বৃতি দেয়া হয়, তা নিম্নরূপ।

শু'বা উক্ত হাদীসের মধ্যে কয়েকটি ভুল করেছেন।

১. নং অভিযোগ- সনদের মধ্যে হুজর ইবনুল আম্বাস এর জায়গায় পরিবর্তন করে হজর আবীল আনাস বলেছেন।

---

[২০৯] . সহীহ মুসলিম হা. ৯৫৯, নামায অধ্যায়, মুক্তাদিগণ ইমামের অনুসরণ করবে পরিচ্ছেদ।

[২১০] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪২, হা. ৩৮১, নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।

[২১১] . মুসনাদে আহমদ ৩১/১৪৬ হা.১৮৮৫৪, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালুসি হা.১১১৭, মু'জামে কাবির লি তাবরানি হা.০৩, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি হা.২৪৪৭।

[২১২] . আল মুস্তাদরাক ২/২৫৩ হা. ২৯১৩ তাফসীর অধ্যায়, রাসুল সা. এর ঐসকল ক্বেরাত যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তবে বুখারী ও মুসলিমে তা উল্লেখ হয় নি।

২. নং অভিযোগ-সনদের মধ্যে হুজর ইবনুল আম্বাস ও ওয়ায়েল রাঃ. এর মাঝে একজন রাবী আলকামা বৃদ্ধি করেছেন।

৩. নং অভিযোগ-উক্ত হাদীসের মতনে اضطراب ইজতিরাব রয়েছে।

কেননা শু'বার এক বর্ণনায় رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ উচ্চস্বরে এবং অন্য রেওয়াতে أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ নিম্নস্বরে রেওয়ায়েত রয়েছে ,অতএব হাদীসটি মুযতারিব।

সংশোধন:

১. নং অভিযোগের উত্তর- ইমাম শু'বা রহঃ. হুজর ইবনুল আম্বাস কে হুজর আবুল আম্বাস বলা ত্রুটি নয়। কেননা ইবনে হিব্বান রহঃ.মৃত ৩৫৪ হিঃ বলেন।

حجر بن عنبس أبو السكن الكوفي وهو الذي يقال له حجر أبو العنبس

হুজর ইবনে আম্বাস,আবুস সাকান আল কুফী তাকে হুজর আবুল আম্বাস ও হয়।[২১৩]

হাফেজ আবুল বাশার মুহাম্মাদ আদ্দুলাবী রহঃ.মৃত ৩১০ হিঃ বলেন।

حجر ابو العنبس (الكنى والاسماء 65/2 رقم 1332) ابو العنبس حجر

আবুল আম্বাস হুজর।[২১৪]

খতীব বাগদাদী রহঃ.মৃত ৪৬৩ হিঃ বলেন।

حجر بن عنبس ابو عنبس يقال ابو السكن الحضرمى

হুজর ইবনু আম্বাস, আবুল আম্বাস তাকে আবুস সাকান আল হাজরামী ও বলা হয়।[২১৫]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হল যে, হুজর রহঃ. এর উপনাম দু'টি এক, আবুল আম্বাস, দুই, আবুস সাকান। মূলত হুজর রহঃ. এর পিতার নাম "আম্বাস" আর তার পিতার নামই তার উপনাম হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অতএব শু'বা রহঃ. হাদীসের বর্ণনায় হুজর আবুল আম্বাস বলা তার ত্রুটি হয়েছে একথা বলার কোন অবকাশ নাই। এরকম ভাবে হযরত সুফীয়ান রহঃ. ও হুজর আবুল আম্বাস বলে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম দ্বারা কুতনী রহঃ. তার কিতবে একটি সনদ উল্লেখ করেছেন সেখানে সুফীয়ান রহঃ. হুজর আবুল আম্বাস বলেছেন।[২১৬]

উক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হল যে,হযরত শু'বা রহঃ. হাদীসের সনদ বর্ণনায় হুজর আবুল আম্বাস বলা কোন ত্রুটি নয় ।আল্লাহ ভালো জানেন।

---

[২১৩] . কিতাবস ছিকাতঃ- খঃ২ পৃঃ১০১ রাবীঃ৭৭০ কিতাবুত তাবিয়ীন, হা পরিচ্ছেদ।

[২১৪] . আলকুনা ওয়াল আসমাঃ- খঃ২ পৃঃ৬৫ রাবীঃ১৩৩২

[২১৫] . তারীখে বাগদাদঃ- খঃ২ পৃঃ৬৫ রাবীঃ১৩৩২

[২১৬] . সুনানে দ্বারা কুতনীঃ- খঃ২ পৃঃ১২৭ হাঃ১২৬৭

২. নং অভিযোগের উত্তর- হযরত শু'বা রহঃ. সনদে হুজর ইবনুল আম্বাস ও ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাঃ. এর মাঝে আলকামা নামক একজন রাবী বৃদ্ধি করেছেন। কেননা উক্ত হাদীসের একজন রাবী সুফয়ান ছাওরী রহঃ. তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে আলকামা নামক রাবী উল্লে খ করেন নি। অতএব উক্ত সনদে আলকামা বৃদ্ধি হযরত শু'বার ত্রুটি।

সমাধানঃ হযরত হুজর আবুল আম্বাস রহঃ. উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, আমি উক্ত হাদীসটি হযরত আলকামা থেকেও শ্রবণ করেছি। যেভাবে ওয়ায়েল থেকে শ্রবণ করেছি। হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে জারূদ রহঃ. তার মসনদে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ وَائِلٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ . رجال اسناده ثقات

(مسند ابى داؤد الطيالسى 360/2 رقم الحديث1117 فى مسند وائل بن حجر)

হযরত হুজর আবুল আম্বা সরহঃ. উলেন আমি আলকামা থেকে শ্রবণ করেছি তিনি হাদীস বর্ণনা করেন ওয়ায়েল থেকে,এবং আমি উক্ত হাদীসটি সরাসরি ওয়ায়েল থেকে ও শ্রবণ করেছি।তিনি রাসুল সাঃ.এর সাথে নামাজ আদায় করেছেন যখন তিনি গাইরীল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বললেন তখন আমীননিম্নস্বওে বললেন।[২১৭]

সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

হুজর আবুল আম্বাস রহঃ. এর উক্ত কথার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কখনো তিনি আলকামার সনদে আবার কখনো ওয়ায়েলের সনদে বর্ণনা করেন এবং দু'টিই সঠিক। অতএব সুফিয়ান ছাওরী রহঃ. বর্ণনায় তিনি আলকামা রহঃ. এর সনদ উল্লেখ করেন নি। আর হযরত শু'বা রহঃ. বর্ণনায় আলকামা এর সনদে উল্লেখ করেছেন। এবং উভয়টি সহীহ। অতএব হযরত শু'বা রহঃ. এর বর্ণনায় কোন ত্রুটি হয়নি। সুতরাং হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

৩. নং অভিযোগের উত্তর- উক্ত হাদীসে মতনে اضطراب ইযতেরাব রয়েছে। কেননা হযরত শু'বা রহঃ এক বর্ণনায় رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ তিনি উচ্চস্বরে আমীন বলেছেন।অন্য রেওয়ায়েে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

[২১৭] . মুসনাদে আবী দাউদঃ- খঃ১ পৃঃ৫৭৭ হাঃ১১১৭

নিম্নস্বরে, হযরত ইমাম বায়হাকী রহঃ তার সুনানে কুবরা একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করছেন, সেখানে উচ্চস্বরের কথা উলেখ হয়েছে।[২১৮]

সমাধানঃ হযরত শু'বা রাঃ.থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ অর্থাৎ নিম্নস্বরে বলেছেন। বর্ণনাকারী আবু দাউদ তয়ালেসী, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, ইয়াজিদ ইবনে জুরাইক, ওমর ইবনে মারঝুক।

হযরত শু'বা থেকে رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ উচ্চস্বরে আমীন বলবে, একক বর্ণনাকারী আবু ওয়ালিদ তয়লেসী এবং তার থেকে ইবরাহিম ইবনে মারঝুক বর্ণনা করেছেন। আর ইবরাহিম ইবনে মারঝুক এর ব্যাপারে ইবনে হজর আসকালানী রহঃ. বলেছেন

عمى قبل موته وكان يخطئ ولا يرجع

অর্থাৎ ইবরাহিম ইবনে মারঝুক মৃত্যুর পূর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভুল করতেন কিন্তু তা থেকে রুজু করেন নি।[২১৯]

অতএব হযরত শু'বা রাহঃ. থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ নিম্নস্বরের হাদীসটি محفوظ তথা সংরক্ষিত। সুতরাং হযরত শু'বা রহঃ. হাদীসে اضطراب ইযতিরাবের দাবিটাও অবান্তর।

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا قَرَأَ (وَلاَ الضَّالِّينَ) سَكَتَ سَكْتَةً فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةَ .

হযরত সামুরা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি যখন নামায শুরু করতেন সেখানে থামতেন এবং যখন ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পড়তেন তখন সেখানেও থামতেন। এটিকে অস্বীকার করা হলে এবিষয়ে হযরত উবায় ইবনে কা'ব রা. এর কাছে চিঠি লিখে পাঠানো হল, তিনি এর প্রতি উত্তরে লিখেছিলেন, নিশ্চয় বিষয়টি এমন যেমন সামুরা করেছে।[২২০]

আল্লামা নিমাবি রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২২১]

হাদীসটি দ্বারাও বুঝা গেল, সুরা ফাতেহার পর থেকে আস্তে আমীন বলতেন। জোরে আমীন বলতেন না। তবে তা বর্ণনায় আসতো।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ! وَبِحَمْدِكَ ، وَالتَّعَوُّذُ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، وَآمِيْنَ، وَاَللَّهُمَّ ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

---

২১৮ . সুনানে কুবরা আল বায়হাকীঃ খঃ২ পৃঃ৩৬১ হাঃ২৫০১

২১৯ .

২২০ . সুনানে দারাকুতনী ১/৪৪৫ হা. ১২৯১ নামায অধ্যায়, ইমামের সাকতার জায়গাসমূহ মুক্তাদিও কেরাতের জন্য।

২২১ . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৩ হা. ৩৮৩ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।

হযরত ইব্রাহিম নাখায়ী রহ. বলেন, পাঁচ জায়গায় আস্তে। ১. সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা (অর্থাৎ নামাযের সানা), ২. আউযুবিল্লাহ, ৩. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ৪. আমীন, ৫. আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।[২২২]

আল্লামা নিমাবি রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২২৩]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যেভাবে আমীন বলা সুন্নাত সেরকমভাবে আস্তে আমীন বলাও সুন্নাত ও উত্তম।

আল্লাহ তাআলা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, জাক্তাই, চট্টগ্রাম।
২৪ শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী।
১০ আগষ্ট ২০১৫ ঈসায়ী।
রাত ১১: ৪৭ মিনিট।

২২২ . আল মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২/৮৭ হা. ২৫৯৭, নামায অধ্যায়, ইমাম যা আস্তে পড়বে পরিচ্ছেদ।
২২৩ . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৬ হা. ৩৮৬ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।

সহীহ হাদীসের আলোকে

রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

বর্তমান সময়ে তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস বন্ধুগণ জনমনে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ ছড়াচ্ছে যে, আমাদের আদায়কৃত নামায সঠিক নয়, কেননা আমরা নামাযে বিভিন্ন প্রকার ভুল করে থাকি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা কুরআন সুন্নাহ এর আলোকে নামায পড়ার পরও তারা এ ধরণের বক্তব্য কেন দেয়? তা আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ তারা তাদের মতগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বদা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া নতুন কিছু নয়। এমনকি তারা অগ্রহণযোগ্য ও জাল হাদীস দ্বারাও মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। আর জনসাধারণও তাদের নিকট কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান না থাকায়, আখেরাত ও জাহান্নামের ভয়ে তাদের দেখানো পথে পা দিয়ে চলেছে। তাদের আলোচিত একটি বিষয় হলো, নামাযে রফউল ইয়াদাইন করা। নামাযে রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না। রাফউল ইয়াদাইন না করার কোন সহীহ হাদীস নেই। এভাবে বিভিন্ন প্রকার অসত্য বক্তব্য দিয়ে চলেছে। যা ডাহা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

তাই আমরা এখানে রফয়ে ইয়াদাইন করা ও না করা বিষয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

রাফউল ইয়াদাইন (رفع اليدين) অর্থ- দু'হাত উঁচু করা।

আমরা নামাযের শুরুতে যে দু'হাত উত্তোলন করি। এটিকে রাফউল ইয়াদাইন বলে।

মূলত- নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে নামাযে রাফউল ইয়াদাইন কত জায়গায় করতে হবে এ বিষয়ে দ্বিমত বিদ্যামান।

আমাদের হাদীস গবেষণা মতে নামাযে একবারই তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত ইত্তোলন করতে হবে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[২২৪]

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি হাসান।[২২৫]
আলবানী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২২৬]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিহ হল যে, নামাযে একবার তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করতে হবে। এ বিষয়ে একটু পরে আরো কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তবে প্রথমে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা পেশ করছি। আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে চার জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করে থাকেন। ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়। ৪. তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে হাত বাধার সময়।
এ বিষয়ে তারা বেশ কিছু দলিল পেশ করে থাকেন।

---

[২২৪] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[২২৫] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[২২৬] . সহীহ ও যয়ীফ তিরমিযি ১/২৫৭ হা. ২৫৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।[২২৭]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করুতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[২২৮]

আহলে হাদীস বন্ধুগণ নিজেদের হাদীস অনুসারী দাবী করেও তারা হাদীস মানে না। রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে তারা আমল করে না। নিজেরা রাফউল ইয়াদাইন আমল করে দাবী করেও তারা নিজেরাও হাদীসে বর্ণিত রাফউল ইয়াদাইন করে না। জনসম্মুখে এ বিষয়ের বর্ণনা ও আলোচনাও করে না।

---

২২৭ . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে উভয় হাত উঠানো।

২২৮ . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করার হাদীস গবেষণা করলে দেখা যায় কয়েক জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেগুলি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১. শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করার কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[২২৯]

২. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করার কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।[২৩০]

৩. সিজদায় যেতে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয় বর্ণিত হাদীস-

---

২২৯. তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

২৩০. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে উভয় হাত উঠানো।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তার মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তার হাতদ্বয় তার উভয় কানের লতি বরাবর হতো।[২৩১]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৩২]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, যখন তিনি রুকু করতেন, এবং সিজদা করতেন, তার দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।[২৩৩]

আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৩৪]

৪. দুই সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ » .

হযরত ইয়াহয়া ইবনে আবু ইসহাক রহ, বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. কে দেখেছি, তিনি দু' সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করতেন।[২৩৫]

---

২৩১ . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

২৩২ . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

২৩৩ . ইবনে মাজাহ ১/২৮০ হা. ৮৬০ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

২৩৪ . সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪২ হা. ৭০০

২৩৫ . জুযউ রাফইল ইয়াদাইন ১/১০২ হা. ১০১

হাদীসটি সহীহ।

৫. দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা বিষয়ের হাদীস-

عَنْ أَبِى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

হযরত ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় দু'হাত উঠাতেন, পরে তিনি তার হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকু করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় হাত দুখানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজদায় যান এবং স্বীয় চেহারা দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতপর তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হাত দুখানা উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তার নামায শেষ করেন।[২৩৬]

আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৩৭]

৬. তৃতীয় রাকাতে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করা বিষয়ে হাদীস-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করুতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন

[২৩৬] . আবু দাউদ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ নামায অধ্যায়, দু'হাত উত্তোলন পরিচ্ছেদ।
[২৩৭] . আবু দাউদ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ নামায অধ্যায়, দু'হাত উত্তোলন পরিচ্ছেদ।

তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[২৩৮]

৭. প্রত্যেক তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করা বিষয়ে হাদীস-

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

হযরত উমায়র ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের প্রত্যেক তাকবীরের সাথে তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন।[২৩৯]

হাদীসটিকে আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন।[২৪০]

তবে এবার প্রমাণিত হলো যে, নামাযে রফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে সাত প্রকারের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অতএব উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে চার রাকাত নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে-

প্রথম রাকাত-

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকু থেকে উঠার সময়। ৪. সিজদায় যাওয়ার সময়। ৫. প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময়। ৬. দু' সিজদার মাঝখানে। ৭. দ্বিতীয় সিজদা করতে। ৮. দ্বিতীয় সিজদা থেকে প্রথম রাকাতের জন্য উঠতে।

দ্বিতীয় রাকাত-

৯. দ্বিতীয় রাকাতে রুকু করতে। ১০. রুকু থেকে উঠতে। ১১. সিজদায় যেতে। ১২. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ১৩. দু' সিজদার মাঝখানে। ১৪. দ্বিতীয় সিজদায় যেতে। ১৫. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠতে। ১৬. তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে।

---

[২৩৮]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

[২৩৯]. ইবনে মাজাহ ১/২৮০ হা. ৮৬১ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

[২৪০]. সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪২ হা. ৭০১

তৃতীয় রাকাত-

১৭. তৃতীয় রাকাতের রুকু করতে। ১৮. রুকু থেকে উঠতে। ১৯. সিজদায় যেতে। ২০. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ২১. দু' সিজদার মাঝখানে। ২২. দ্বিতীয় সিজদা করতে। ২৩. দ্বিতীয় সিজদা থেকে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াতে।

চার রাকাত-

২৪. রুকু করতে। ২৫. রুকু থেকে উঠতে। ২৬. সিজদায় যেতে। ২৭. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ২৮. দু' সিজদার মাঝখানে। ২৯. দ্বিতীয় সিজদা করতে। ৩০. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠতে।

সুতরাং সে হিসেবে চার রাকাত নামাযে রাফউল করতে হবে মোট ৩০ বার।

তবে দু'সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন না করারও হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলি হলো,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করুতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।[২৪১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَّا رَكَعَ. وَإِذَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

[২৪১] . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তখন তিনি তার দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং রুকুতে যেতেন এবং যখন তিনি তার মাথা রুকু থেকে উঠাতেন (তখনও হাত উঠাতেন)। তবে দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না। [২৪২]

আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৪৩]

এ হিসেব করলে চার রাকাতে চার বার কমে যাবে। সে হিসেবে চার রাকাত নামাযে ২৬ বার রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে উঠতে রাফউল না করারও হাদীস রয়েছে। তা হলো,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তার উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকুর তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** বলতেন। কিন্তু সিজদায় যেতে এরুপ করতেন না। আর সিজদা থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরুপ করতেন না।[২৪৪]

এ হিসেবে প্রতি রাকাতে দু'বার করে কমে যাবে। সে হিসেবে চার রাকাতে ৮ বার কমে যাবে। অতএব চার রাকাত নামাযে ১৮ বার রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

---

[২৪২] . ইবনে মাজাহ ১/২৭৯ হা. ৮৫৮ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

[২৪৩] . সহীহ ইবনে মাজাহ ৩/১৭ হা. ৬৯৮

[২৪৪] . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৮ আযান অধ্যায়, উভয় হাত কতটুকু উঠাবে।

প্রথমতঃ হাদীস দ্বারা চার রাকাত নামাযে ৩০ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়। সেখান থেকে দু' সিজদার মাঝখানে না করার হাদীস মানলে ২৬ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়। সেখান থেকে সিজদায় যেতে ও সিজদা থেকে উঠতে না করার হাদীস মানলে ১৮ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়।

অথচ আহলে হাদীস বন্ধুগণ চার রাকাত নামাযে মাত্র ১০ বার রাফউল ইয়াদাইন করেন। তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার। প্রতি রাকাতে রুকুতে যেতে। রুকু থেকে উঠতে। এভাবে চার রাকাতে আট বার। দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে এক বার। মোট ১০ বার রাফউল ইয়াদাইন করেন।

হযরত ইবনে ওমর রা. এর হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন বর্ণনায় হাদীস মুযতারিব-

১. শুধু মাত্র তাকবীরে তাহরীমায় রাফয়ে ইয়াদাইন করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ لِلصَّلَاةِ.

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতে কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।[২৪৫]

২. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইন না করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি নামায শুরু করতেন, কাঁধ বরাবর

---

২৪৫ . আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা। ১/১৬৬ নামায় অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন করা।

হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর হাত উঠাতেন না এবং দু' সিজদার মাঝখানেও হাত উঠাতেন না।[২৪৬]

৩. তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু থেকে উঠে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে। সিজদাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখনও অনুরূপভাবে তুলতেন এবং বলতেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অবশ্য সিজদার সময় তিনি হাত উঠাতেন না।[২৪৭]

৪. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে এবং সিজদার মাঝে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُود

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসুল যখন নামায শুরু করুতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

[২৪৬]. মুসনাদে হুমায়দী ২/২৭৭ হা. ৬১৪

[২৪৭]. মুআত্তা মালেক ১/৭৫ হা. ১৬৩ নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।

সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।[২৪৮]

৫. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে, তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠতে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত নাফে রহ. যে, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করুতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[২৪৯]

৬. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে, তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠতে, সিজদার জন্য রাফয়ে ইয়াদাইন করবে।

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا.

وَعَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

হযরত নাফে রহ. তিনি হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আর যখন রুকু করতেন, এবং سمع الله لمن حمده : "সামিলল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, (অর্থাৎ রুকু থেকে উঠতেন)। অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাকাত হতে দাঁড়াতেন, দু'হাত উত্তোলন করতেন।

---

[২৪৮]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।
[২৪৯]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি সালেম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।[২৫০]

وَزَادَ وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ.

হযরত ওয়াকী রহ. বৃদ্ধি করেছেন, তিনি উমারী রহ. থেকে, তিনি নাফে রহ. থেকে, তিনি ইবনে ওমর রা. থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন এবং সিজদা করতেন উভয় হাত উত্তোলন করতেন।[২৫১]

৭. প্রত্যেক উচু নিচুতে রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো, বসা, ও সিজদার মাঝে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَرُكُوْعٍ، وَسُجُوْدٍ وَقِيَامٍ، وَقُعُوْدٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রতি নিচু, উচু, রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও দু' সিজদার মাঝখানে বসতে উভয় হাত উঠাতেন।[২৫২]

অতএব দেখা গেল হযরত ইবনে ওমর রা. এর রাফউল ইয়াদাইন এর হাদীসে শব্দের দিক দিয়ে মারফু ও মাওকুফ ও সাত প্রকার এযতেরাব হওয়া বিদ্যমান।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের দাবী

রাসূল সা. মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। তাদের দাবীর একটি দলিল হলো, বর্ণিত হাদীসে كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ এটি মাযি ইসতিমরারী। সুতরাং রাসূল সা. মৃত্যু অবদি রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

উত্তর- ইমাম নববী রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস,

250 . জুযউ রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৬ হা. ৭৫

251 . জুযউ রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৬ হা. ৭৭

২৫২ . মুশকিলুল আসার ১৩/৪১ হা. ৫১০০

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

হযরত আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের বেলার নফল নামায সম্পর্কে আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতের বেলার নফল নামায) তের রাকাত পড়তেন। প্রথমে তিনি আট রাকাত নামায পড়তেন। তারপর বিতর পড়তেন। সবশেষে বসে বসে আরো দু' রাকাত নামায পড়তেন।[২৫৩]

الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه و سلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظه كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها

সঠিক কথা হলো, হাদীসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযের পরে বসে বসে যে দু'রাকাত নামায পড়েছেন, তা মূলত বিতর নামাযের পর নামায পড়া ও নফল নামায বসে পড়া যায় এটা বুঝানোর জন্য। কেননা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পর বসে দু' রাকাত নামায এক বার দু' বার বা কয়েক বার করেছেন। সর্বদা করেন নি। তবে কেউ যেন كَانَ يُصَلِّى দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে যায়। কেননা অধিকাংশ ও মূলনীতিবিদগণের নিকট كَانَ শব্দ সর্বদা ও বারবার এর অর্থ দেওয়া জরুরী নয়। তবে সেটি এমন কাজ যা আতিতে হয়েছে একবার এমন বুঝায়। তবে যদি বারবার করার অন্য

253 . মুসলিম শরীফ ২/১৬৬ হা. ১৭৫৮ মুসাফিরের নামায, রাতের বেলার নামায এবং নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকাত নামায পড়তেন তার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

কোন দলিল আসে তবে তা আমল করা যাবে। নতুবা তা দ্বারা সর্বদা ও বারবার হওয়ার দাবি করা যায় না।[২৫৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : { فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى } . قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ شَيْءٌ : وَقَدْ صَنَّفَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جُزْءًا مُفْرَدًا وَحَكَى فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ وَحُمَيْدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَعْنِي الرَّفْعَ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَوَاطِنِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَسَنُ أَحَدًا .

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন নামায শুরু করতেন, উভয় হাত উত্তোলন করতেন, এবং যখন রুকু করতেন ও রুকু থেকে মাথা উঠাতেন।

ইমাম বায়হাক্বী রহ. হাদীসটিকে বৃদ্ধি করেছেন, এভাবেই তার নামায মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন।

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আলী ইবনে মাদীনী বলেন, এই হাদীস আমার নিকটে সমস্ত উম্মতের উপর হুজ্জাত বা দলীল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এটা শুনবে, তার উপরেই এটা আমল করা কর্তব্য হবে। কেননা এ হাদীসে কোন প্রকার ত্রুটি নেই।[২৫৫]

উত্তর

হাদীসটি যয়ীফ এমনকি মওযু তথা জাল।[২৫৬]

[254] . আল মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম প্রসিদ্ধ শরহে নববী ৬/২০ মুসাফিরের নামায, রাতের বেলার নামায এবং নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকাত নামায পড়তেন তার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

[255] . নায়লুল আওতার ২/১৯২ হা. ৬৬৮ নামায় অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদসমূহ, হাত উত্তোলন, বৈশিষ্ট ও স্থানসমূহ অনুচ্ছেদ।

[256] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৯ হা. ৩৯৪ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করেছেন পরিচ্ছেদ।

হাদীসটির দলিল বায়হাক্বী বললেও বড় আফসোসের বিষয় হল, আস সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী শরিফে নেই। তবে মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার নামক কিতাবে একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : « كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » هذا مرسل حسن .

আলি ইবনে হুসাইন রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে নিচু ও উচু হতেন তখন তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বলতেন। এভাবেই তার নামায মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন। হাদীসটি মুরসাল হাসান।[২৫৭]

এ হাদীসটিতে রাফউল ইয়াদাইনের কোন কথায় নেই।

আল্লামা শওকানী রহ. এর কথা দ্বারা বুঝা যায় আল্লামা ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন এর সনদে কোন ত্রুটি নেই। অথচ ইহা যে সনদে এসেছে তাতে দু' জন বর্ণনাকারী রয়েছে। ১. আসামা ইবেন মুহাম্মাদ আনসারী। ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, كذاب يضع الحديث তিনি মিথ্যুক, জাল হাদীস বানান।[২৫৮] ২. আব্দুর রহমান ইবনে কুরাইশ। আহমাদ ইবনে আলী আসক্বালানী রহ. বলেন, اتهمه السليمان بوضع الحديث সুলাইমান তাকে জাল হাদীস বানানোর অভিযোগ করেছেন।[২৫৯]

অতএব প্রমাণিত হলো যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[২৬০]

ইবনে ওমর রা. এর আমল
তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন না।

রফউল ইয়াদাইন পৃ. ১৫

257 . মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ২/৪৭২ হা. ৮১৩ নামায অধ্যায়, রুকু ইত্যাদির জন্য তাকবীর।

258 . লিসানুল মীযান ৩/৪২৫ রা. ৪১৮ আইন পরিচ্ছেদ, নাম আসামা।

259 . লিসানুল মীযান ৩/৪২৫ রা. ১৬৭১ আইন পরিচ্ছেদ, নাম আব্দুর রহমান।

260 . আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১৪৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করেছেন পরিচ্ছেদ।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ.

হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর রা. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথায়ও হাত উত্তোলন করেন নি।[২৬১]

عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلاَّ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ.

হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রা. কে নামাযের শুরুতে হাত উঠানো ব্যতীত আর হাত উঠাতে দেখিনি।[২৬২]

হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

فهذا بن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه و سلم فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله.

হযরত ইবনে ওমর রা. তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর রাফউল ইয়াদাইন করা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় হয়ত তার নিকট রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাফউল ইয়াদাইন করার বিষয় মানসুখ প্রমাণিত হয়েছে।[২৬৩]

মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. এর হাদীসে এযতেরাব-

১. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন।

---

২৬১ . শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫৫ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

২৬২ . আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/২৩৭ হা. ২৪৬৭ নামায অধ্যায়, যারা প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন অতঃপর আর করেন নি।

২৬৩ . শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫৫ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِث إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا.

হযরত আবু ক্বিলাবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তার দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখনও তার উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তার উভয় হাত উঠাতেন, এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।[২৬৪]

২. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠা, সিজদা থেকে উঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُود فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন, এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, (তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন) তাতে অতিরিক্ত বাড়িয়েছেন- আর যখন তিনি রুকু করলেন, এরূপ করলেন। আর যখন রুকু থেকে তার মাথা উঠালেন, এরূপ করলেন, আর যখন তিনি সিজদা থেকে স্বীয় মাথা তুললেন, এরূপ করলেন।[২৬৫]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৬৬]

৩. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠা, সিজদায় যাওয়া, সিজদা থেকে উঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন।

[২৬৪] . বুখারী ১/১৪৮ হা. ৭৩৭ নামায অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমা রুকু যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

[২৬৫] . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[২৬৬] . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তার মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তার হাতদ্বয় তার উভয় কানের লতি বরাবর হতো।[২৬৭]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৬৮]

৪. রুকু এবং সিজদায় রাফয়ে ইয়াদাইন-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় কান বরাবর হাত উঠাতেন।[২৬৯]

রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট সবচে শক্তিশালী ও সহীহ হাদীস, যার উপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যে ইবনে ওমর রা. ও মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. এর হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে সকল বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনায় ইযতেরাব রয়েছে।

আমরা এ কথার স্বীকার করি যে, রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে এছাড়াও অনেক জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে আমরা নিম্নের সহীহ হাদীসগুলির আলোকে উক্ত জায়গাগুলিতে রাফউল ইয়াদাইন করি না।

---

২৬৭ . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

২৬৮ . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

২৬৯ . মুসনাদে আবী আওয়ানা ২/১৭৫ হা. ১২৬৩ নামায অধ্যায়, নামাযের শুরুতে তাকবীরের পূর্বে কাঁধ বরাবর, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে উভয় হাত উঠানো ও দু' সিজদার মাঝখানে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

রাফউল ইয়াদাইন না করা

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[২৭০]

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি হাসান।[২৭১] আলবানী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৭২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ».

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না।[২৭৩] ইফাবা ৮৬৪

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে দেখলেন, সাহাবায়ে কেরাম নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করছেন। প্রকাশ্য কথা যে তারা রুকুতে যেতে ও উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উদাহরণ দ্বারা রাফউল ইয়াদাইন করা অনুচিত এটা

---

[২৭০] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[২৭১] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[২৭২] . সহীহ ও যয়ীফ তিরমিযি ১/২৫৭ হা. ২৫৭

[273] . সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৬ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

বুঝালেন। অতঃপর বললেন, اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না। দ্বারা রাফউল ইয়াদাইন করা নিষেধ করে দিলেন।

সন্দেহ নিরসন

অনেকে মনে করেন যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন একটি করবেন। দু'টি নয়। আর সে কারণে একটিকে সহীহ ও অপরটিকে যয়ীফ বা মওজু-জাল বলার প্রবণতা দেখায়। অতএব পূর্বে উল্লেখিত রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ের হাদীস সঠিক। রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস যয়ীফ ও সঠিক নয়। এমন বলার সুযোগ নেই। এমন অনেক কিছু পাওয়া যায় যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা নিষেধ করেছেন। যেমন-

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ». ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ ».

হযরত ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক সময় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বললেন, কি ব্যাপার? (ওরা তো দেখছি সমস্ত কুকুরই খতম করে চলেছে) এরপর শিকারী কুকুর ও পাহারাদার কুকুর পোষার অনুমতি প্রদান করে বললেন, কুকুর তোমাদের কাজের পাত্র চাটলে সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয় এবং অষ্টমবার মাটির দ্বারা ঘষে মেজে ধুয়ে নেয়।[২৭৪]

কিন্তু অনেকে উপরোল্লিখিত রাফউল ইয়াদাইন থেকে বিরত থাকার হাদীসটি সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। আর সে কারণে তারা বলেন যে, উক্ত পরিচ্ছেদেই হযরত জাবের রা. এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ

---

[274] . সহীহ মুসলিম ১/১৬২ হা. ৬৭৯ পবিত্রতা অধ্যায়, কুকুরের চাটা প্রাত্র ও এঁটের বিধান।

اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। তখন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে নামায শেষ করতাম। তিনি (জাবির) হাত দিয়ে উভয় দিকে ইশারা করে দেখালেন। অর্থাৎ সালামের সাথে সাথে হাতে ইশারাও করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা (সালামের সময়) দুষ্ট ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর মত দুই হাত দিয়ে ইশারা কর কেন? তোমরা উরুর উপর হাত রেখে ডানে বায়ে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের ভাইদের সালাম দিবে। এরূপ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[২৭৫]

অতএব নিষেধটি সালামের ক্ষেত্রে রুকুতে যেতে ও উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে নয়। তাদের কথাটি সঠিক নয়। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা দু'টি হাদীসই হযরত জাবের রা. থেকে প্রমাণিত হলেও দু'টি হাদীসের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে,

১. প্রথম হাদীসটি হযরত তামীম ইবনে তারাফা রা. হযরত জাবের ইবনে সামূরা থেকে বর্ণিত হাদীস নফল ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছিল, কেননা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কক্ষ থেকে বের হয়ে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। অতঃপর নিষেধ করলেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে ক্বিতবিয়্যাহ রা. হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম।" এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাহু আআইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জামাতে শরীক ছিলেন।

২. হযরত তামীম থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না। এসেছে। তবে হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত

275 . সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৮ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

হাদীসটিকে "ধীরস্থিরভাবে নামায পড়া" এর কথা হওয়া অমিল। কেননা নামায শেষে ধীরস্থিরভাবে নামায পড়ার কথা আসা মূল্যহীন।

৩. হযরত তামীম থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? তবে হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ বা عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ তোমরা (সালামের সময়) দুষ্ট ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর মত দুই হাত দিয়ে ইশারা কর কেন?

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঘটনা দু' টো। প্রথমটাতে রাফউল ইয়াদাইন দ্বার রুকুতে যেতে ও উঠতে ও দ্বিতীয়টাতে ঈমা বা ইশারা শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, তা সালামের সময়।

৪. হযরত তামীম থেকে বর্ণিত হাদীসে دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوْا أَيْدِيَهِمْ তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন কিছু সাহাবী নফল নামাযে মাশগুল। আর তারা রাফউল ইয়াদাইন করছেন।[২৭৬] আর হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত হাদীসে নামাযের জামাতে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। আর সালাম ফেরানোর সময় হাত ইশারা করতে নিষেধ করেছেন।

অতএব পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রথম হাদীসে রুকুতে যেতে ও উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম হাদীসটি কুরআনের আয়াতের সাথে মিল আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُومُوا لِلَّه قَانِتِينَ এবং আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে বিনম্র ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াও।[২৭৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِيْ إِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةُ وَحِيْنَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَحِيْنَ

---

[276] . মুসনাদে আহমাদ ৫/৯৩ হা. ২০৯০৫ মুসনাদে কুফীয়্যীন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদীস।

[277] . সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮

يَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِيْنَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشْيَةَ عَرَفَةَ وَيَجْمَعُ وَالْمَقَامَيْنِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাত স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করবে না, ১. নামায শুরু করতে, ২. মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা'বা ঘর দেখতে, ৩. সাফাতে দাঁড়াতে (সায়ী করতে), ৪. মারওয়ায় সায়ী করতে, ৫. আরাফার রাতে মানুষের সাথে অবস্থান করতে, ৬. আরাফা ও মুযদালিফায়, ৭. জমরায়ে উলা ও জমরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপ করতে।[২৭৮]

হাদীসটি শক্তিশালী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلاَّ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِن : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدِ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সাত স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করবে না, ১. যখন নামায শুরু করবে, ২. যখন তুমি শহর থেকে আসবে এবং কা'বা শরীফ দেখবে, ৩. যখন সাফায় সায়ী করবে, ৪. মারওয়ায় সায়ী করবে, ৫. আরাফায় অবস্থান করবে, ৬. আরাফা ও মুযদালিফায় ৭. জমরায়ে উলায় ও জমরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপ করার সময়।[২৭৯]

হাদীসটি শক্তিশালী।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ تُرْفَعُ الْأَيْدِىْ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِيْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وفِي الْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ وَعَلَي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন- সাত স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে। ১. নামাযের শুরুতে, ২. বিতর নামাযের কুনূতের উদ্দেশ্যে যখন তাকবীর বলা হবে, ৩. উভয়

২৭৮ . আল মুজামুল কাবীর তাবরানী ১১/৩৮৫ হা. ১২১০১ আইন পরিচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসসমূহ।

২৭৯ . আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৯৬ হা. ১৫৯৯৬ মানাসিক অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখলে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

www.almodina.com

ঈদের তাকবীরের সময়, ৪. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়, ৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময়, ৬. আরাফাহ ও মুযদালিফাহ-য় এবং ৭. জামরায়ে ঊলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপের সময়।[২৮০]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৮১]

রাশেদা যুগে রাফউল ইয়াদাইন করত না।

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. ও ওমর রা. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তারা নামাযের শুরুতে ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করেন নি।[২৮২]

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

হযরত আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর রা. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তিনি প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলন করেছেন। অতঃপর আর প্রত্যাবর্তন (হাত উত্তোলন) করেন নি।[২৮৩]

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

فهذا عمر رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث وهو حديث صحيح

এই হাদীসে প্রমাণিত যে, হযরত ওমর রা. প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উত্তোলন করতেন না। হাদীসটি সহীহ।[২৮৪]

---

২৮০. শরহু মাআনিল আসার ২/১৭৮ হা. ৩৫৪২ হজ্জ অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

২৮১. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৬ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

২৮২. আস সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী ২/৭৯ হা. ২৬৩৬ নামায অধ্যায়, যারা শুধু তাকবীরে তাহরীমাতে রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

২৮৩. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৭ হা. ১২৬২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

২৮৪. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৭ হা. ১২৬২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

عن كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِّنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ.

হযরত কুলাইব ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রা. নামাযে প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন। অতঃপর পরে আর হাত উঠাতেন না।[২৮৫]

মদিনায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

فَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَقَطْ تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِمُوَافَقَةِ الْعَمَلِ بِهِ ،

তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও বারা ইবনে আযিব রা. এর হাদীস প্রাধান্য দিয়ে। উহা ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব মদীনাবাসীর আমল অনুযায়ী।[২৮৬]

আর ، لِمُوَافَقَةِ الْعَمَلِ بِهِ বাক্য দ্বারাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত, মদিনায় রাফউল ইয়াদাইন করা হতো না।

মক্কায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

হযরত মায়মূন আল মক্কি হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. কে নামায পড়াতে দেখেন, তিনি দাঁড়ানোর সময়, রুকু করার সময়, সিজদা করার

---

[২৮৫]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

[২৮৬]. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্বতাসিদ, ইবনে রুশদ, ১/১১৪ নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় জুমলা নামাযের বিষয়, প্রথম পরিচ্ছেদ একাকী নামায, রোকন বিষয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

সময়, এবং দণ্ডায়মান হওয়ার সময় তার উভয় হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. এর নামায সম্পর্কে বলি যে, এইরূপে হাত তুলে নামায পড়তে আর কাউকেও দেখিনি। তখন তিনি বলেন, যদি তুমি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাও, তবে ইবনে যুবায়র রা. এর নামাযের অনুসরণ করো।[২৮৭]

আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৮৮]

৬৪ হিজরী পর্যন্ত মক্কায় রাফউল ইয়াদাইন করা হতো না। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. এর গভর্ণর হওয়ার পর রাফউল ইয়াদাইন শুরু হয়।[২৮৯]

সাহাবী ও তাবেয়ী যুগে রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ، قَالَ وَكِيعٌ : ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ.

হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ও আলী রা. এর ছাত্রগণ নামাযের শুরুতে ব্যতীরেকে হাত উত্তোলন করতেন না। ওয়াকী রহ. বলেন, অতঃপর তারা আর প্রত্যাবর্তন (আর হাত উত্তোলন) করতেন না।[২৯০]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২৯১]

রাফউল ইয়াদাইনের উপর রাফউল ইয়াদাইন না করার প্রাধান্যতা

১. রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস কুরআনের আয়াতের সাথে মিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُومُوا لِلَّه قَانِتِينَ এবং আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে বিনম্র ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াও।[২৯২]

২. রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীস (ফে'লী) তথা আমলি। আর রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস (ফেলী ও ক্বওলী) মৌখিকি ও আমলি। অতএব

[২৮৭]. সুনানে আবু দাউদ ১/২৬৯ হা. ৭৩৯ নামায অধ্যায়, নামায শুরু করা পরিচ্ছেদ।

[288]. সহীহ আবু দাউদ ১/১৪২ হা. ৬৭৪

[289]. রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৭

[290]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/২৩৬ হা. ২৪৬১ নামায অধ্যায়, যারা প্রথম তাকবীরে হাত উঠান আর প্রত্যাবর্তন করেন না।

[291]. আসারুস সুনান পৃ. ১৫৮ হা. ৪০৭ নামায অধ্যায়, রাফউল ইয়াদাইন না করা পরিচ্ছেদ।

[292]. সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮

রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করার হাদীস একে অপরের বিপরীত হলেও মৌখিকি আমলের বৈপরিত্ব নয়।

« مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ».

আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না।[২৯৩]

৩. রাফউল ইয়াদাইন এর বর্ণনাকারী সাহাবীগণের আমল সর্বদা নয়। তবে রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসে বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আমল সর্বদা।

৪. নবুওয়াতী যুগে (আহদে রিসালাত) রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল বেশী ও রাফউল ইয়াদাইন আমল কম।

৫. খেলাফাতে রাশেদায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল ছিল।

৬. প্রশিদ্ধ ইসলামী মারকায মদীনাতে ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল জারী ছিল। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর আগ পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল জারী ছিল।[২৯৪]

অতএব রাফউল ইয়াদাইন করা থেকে না করা প্রধান্যতা পাওয়ারই উপযুক্ত।

অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, জাক্তাই, চট্টগ্রাম।
১০ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরী
২৪ অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী
দুপুরঃ ১২ঃ ১৫ মিনিট

---

293 . সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৬ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

294 . রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৮-৮০

সহীহ হাদীসের আলোকে

সিজদায় যেতে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

আহলে হাদীস বন্ধুগণ সিজদায় যেতে প্রথমে হাত, তারপর হাঁটু রাখেন। অথচ সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত রাখবে। আহলে বন্ধুগণের পেশকৃত দলিল,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে বসতে চায়, এরপর সে এমনভাবে বসে যেভাবে উট বসে।[২৯৫]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে, তখন সে যেন হাঁটু স্থাপনের পূর্বে তার উভয় হাত স্থাপন করে আর সে যেন উটের বসার মত না বসে।[২৯৬] হাদীস দু'টি মা'লুল তথা ত্রুটিযুক্ত।

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন,

حديث أبي هريرة حديث غريب لانعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم

و عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره

আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণিত এই হাদীস গরীব। বর্ণনাকারী আবু যিনাদ থেকে অন্য কোনভাবে এটির বর্ণনা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

---

২৯৫ . নাসায়ী শরীফ ২/২০৬ হা. ১০৯০ নামায আরম্ভ অধ্যায়, সিজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ যমীনে পৌঁছবে পরিচ্ছেদ।

তিরমিযি শরীফ ২/৫৭ হা. ২৬৯ নামায অধ্যায়, সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা পরিচ্ছেদ, এ বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

২৯৬ . নাসায়ী শরীফ ২/২০৬ হা. ১০৯১ নামায আরম্ভ অধ্যায়, সিজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ যমীনে পৌঁছবে পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদ আলমাকবুরী এর সূত্রেও আবু হুরায়রা রা. থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীস বিশেষজ্ঞ ইয়াহয়া ইবনে সাইদ আলকাত্তান প্রমুখ আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদ আলমাকবুরীকে যয়ীফ বলেছেন।[২৯৭]

হাদীসে বর্ণিত আবু যিনাদ এর ছাত্র "মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলহাসান"।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলহাসান" দ্বারা তাবে তথা সমর্থনযোগ্য হয় না। আমি জানিনা তিনি আবু যিনাদ থেকে শুনেছে কি না।[২৯৮]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

অনেক বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস পরিবর্তন করেছেন। মূলত এমন হবে- "وليضع ركبتيه قبل يديه" হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখবে। আর ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস সঠিক।[২৯৯]

আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, অনেকে উটের ন্যায় বসে। কিন্তু রাসূল সা. উটের ন্যায় বসতে নিষেধ করেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, হাঁটুর পূর্বে হাতদ্বয় রাখতেন।[৩০০]

হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত।

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন,

يَتَفَرَّدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَنْهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ.

"মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান তার থেকে দারাওয়ারদী এর হাদীস বর্ণনা মুতাফাররিদ তথা একক বর্ণনাকারী।"[৩০১]

---

297 . তিরমিযি শরীফ ২/৫৭ হা. ২৬৯ নামায অধ্যায়, সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা পরিচ্ছেদ, এ বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

298 . আততালীকুল হাসান পৃ. ১৬৫ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, সিজদায় যেতে হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখা অনুচ্ছেদ।

299 . যাদুল মা'আদ ফি খায়রিল ইবাদ ১/২১৫ নামাযে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর হাদীয়া, সিজদা ও তা থেকে উঠার পদ্ধতি অনুচ্ছেদ।

৩০০ . সুনানে দারাকুতনী ১/৪৫৫ হা. ১৩১৯ নামায অধ্যায়, রুকু সিজদার আলোচন।

301 . আস সুনানুল কুবরা ২/১০০ হা. ২৭৪১ নামায অধ্যায়, হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

وَلِعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىِّ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ وَهَمًا.

আব্দুল আযীযের অন্য সনদে মারফু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তা ওয়াহাম তথা সন্দেহযুক্ত।[৩০২]

হাদীসের সনদে "আব্দুল আযীয় ইবনে মুহাম্মাদ আদদারাওয়ারদী তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনায় মুতাফাররিদ তথা একক বর্ণনাকারী।[৩০৩]

সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো, সিজদায় যেতে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার হাদীস যয়ীফ।

সিজদায় যেতে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়াকালে সিজদায় যাওয়ার সময় (মাটিতে) হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে দেখেছি। তিনি সিজদা থেকে দাঁড়াবার সময় হাঁটুর পূবে হাত উঠাতেন।

ইমাম তিরমিযি রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩০৪]

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلاَةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ

হযরত আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর সুত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যেতে তার হস্তদ্বয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন।[৩০৫]

---

302 . আস সুনানুল কুবরা ২/১০০ হা. ২৭৪৩ নামায অধ্যায়, হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

303 . আততালীকুল হাসান পৃ. ১৬৬ নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, সিজদায় যেতে হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখা অনুচ্ছেদ।

৩০৪ . সুনানে তিরমিযি ২/৫৬ হা. ২৬৮ নামায অধ্যায়, সিজদায় হাতের পূর্বে হাঁটু রাখা পরিচ্ছেদ। সুনানে আবু দাউদ ১/৩১০ হা. ৮৩৮ নামায অধ্যায়, সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

305 . সুনানে আবু দাউদ ১/৩১১ হা. ৮৩৯ নামায অধ্যায়, সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তার হাতদ্বয়ের পূর্বে তার উভয় হাঁটু (যমীনে) স্থাপন করতেন। আর যখন উঠাতেন তখন হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত উঠাতেন।[৩০৬]

অতএব সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, নামায আদায় করার সময় সিজদায় যেতে প্রথমে হাঁটু তারপর হাত রাখবে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে হক্ব বুঝে তা আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অকিল

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,

গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১২ সফর ১৪৩৭ হিজরী

২৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

সকাল: ১০ : ২১ মিনিট

---

৩০৬ . নাসায়ী শরীফ ২/২০৬ হা. ১০৮৯ নামায আরম্ভ অধ্যায়, সিজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ যমীনে পৌঁছবে পরিচ্ছেদ।

সহীহ হাদীসের আলোকে

জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে বেজোড় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে প্রথমে বসেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ান। তারা এটিকে সুন্নাত বলে প্রচার করেন। অথচ সহীহ সনদে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সিজদা থেকে তিনি সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বসতেন না। এবং তারা এ আমলকে সুন্নাত বিরোধি বলে প্রচার করে থাকেন।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত দলিল ও তার জবাব

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস লাইসি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তার নামাযের বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।[৩০৭]

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. এসে আমাদের মসজিদে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করব। এখন নামাযের ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ুব রহ. বলেন, আমি আবু কিলাবা কে জিজ্ঞাসা করলাম তার নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আমর ইবনে সালিমা রা. এর নামাযের মত। আইয়ুব বললেন, শায়খ

---

[৩০৭] . বুখারী শরীফ ১/১৬৪ হা. ৮২৩ আযান অধ্যায়, নামাযে বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো পরিচ্ছেদ।

তাকবীর পূর্ণ বলতেন, এবং দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৩০৮]

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত দলিলের জবাব

আহলে হাদীস বন্ধুগণ একথা বলে থাকেন যে, **"দশজন ছাহাবী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যায়ন প্রাপ্ত আবু হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) প্রদর্শিত ছালাতের প্রসিদ্ধ হাদীছেও এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে।"**[৩০৯]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহ. বলেন,

وقال الطحاوي ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة وساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود

তহাবী রহ. বলেন, আবু হুমায়দ রা. এর হাদীসে জলসায়ে এস্তেরাহাত নেই। আবু দাউদ রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন, **فقام ولم يتورك** এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না।[৩১০]

আবু জাফর তহাবী রহ. বলেন,

احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان بن عمر رضي الله عنهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال إن رجلي لا تحملاني

প্রথম হাদীসে (জলসায়ে এস্তেরাহাত) রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে উঠে বসে তারপর দাঁড়াতেন এটি হয়ত কোন কারণ বা সুস্থতার জন্য ছিল। সে কারণে তিনি বসে তারপর দাঁড়াতেন। এ জন্য নয় যে, এটি নামাযের সুন্নাত। যেভাবে ইবনে ওমর রা. তারাব্বু তথা দু' পা ডান দিকে বের

---

৩০৮. বুখারী শরীফ ১/১৬৪ হা. ৮২৪ আযান অধ্যায়, রাকাত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে পরিচ্ছেদ।

৩০৯. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১১৫, ৬. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), জালসায়ে ইস্তো-হাত।

৩১০. উমদাতুল কারী ৯/৩৩৬ আযান অধ্যায়, নামাযে বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো পরিচ্ছেদ।

করে নিতম্বেরপর বসতেন। তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার পা এটিকে বহন করতে পারে না।[৩১১]

জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে একজন বৃদ্ধের পিছনে নামায আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাস রা. কে বললাম, লোকটি তো আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[৩১২]
আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন,

يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة والا لكانت التكبيرات اربعا وعشرين مرة لانه قد ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা প্রমাণিত হয়। নতুবা তাকবীর চব্বিশ বার হত। কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নিচু উচু দাঁড়াতে বসতে তাকবীর বলেছেন।[৩১৩]

عَنْ عَبَّاسٍ – أَوْ عَيَّاشٍ – بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِى الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ – يَعْنِى مِنَ الرُّكُوعِ – فَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُ أَكْبَرُ ». فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ.

---

[৩১১]. শরহু মাআনিল আসার ৪/৩৫৪ হা. ৬৭৯০ কিতাবুয যিয়াদাত, প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পর উঠে মুসল্লির করণীয় পরিচ্ছেদ।

[৩১২]. বুখারী শরীফ ১/১৫৭ হা. ৭৮৮ আযান অধ্যায়, সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা পরিচ্ছেদ।
[৩১৩]. আসারুস সুনান পৃ. ১৭৪ হা. ৪৪৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা পরিচ্ছেদ।

হযরত আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহল রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সাহাবীদের এক মসজিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তার পিতা এবং আবু হুরায়রা রা. আবু হুমায়দ আস সায়েদী এবং আবু উসায়দ রা.ও উপস্থিত ছিলেন। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি সহ বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লি মান হামিদা রাব্বানা লাকাল হামদ বলে স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উঠাতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজদায় যেতেন এবং তালু, হাঁটু ও পায়ের উপর ভর করে সিজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহ আকবার বলে তিনি পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং অপর পাখানি সোজা করে রাখতেন। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না। এইরূপে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[৩১৪]

عَنْ عَبَّاسِ – أَوْ عَيَّاشِ – بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

হযরত আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহল রহ থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এমন এক মসলিসে ছিলেন, যেখানে তার পিতাও উপস্থিত ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যখন সিজদা করেন, তখন তিনি দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসেন এবং অন্য পা খাঁড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহ আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পাছার উপর ভর করে বসেন নাই। এভাবেই তিনি দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতের পর উপনিবেশ করেন। বৈঠক শেষে তিনি আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দু'ই রাকাত আদায়

[৩১৪] . সুনানে আবু দাউদ ১/২৬৬ হা. ৭৩৩ নামায অধ্যায়, নামায শুরু করার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

করেন। অতঃপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরান।[৩১৫]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

হযরত নুমান ইবনে আবু আয়্যাশ রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী পেয়েছি, তারা যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তেমনই দাঁড়াতেন যেমন তিনি ছিলেন যে অবস্থায় তিনি বসতেননা।[৩১৬] হাদীসটির সনদ হাসান।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتَهُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَلاَ يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِى السُّجُودَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ রহ বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর নামায পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি তিনি তার দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম রাকাতে সিজদা পর্যন্ত বসেন নি।[৩১৭] হাদীসটি সহীহ।

সুতরাং সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, প্রথম বা তৃতীয় রাকাতে জলসায়ে এস্তেরাহাত করবে না। কেননা জলসায়ে এস্তেরাহাত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।

অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,

গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১৩ সফর ১৪৩৭ হিজরী

২৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

রাত: ৮: ১৩ মিনিট

৩১৫ . আবু দাউদ ১/৩৬৪ হা. ৯৬৭ নামায অধ্যায়, চতুর্থ রাকাতে পাছার উপর বসা পরিচ্ছেদ।

৩১৬ . আলমুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯৫ হা. ৪০১১ নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলতে।

৩১৭ . আসসুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১২৫ হা. ২৮৭৫ নামায অধ্যায়, দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রত্যবর্তন পরিচ্ছেদ।

আল মু'জামুল কাবীর তবরানী ৯/২৬৬ হা. ৯৩৪৭ আইন পরিচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযালী।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে

তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানো

রচনায়:

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

আহলে হাদীস বন্ধুগণ তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানো নিয়ে একটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা প্রচার করছে। অথচ তারা বৈঠকের শুরুথেকে নিয়ে সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত যেভাবে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে থাকেন। এ বিষয়ে কোন প্রকার দলিল পাওয়া যায় না। বরংচ হাদীস গবেষণা করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নরুপ।

শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা

عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِىِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِى فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ. فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

হযরত আলী ইবনে ইমরান আল মুআবী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রুপ করবে। তখন আমি তাকে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তার সমস্ত আঙ্গুলগুলো (শাহাদাত আঙ্গুলি ব্যতিত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন।[৩১৮]

[৩১৮]. সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৯ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।
সুনানে আবু দাউদ ১/৩৭৪ হা. ৯৮৯ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আর জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এসময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন। এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন।[৩১৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়ার সময় বসতেন। তখন দু'হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বা হাত বা হাঁটুর উপর আলতোভাবে ছড়িয়ে রাখতেন।[৩২০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ পড়তে যখন বসতেন তখন বা হাত বা হাঁটুর উপর

[৩১৯] . সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৬ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

[৩২০] . সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৭ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

www.almodina.com

এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৩২১]

---

[৩২১] . সহীহ মুসলিম ২/৯০ হা. ১৩৩৮ মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, নামাযে বৈঠক করার নিয়ম এবং উরুর উপর হাত রাখার বর্ণনা।

আকদে আনামিল

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

অর্থাৎ নববী যুগে আঙ্গুল দ্বারা গণণা করা হতো। তা নিম্নরূপ-

১. একক সংখ্যাসমূহ। ২. দশক সংখ্যাসমূহ। ৩. শতক ও হাজার সংখ্যসমূহ।

প্রথমে ১ নং এর আলোচনা করা হবে।

একক সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

একক সংখ্যা বলতে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে বুঝায়। এগুলো গণনা করতে শুধুমাত্র ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলই ব্যবহারিত হয়। এ সংখ্যাগুলো একক সংখ্যা বলা হয়। আর তা হলো, ১ থেকে ৯, ১১ থেকে ১৯, ২১ থেকে ২৯, এভাবে দশক সংখ্যা ব্যতিরেকে ৯১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত হয়।

এগুলো গণনার নিয়ম হলো,

১. ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "এক" সংখ্যা তৈরী হয়।

২. ডান হাতের অনামিকা বন্ধ করলে "দুই" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৩. ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "তিন" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৪. তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলি খুলে নিলে "চার" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৫. অনামিকা খুলে নিলে "পাঁচ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৬. মধ্যমা আঙ্গুলি খুলে অনামিকা বন্ধ করলে "ছয়" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৭. অনামিকা আঙ্গুলি খুলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দীর্ঘ করিয়া বন্ধ করে নিলে "সাত" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৮. অনুরূপভাবে অনামিকা বন্ধ করে নিলে "আট" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৯. এভাবেই মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "নয়" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

দশক সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

দশক সংখ্যা বলতে 'দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বই, কে বুঝায়।

এগুলো গণনার জন্য শুধুমাত্র ডান হাতের তর্জনী বা শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যবহারিত হয়।

১০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া রেখে তার উপরিভাগের গ্রন্থির রেখায় তর্জনী আঙ্গুলির নখের কিনারা এমনভাবে রাখা, যাতে বৃত্তের আকার হয়, এতে "দশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

২০. বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের গ্রন্থিকে তর্জনীর সর্বনিম্নভাগের সাথে মধ্যাঙ্গুলির দিক থেকে মিলাবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের গ্রন্থি তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মাঝখানে স্থিত থাকে, এতে "বিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৩০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া করিয়া তর্জনী আঙ্গুলিকে বাঁকা করে উভয়ের অগ্রভাগ এমনভাবে মিলাবে, যাতে তর্জনী ধনুকের গুণের আকৃতি ধারণ করে, এতে "ত্রিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৪০. বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ তর্জনীর সর্বনিম্ন গ্রন্থির পৃষ্ঠে এমনভাবে রাখবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তালুর ডান পার্শ্বে মিলিত থাকে এবং মাঝে কোন ফাঁক না থাকে, এতে "চল্লিশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

শাহাদাত আঙ্গুল না নাড়ানোর বা সালাম পর্যন্ত নাড়িয়ে ইশারা না করা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِه إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন বলে উল্লেখ আছে, যখন তিনি তাশাহহুদ পাঠ করতেন এ সময় তিনি আঙ্গুল হেলাতেন না।[৩২২] হাদীসটি সহীহ।

---

৫০. বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে হাতের তালুর ডান পার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যভাগে অবস্থিত রেখার উপর রাখবে, এক্ষেত্রে তর্জনী খাঁড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনীর সোজাসুজি নিচে থাকবে, এতে "পঞ্চাশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

সুতরাং হাদীসের বর্ণনা وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অতএব বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে হাতের তালুর ডান পার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যভাগে অবস্থিত রেখার উপর রাখবে, এক্ষেত্রে তর্জনী খাঁড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনীর সোজাসুজি নিচে থাকবে, এতে "পঞ্চাশ" সংখ্যাটি তৈরী হয়। এবং ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করলে "তিন" সংখ্যটি তৈরী হয়। এটিকেই "তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে হাত গুটিয়ে শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা বলা হয়েছে।

৬০. বৃদ্ধাঙ্গুলি বাকিয়ে তার নখের উপর তর্জনীর দ্বিতীয় রেখো এমনভাবে রাখবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ সম্পূর্ণ ঢেকে যায়, এতে "ষাট" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৭০. বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের পার্শ্বে তর্জনীর সর্ব উপরের রেখার সাথে এমনভাবে মিলাবে, যাতে সম্পূর্ণ নখ দেখা যায়, এতে "সত্তর" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৮০. বৃদ্ধাঙ্গুলি খাঁড়া করে তার উপরের গ্রন্থিও পৃষ্ঠের উপর তর্জনী আঙ্গুলটি বাকিয়ে এর অগ্রভাগ স্থাপন করলে "আশি" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

৯০. বৃদ্ধাঙ্গলি খাঁড়া করে তার সর্বনিম্ন গ্রন্থির রেখার উপর তর্জনীর অগ্রভাগ স্থাপন করলে "নব্বই" সংখ্যাটি তৈরী হয়।

শতক ও হাজার সংখ্যাসমূহ গণনার নিয়ম

একক ও দশক সংখ্যা গণনা করতে ডান হাত ব্যবহারিত হয়। তবে শতক ও হাজার সংখ্যা গণনা করতে শুধুমাত্র বাম হাতের ব্যবহার হয়। এর বিবরণ নিম্নরূপ।

ডান হাতের এক থেকে নয় পর্যন্ত একক সংখ্যাগুলো বাম হাতে শতক সংখ্যারূপে পরিগণিত হয়। অনরূপভাবে ডান হাতের দশ থেকে নব্বই পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলো বাম হাতে হাজার সংখ্যা হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণতঃ ডান হাতে "সাত" সংখ্যাটি গণনার জন্য যে নিয়ম রয়েছে বাম হাতে সে নিয়মটি অবলম্বন করলে "সাত শত" সংখ্যাটি তৈরী হবে এবং ডান হাতে "সত্তর" সংখ্যাটি গণনার জন্য যে নিয়ম রয়েছে, বাম হাতে তা অবলম্বন করলে "সাত হাজার" সংখ্যাটি তৈরী হবে। অনুরূপভাবে বাকিগুলোকে অনুমাণ করে নেয়া যেতে পারে। এভাবে ৯,৯৯৯ পর্যন্ত গণনা করা যেতে পারে।

[৩২২] . সুনানে নাসায়ী ৩/৩৭ হা. ১২৭০ সাহু অধ্যায়, হাঁটুর উপর বাম হাত বিছানো পরিচ্ছেদ।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا .

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি নিশ্চয় লক্ষ করব রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি, তিনি কিরূপে নামায আদায় করেন। আমি তার দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। আর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল। তারপর তিনি তার ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ এক কব্জি অন্য কব্জির উপর কিংবা এক হাত অন্য হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকুর করার ইচ্ছা করলেন হস্তদ্বয় পূর্বের মত উঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হস্তদ্বয় স্থাপন করলেন তার দু' হাঁটুর উপর। এরপর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তদ্রুপ মাথা উঠালেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন, তিনি তার হাতের তালুদ্বয় স্থাপন করলেন তার উভয় কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তার বাম পা। আর তার বাম হাতের তালু রাখলেন তার বাম হাঁটু ও রানের উপর। আর ডান কনুইর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন। পরে তার দু'টি আঙ্গুল (বৃদ্ধ ও মধ্যমা) টেনে তা দিয়ে বৃত্তাকার বানালেন এবং তারপর একটি আঙ্গুলি (তর্জনী) উঠালেন। আমি দেখলাম তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দুআ করছেন।[৩২৩]

সুনানে আবু দাউদ ১/৩৭৪ হা. ৯৯১ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা পরিচ্ছেদ।

৩২৩ . নাসায়ী শরীফ ২/১২৬ হা. ৮৮৯ নামায আরম্ভ অধ্যায়, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার স্থান পরিচ্ছেদ। ৩/৩৭ হা. ১২৬৮ নামায আরম্ভ অধ্যায়, ডান হাতের দু' আঙ্গুলি গোটানো ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুলির আকদ করা পরিচ্ছেদ।

হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসটি সম্পর্কে সহীহ ইবনে খুযায়মাতে উল্লেখ হয়েছে,

قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره

আবু বকর বলেন, বর্ণনাকারী "যায়েদা" يحركها "তিনি তা নাড়ছেন।" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্যতিত আর কেউই এটিকে উল্লেখ করেননি।[৩২৪]

মুহাদ্দিস শুআইব আল আরনাউত বলেন,

حديث صحيح دون قوله : " فرأيته يحركها يدعو بها " فهو شاذ انفرد به زائدة

হাদীসটি সহীহ। তবে " فرأيته يحركها يدعو بها " আমি দেখলাম তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দুআ করছেন।" এটি শায একক বর্ণনা করেছেন যায়েদা নামক বর্ণনাকারী।[৩২৫]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন,

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْتَحْرِيكِ الإِشَارَةَ بِهَا لاَ تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

হাদীসে يحركها নাড়ানোর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য। বারবার নাড়ানো নয়। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা. এর বর্ণিত আঙ্গুল না নাড়ানোর হাদীসের অনুযায়ী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।[৩২৬]

অর্থাৎ যেন আঙ্গুল নাড়ানোর হাদীস ও ইবনে যুবায়র রা. এর হাদীস বিরোধী না হয়।

সুবুলুস সালামে উল্লেখ হয়েছে,

وَمَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ فِيهِ ؛ فَيَكُونُ جَامِعًا فِي التَّوْحِيدِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَالِاعْتِقَادِ ،

---

৩২৪. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৩৫৪ হা. ৭১৪ নামায অধ্যায়, তাশাহহুদে দু'হাত রাখা এবং ইশারার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানোর বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

৩২৫. মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৮ হা. ১৮৮৯০ কুফাবাসীর মুসনাদ, ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস।

৩২৬. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১৩২ হা. ২৮৯৯ নামায অধ্যায়, আঙ্গুল ইশারা করা নাড়ানো নয় পরিচ্ছেদ।

ইশারা করার স্থান হলো, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"। যেহেতু ইমাম বায়হাকী রহ. তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফে'ল তথা কাজের বর্ণনা করেছেন। আর ইশারা দ্বারা নিয়্যত করবে আল্লাহর একত্ববাদ ও এখলাস (খাঁটি বিশ্বাস)। তবে ফে'ল (কাজ), কওল (কথা), ও ই'তিকাদ (বিশ্বাস) এর মধ্যে একত্ববাদ একত্রিত হবে।[৩২৭]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা "বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে হবে।" সম্পূর্ণ বেঠিক ও ভুল।
আল্লাহ তা'আলা সকলকে হক্ব বুঝে তা আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অকিল

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,

গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১২ সফর ১৪৩৭ হিজরী

২৫ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

রাত: ৯ : ৫৯ মিনিট

---

৩২৭. সুবুলুস সালাম ২/১৬৮ হা. ২৯৪ নং হাদীস আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, তাশাহহুদে মধ্যমাঙ্গুলি নাড়ানো।

সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক রাখা

রচনায়ঃ

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

নামাযে দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিকভাবে ফাঁক রাখা

ইমাম মুক্তাদি একাকী নামায আদায়কারী জামাতে নামায আদায় করুক বা একাকি অবস্থায় নামায আদায় করুন। সকলের জন্য নামাযে দাঁড়ানোর নিয়ম হল, প্রত্যেকেই তার শরীরের গঠন অনুযায়ী দু'পায়ের মাঝে ব্যবধান রেখে দাঁড়াবে, যাতে করে তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়। নামাযে খুশু খুযু তথা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট না হয়। সাধারণত স্বাভাবিক গঠনের ব্যক্তিদের জন্য চার আঙ্গুল ফাঁকা ব্যবধানই যথেষ্ট হয়।

ফিকহের কিতাবে এসেছে,

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ.

নামাযে দু'পায়ের মাঝে হাতের চার আঙ্গুলের পরিমাণ ফাঁকা উচিত। কেননা তা নামাযের একাগ্রতার নিকটবর্তী।[৩২৮]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ.

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখবে।[৩২৯]

তবে অনেকে নামাযে দু' পায়ের মাঝে অধিক পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়ায়, অনেকে আবার নামাযে দাঁড়াতে অন্যের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায়, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর বিষয় যে দলিল পেশ করে থাকেন, তা দ্বারা দলিল পেশ করাও ভুল।

হাদীস শরীফে কাতার সোজা করা বিষয় অনেক গুরুত্ব এসেছে।

কাতার সোজা করা

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

৩২৮. রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৪ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদ, কখনো কখনো ফরয কে রুকন বিপরীতে ব্যবহার করা হয়, আবার কখনো কখনো যা রুকন ও শর্ত নয় তার বিপরীতেও ব্যবহার করা হয়।

৩২৯. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৩/৬১ নামায অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ নামাযের বৈশিষ্টাবলী, তৃতীয় অনুচ্ছেদ নামাযের সুন্নাত, আদব, ও পদ্ধতিসমূহ।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নামাযের কাতারগুলো সোজা ও সমান্তরাল কর। কেননা কাতার সোজা করা নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার অন্তর্ভূক্ত।[৩৩০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নামাযে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত।[৩৩১]

নামাযে কাতার সোজা না করার ভয়ঙ্কর পরিণতি

عَنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের কাতারগুলো সোজা করে সাজাবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।[৩৩২]

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ « اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সমান্ত

[৩৩০] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫-১৪৬ হা. ৭২৩ আযান অধ্যায়, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অঙ্গ। মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৩ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

[৩৩১] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫-১৪৬ হা. ৭২২ আযান অধ্যায়, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অঙ্গ। মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৫ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

[৩৩২] . বুখারী শরীফ ১/১৪৫ হা. ৭১৭ আযান অধ্যায়, ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা। মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০৬ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।

রালভাবে দাঁড়াও এবং আগে-পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িওনা। অন্যথায় তোমাদের অন্তর মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এই গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে এদের কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবু মাসউদ রা. বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।[৩৩৩]

উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যমতে বুঝা গেল, নামাযের সময় কাতার সোজা করার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আর তাই কাতার সোজা করাকে নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার অন্তর্ভূক্ত ও নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত বলে অবহিত করা হয়েছে। আর কাতার সোজা সঠিকভাবে সোজা না করাকে পরস্পরের চেহারা ও অন্তর বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম অনেক গুরুত্বের সাথে সুন্দর ও সঠিকভাবে কাতার সোজা করতেন। যাতে করে নামাযের কাতারে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। আর তাদের আমল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের আমল

উল্লেখ হয়েছে যে,

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। হযরত আনাস রা. বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।[৩৩৪]

[৩৩৩] . মুসলিম শরীফ ২/৩০ হা. ১০০০ নামায অধ্যায়, নামাযের কাতারগুলো শৃঙ্খলভাবে সমান করে সাজানো পরিচ্ছেদ।
[৩৩৪] . বুখারী শরীফ ১/১৪৬ হা. ৭২৫ আযান অধ্যায়, কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো।।

عَنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ». ثَلاَثًا « وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ». قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেন- তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দণ্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি মুসল্লিদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।[৩৩৫] হাদীসটি সহীহ।

ঘাড় সমন্তরাল ও সোজা করা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ ».

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাতারের মধ্যে মিলে মিশে দাঁড়াও। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে ছাগলের ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি।[৩৩৬] হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ ». « وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى « وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ ». إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِى أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.

---

[৩৩৫]. আবু দাউদ ১/২৪৯ হা. ৬২২ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।

[৩৩৬]. আবু দাউদ ১/২৫১ হা. ৬৬৭ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নামাযের সময় কাতার সোজা কর, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। উভয়ের মাঝে ফাঁকা বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। তোমরা কাতারের মধ্যে শয়তানের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য ফাঁক রাখবে না। যারা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।[৩৩৭]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম নামাযের কাতারে একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা, গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিত রেখে নামায আদায় করতেন। অর্থাৎ কাঁধের সমান্তরালে কাঁধ, পায়ের সোজা পা, গোড়ালির সোজা গোড়ালি রাখতেন। কিন্তু এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, একেবারে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলাতেন। কেননা এমন ভাবে দাঁড়ানো অনেক কষ্টকর ও এমনকি অসম্ভব।

হাদীসে (الزاق) তথা মিলানোর নির্দেশের কথা এসেছে।

হাদীসে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার

হাদীসে পাঁচটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে,

১. (منكب) কাঁধ। ২. (عنق) গলা, ঘাড়,। ৩. (ركبة) হাঁটু। ৪. (كعب) গোড়ালি।

৬. (قدم) পায়ের পাতা।

قال الأَزهري مَنكِب الرجل عِطْفه وإِبْطُه

আযহারী বলেন, কাঁধ ও বগলকে مَنكِب বলা হয়।[৩৩৮]

والعُنُقُ وُصْلة ما بين الرأس والجسد

মাথা ও শরীরের মধ্যকার জোড়, সংযোগকে عنق ঘাড় বলা হয়।[৩৩৯]

---

৩৩৭. আবু দাউদ ১/২৫১ হা. ৬৬৬ নামায অধ্যায়, কাতার সোজা করা পরিচ্ছেদ।

৩৩৮. লিসানুল আরব ৯/২৪৯।

৩৩৯. লিসানুল আরব ১০/২৭১।

وكَعْبُ الإنسان ما أَشْرَفَ فوقَ رُسْغِه عند قَدَمِه وقيل هو العظمُ الناشزُ فوق قدمِه وقيل هو العظم الناشز عند مُلْتَقَى الساقِ والقَدَمِ

পায়ের পাতার নিকট গিরার উপর উঁচুকে كَعْبُ বলে। গোড়ালির উপরস্থিত পায়ের গিঁঠ। কেউ কেউ বলেছেন, পায়ের পাতার উপর ঊর্ধ্বে ওঠা হাড়কে كَعْبُ বলে। আবার কেউ বলেছেন, পায়ের পাতা ও নলা মিলিত হবার নিকটের ঊর্ধ্বে ওঠা হাড়কে كَعْبُ বলে।[৩৪০]

القَدَم من لدن الرُّسْغ ما يطأُ عليه الإِنسان

গোড়ালির নিকটে মানুষ যার উপর হাঁটে তাকে قَدَم বলে।[৩৪১]

এই পাঁচটি অঙ্গকে الزاق করা তথা মিলানোর নির্দেশ এসেছে। হাদীসটির মূল অর্থ ধরে নিয়ে যদি কেউ (منكب) কাঁধের সাথে (منكب) কাঁধ, (عنق) ঘাড়ের সাথে (عنق) ঘাড়, (ركبة) হাঁটুর সাথে (ركبة) হাঁটু, (كعب) গোড়ালির সাথে (كعب) গোড়ালি, (قدم) পায়ের পাতার সাথে (قدم) পায়ের পাতা একত্রে মিলিয়ে নামায আদায় করা অসম্ভব। সুতরাং এ হাদীসের অর্থ হলো, কাতার সোজা করতে গিয়ে এ সমস্ত অঙ্গগুলি বরাবর সোজা সমান করবে। হাদীসে এসেছে- رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ তোমরা কাতারের মধ্যে মিলে মিশে দাঁড়াও। ও পাশাপাশি সাজিয়ে রাখ। ঘাড়গুলি সমান সমান্তরাল রাখ। অতএব এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উপরোক্ত অঙ্গগুলি সমান সমান্তরাল সোজা রাখতে হবে যাতে করে নামাযের কাতার সোজা হয়। এর দ্বারা মিলানো উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু আহলে হাদীস বন্ধুগণের কৃত আমল কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিলানোর কোন হাদীস নেই। শরীয়তে এমন কোন হুকুমের নির্দেশ দেয়া হয়নি।

[৩৪০] . লিসানুল আরব ১/৭১৭।
[৩৪১] . লিসানুল আরব ১২/৪৬৫।

সুতরাং এ অযথা মেহনত করে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন সোহাগ
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।
১০ সফর ১৪৩৭ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
দুপুর : ৩ : ৫৩ মিনিট

তথাকথিত আহলে হাদীস ও ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক প্রচারিত
“নামাযে নারী ও পুরুষ এক ও অভিন্ন” বিভ্রান্তির অবসানে শরয়ী সমাধান

সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্হের আলোকে

নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা :
মুফতী আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান মুফতি, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়ঃ
হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

www.almodina.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে নারী ও পুরুষ দু’টি শ্রেণীভাগে সৃষ্টি করেছেন। উভয়কে তার বিধি-বিধান পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর উক্ত বিধানাবলিতে নারী ও পুরুষে অনেক জায়গায় এক ও অভিন্ন এবং অনেক জায়গায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। শরীয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের মধ্যেও নারী-পুরুষের পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত পার্থক্যগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ﷺ এর যুগ থেকে অদ্যাবধি উক্ত পার্থক্যগুলি উম্মাহ্‌র আমলের মধ্যে বিদ্যমান। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ পার্থক্য বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইদানিং তথাকথিত আহলে হাদীস ও ডা. জাকির নায়েক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন যে, পুরুষ-মহিলাদের ছালাতের (নামাযের) মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই।[৩৪২] পুরুষ আর মহিলা নামায পড়বে একই নিয়মে, আর একই ভঙ্গিমায়।[৩৪৩]

এ বিষয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তারা প্রচারনা চালাচ্ছে, যে নারী–পুরুষের নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। যা জনগনের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো বৈ কিছুই নয়।

গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ডা. জাকির নায়েকের দাবীর অনুকূলে পেশকৃত হাদীসের প্রেক্ষাপট ও তার জবাব:

তাদের দাবি, পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে নামায আদায় করবে। এতে উভয়ের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই।

ডা. জাকির নায়েক বলেন– *“সত্যি বলতে এমন একটা সহীহ হাদীস ও নেই, যেটা বলছে যে মহিলারা পুরুষদের চাইতে আলাদা নিয়মে তাদের নামায আদায় করবে” । আর আপনারা যদি সহীহ বুখারী পড়েন ১নং খন্ড সালাতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কিতাবে ৬৩ নং অধ্যায় এ উম্মে দারদা ঔ তিনি তাশাহুদে*

---

[৩৪২]. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)- পৃ. ১৪৩, ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য ৬. মহিলাদের ছালাত ও ইমামত।

[৩৪৩]. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২/১১৮, সালাত (নামায) প্রশ্নোত্তর পর্ব।

বসেছিলেন পুরুষদের মতো করে। আর তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। আমার বক্তব্যের আগেও বলেছি সহীহ বুখারীর ১নং খন্ডে বুক অভ আযান এর ১৮ নং অধ্যায়ের ৬০৪ নং হাদীসে, ৯নং খন্ডের ৩৫২ নং হাদীসে আছে যে, নবীজী বলেছেন, "ইবাদত করো যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ।" অর্থাৎ পুরুষ আর মহিলা নামায পড়বে একই নিয়মে, আর একই ভঙ্গিমায়।[৩৪৪]

এখন আমরা তাদের পেশকৃত দলীলের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তাদের দাবীর প্রথম দলীল:

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِيْ صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً.

উম্মে দারদা ρ নামাযে পুরুষদের মত বসতেন এবং তিনি ফকীহা ছিলেন।[৩৪৫]

উম্মে দারদা ρ তিনি হলেন একজন তাবেয়ী। আর উল্লেখিত বর্ণনায় "**وكانت فقيهة**" 'তিনি ফকীহা ছিলেন'। এটি ইমাম বুখারীর উক্তি।

আর ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হিজরী এর নিয়ম হলো, কোন একক তাবেয়ীর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন না, যদিও তার বিষয়ের স্বপক্ষে হয়। আর ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হি. উম্মে দারদা ρ এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করার জন্য আনেননি।[৩৪৬]

আসলে ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হি. যে, উম্মে দারদা ρ এর আমলের বর্ণনা সনদবিহীন (তা'লীকান) উল্লেখ করেছেন , সেটি দ্বারাই প্রমাণীত হয় যে, পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন। কেননা **جِلْسَةَ الرَّجُلِ** "পুরুষের মত বসা" কথাটির অর্থ হল, নারী ও পুরুষের বসার পদ্ধতি ভিন্ন। অন্যথায় 'পুরুষের মত বসতেন' বলা হতো না। এতে বুঝা যায় পুরুষের বসার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। আর তিনি সে পদ্ধতিতে বসেছেন। এ কারণেই উক্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা ইতিহাসের

৩৪৪. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২/১১৭ –১১৮, সালাত (নামায) প্রশ্নোত্তর পর্ব।

৩৪৫. বুখারী শরীফ-১/১১৪ আযান অধ্যায়, তাশাহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

৩৪৬. ফাতহুল বারী- ২/৩৯৫, আযান অধ্যায়, তাশাহুদে বসার সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আর তিনি কেবল নামাযে বসার ক্ষেত্রে পুরুষের মত বসেছেন, অন্য ক্ষেত্রে তিনি পুরবষের অনুকরণ করেননি। সে কারণেই তা বর্ণিত হয়নি। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নামাযে নারী-পুরুষ এক ও অভিন্ন সেটিও প্রমাণিত হয় না।

তাদের দাবির দ্বিতীয় দলীল:

তারা বলেন– *রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন*[৩৪৭]-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْانِيْ أُصَلِّيْ

অর্থাৎ তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ, সেভাবে নামায পড়বে।[৩৪৮]

এখন আমরা উক্ত হাদীসটি নিয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীসটির প্রেক্ষাপট: হাদীসটি পুরুষদের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে, যেমন পূর্ণ হাদীস।

عَنْ مَالِك أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُتَقَارِبُوْنَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَن إِنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْقَد اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا إِلَيْ أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَاأَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

১নং হাদীস: হযরত মালেক I থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। আমরা সকলে প্রায় সমবয়সী যুবক ছিলাম। রাসূল ﷺ এর খেদমতে আমরা বিশদিন অবস্থান করেছিলাম। রাসূল ﷺ দয়ালু এবং কোমল প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের জন্য উৎসূক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের পিছনে রেখে আসা পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের

---

[৩৪৭]. ছালাতুর রাসূল ﷺ- পৃ: ১৪৩, ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য ৬. মহিলাদের ছালাত ও ইমামত।

[৩৪৮]. বুখারী শরীফ ১/৮৮ হা. ৬২২, আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

নিকট ফিরে যাও, তাদের সাথে অবস্থান কর। আর তাদেরকে দ্বীন শিখাবে এবং ভাল কাজ ও ভাল কথার নির্দেশ দিবে। তিনি আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন। হযরত মালেক I বলেন বিষয়গুলো হয়ত আমার স্মরণ আছে বা সবগুলো মনে নাও থাকতে পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়বে। অত:পর যখন নামাযের সময় হবে তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আযান দিবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (দ্বীনদারী বা বয়সের দিক দিয়ে) বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে।[৩৪৯]

উক্ত হাদীসে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায আদায় করবে। মহিলাদেরকে নয়। কেননা এ নির্দেশের পরেই রাসূল ﷺ তাদের একজনকে আযান দেয়ার জন্য এবং বড় ব্যক্তিকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন যদি প্রথম নির্দেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে পরবর্তী নির্দেশ আযান ও ইকামতের দায়িত্বও নারীদের উপর বর্তাবে। অথচ কেউই এমনটি ব্যাখ্যা করেন নি, এমনটি বুঝেন নি। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা নারীদের নামায পদ্ধতির উপর দলীল পেশ করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। কেননা صلوا। শব্দটি পুরুষদের নির্দেশ বাচক শব্দ, মহিলাদের জন্য নয়।

তারপরও গায়রে মুকাল্লিদগণ ও ডা. জাকের নায়েক হাদীসটিকে ব্যাপক বলে যদি "নারী-পুরুষের নামায অভিন্ন বলেন" তবে আমরা বলব। উক্ত *হাদীসে সকলের বড়কে ইমাম বানাতে বলা হয়েছে। অতএব কয়েকজন নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি একজন দ্বীনদার, খোদাভীরু ও বয়সের দিক দিয়ে বড় মহিলা থাকে, তাহলে আপনারা কি উক্ত মহিলাকে ইমাম বানাবেন?*

তাদের আরেকটি দাবি: *"মহিলারা পুরুষদের চাইতে আলাদা নিয়মে নামায আদায় করার একটা সহীহ হাদীসও নেই"*।

তাদের এই দাবি আমাদের নিকট ভুল ও বাস্তবতা বিবর্জিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবতা হলো, নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থাদিতে অনেক সহীহ হাদীস

---

[৩৪৯]. বুখারী শরীফ- ১/৮৮ হা. ৬২২, আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

বিদ্যমান যে সব হাদীস নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের প্রতি পথ নির্দেশ করে। আর তার উপর উম্মাহর সর্বসম্মত আমল চালু রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সহীহ হাদীস বলতে তারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? তাদের কাছে প্রশ্নটা এজন্য আসে যে, অনেক আহলে হাদীস সহীহ হাদীস বলতে শুধু বুখারী ও মুসলিমের হাদীস বুঝে থাকেন। অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসসমূহকে গায়রে সহীহ বলে মনে করেন ।

এখন আমরা সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা নিরুপনের চেষ্টা করব।

হাদীসের সংজ্ঞা হলো:

الحديث أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم أو الصحابي أو التابعي وفعلهم وتقريرهم.

রাসূল ﷺ সাহাবা ও তাবেয়ীর কথা কাজ ও সমর্থন (অর্থাৎ তাদের উপস্থিতিতে কেউ কোন কিছু বললে বা করলে তারা অস্বীকার ও নিষেধ করেন নাই বরং নিশ্চুপ ও রাজি ছিলেন) কে হাদীস বলে।[৩৫০]

هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو إلى الصحابي أو التابعي.

যে কথা, কাজ বা সমর্থন রাসূল ﷺ সাহাবী বা তাবেয়ীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত তাকে হাদীস বলে।[৩৫১]

আর সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা হলো:

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولامعللا.

যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মৃতিশক্তির আধিকারী ও সংরক্ষণকারী আর বর্ণনাটি তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোন

[৩৫০]. মুখতাসারুল জুরজানী- পৃ. ৩১-৩২, হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক ভূমিকা।
[৩৫১]. যফারুল আমানী- পৃ. ৩২, হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক ভূমিকা।

বর্ণনাকারীর বিপরীত না হয় এবং বর্ণনাটিতে কোন সুক্ষ্ম ত্রুটি বিদ্যমান নেই। তাকেই সহীহ হাদীস বলে।[৩৫২]

ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হি. বলেন-

أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.

আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দু 'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্ত করেছি।[৩৫৩]

তিনি আরো বলেন-

ما أدخلت في كتابي 'الجامع' إلا ماصح وتركت من الصحاح لحال الطول.

আমি বুখারী শরীফে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করেছি। আর বহু সহীহ হাদীস কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দিয়েছি।[৩৫৪]

উল্লেখ্য যে, বুখারী শরীফে শুধু সাত হাজার দু'শত পচাত্তরটি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ গণনায় একটি হাদীস কে বারবার উল্লেখ, একটি হাদীসের দু'টি সনদ, সাহাবা ও তাবেয়ীনের আছার (হাদীস)ও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অন্যথায় বুখারী শরীফে শুধু চার হাজার হাদীস বিদ্যমান।[৩৫৫]

আর ইমাম মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. বলেন-

صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة الف حديث.

আমি এ কিতাবটি তিন লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিখেছি।[৩৫৬] আবু বকর নামে একজন ব্যক্তি ইমাম মুসলিমকে বলেন আবু হুরায়রা I এর হাদীস وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا "ইমাম কিরাত পড়লে মুক্তাদিগন নিশ্চুপ হয়ে শ্রবণ করবে" এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন- হাদীসটি সহীহ। তারপর তিনি বলেন, তবে এখানে কেন লিপিবদ্ধ করলেন না? উত্তরে ইমাম মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. বলেন-

---

৩৫২. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ ১৬ প্রথম প্রকার সহীহর পরিচিতি।

৩৫৩. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ ৪ নং ফায়দা।

৩৫৪. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ. ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ, ৪ নং ফায়দা।

৩৫৫. মুকাদ্দমাতু ইবনিস সালাহ- পৃ. ২৩ প্রথম প্রকার সহীহ ৪ নং ফায়দা।

৩৫৬. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ৩৩, লেখকের ভুমিকা।

ليس كل شئ عندي صحيح و ضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

আমি এ কিতাবে আমার নিকট সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত এরূপ সমস্ত সহীহ হাদীসের সংকলন করিনি। শুধু যার উপর সকলে (আহমদ ইবনে হাম্বল ρ মৃত্যু ২৪১হি. ইযায়য়া ইবনে মাঈন ρ মৃত্যু ২৩৩হি. উছমান ইবনে আবী শায়বা ρ মৃত্যু ২৩৯ হি. ও সাঈদ ইবনে মানসুর ρ মৃত্যু ২২৭ হি.[৩৫৭]) একমত হয়েছেন কেবল সেগুলোই সংকলন করেছি।[৩৫৮]

উল্লেখ্য, মুসলিম শরীফে সমষ্টিগতভাবে হাদীসের সংখ্যা হল, বার হাজার। আর তাকরারে (বার বার উল্লেখিত) হাদীস ছাড়া চার হাজার মাত্র।[৩৫৯]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, বুখারী মুসলিমেই শুধু সহীহ হাদীস আছে। অন্য কিতাবে নেই, এটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং অন্য কিতাবেও সহীহ হাদীস বিদ্যমান। আর নামাযে নারী-পুরুষের পার্থক্যের বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

দলীলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস যেমন গ্রহণযোগ্য, অনুরূপভাবে হাসান হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

আর হাসান হাদীসের সংজ্ঞা হলোঃ

فإن خف الضبط والصفات الاخرى فيه فهو الحسن.

রাবীর যবত (সংরক্ষণগুণ) সামান্য দূর্বল হয়ে সহীহ হাদীসের সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে তাকে হাদীসে হাসান বলে।[৩৬০]

الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح.

হাদীসে হাসান দলীলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের মত। যদিও শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য কম। একারণে মুহাদ্দিসগণের এক জামাত (হাকেম,

৩৫৭. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ৭৩, প্রথম প্রকার সহীহ, দ্বিতীয় মাসআলা।
৩৫৮. মুসলিম শরীফ- ১/১৭৪ হা. ৪০৪ নং আলোচনা। নামায অধ্যায়, নামাযে তাশাহুদ পরিচ্ছেদ।
৩৫৯. আত তাকয়ীদ ওয়াল ইযাহ- পৃঃ ২৭, প্রথম প্রকার সহীহ এর পরিচিতি, ৪নং ফায়দা।
৩৬০. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস- পৃ. ৩৪।

ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা[৩৬১]) হাদীসে হাসান কে সহীহ হাদীসেরই এক প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৬২]

আরেকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস হলোঃ মুরসাল। তা হলো- তাবেয়ীর উক্তি যে, রাসূল ﷺ এমন বলেছেন বা করেছেন।

ইমাম মালেক ρ মৃত্যু ১৭৯ হি. এর নিকট ব্যাপকভাবে মুরসাল হাদীস সহীহ।

ইমাম শাফেয়ী ρ মৃত্যু ২০৪হি. এর নিকট শর্তসাপেক্ষে সহীহ। শর্ত হলো- ১. একটি মুরসাল হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য রেওয়ায়েতটি অন্য সনদে বর্ণিত থাকতে হবে। ২. উক্ত মুরসাল হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করতে হবে এবং তার উস্তাদগণ ভিন্ন হতে হবে। ৩. সাহাবীর কথা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। ৪. অথবা অধিকাংশ ওলামাদের কথা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। ৫. ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেননা এমন বর্ণনাকারী হতে হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ρ মৃত্যু ২৪১হি. এর নিকট সহীহ।

ইমাম আবু হানিফা ρ মৃত্যু ১৫০হি. বলেন, মুরসাল হাদীস সোনালীযুগে (খাইরুল কুরুন) বর্ণিত হলে সহীহ।[৩৬৩]

অতএব জানা গেলো, সকলের নিকটই মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

قال العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله عليه لايقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور.

আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী ρ মৃত্যু ১৩৯৭ হি. বলেন, হাদীস মুরসাল রেওয়ায়েত করা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। বরং আমাদের ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য।[৩৬৪]

---

[৩৬১]. তাদরীবুর রাবী- পৃ. ১২৫, দ্বিতীয় প্রকার হাসান।
[৩৬২]. তাকরীবুন নববী- পৃ. ১২৫, দ্বিতীয় প্রকার হাসান।
[৩৬৩]. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস- পৃ. ১৩৮, ৫নং পরিচ্ছেদ।
[৩৬৪]. মা'আরিফুস সুনান- ৩/২৭, নামায অধ্যায়, নামাযে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

আর হাদীস শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদিতে উপরোল্লিখিত সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, নারী ও পুরুষের নামাযে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২নং হাদীস: হযরত আবু হুরাইরা I থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন (নামাযে কোন বিষয়ে সতর্ক বা অবহিত করার জন্য) পুরুষরা তাসবীহ বলবে। আর মহিলারা হাত দ্বারা শব্দ করবে।[৩৬৫]

وفيه أن السنة لمن نابه شيئ في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن يصفق وهو التصفيح إن كان إمراة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.

নামাযে সতর্ক করার মত কোন কিছু ঘটলে, ইমাম সাহেবকে সতর্ক করতে পুরুষ মুক্তাদিগণ "সুবহানাল্লাহ" বলবে। আর মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করবে।[৩৬৬]

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُّمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ.

هذا الحديث مرسل يحتج به. قال الإمام البيهقي : وهو أحسن.

والشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى 1182هـ قبل هذا الحديث حجة وتفرق به بين سجدة الرجل والمرأة.

৩৬৫. মুসলিম শরীফ- ১/১৮০ হা. ৪২২, নামায অধ্যায়, পুরুষের সুবহানাল্লাহ্ ও মহিলার হাত দ্বারা শব্দ করা পরিচ্ছেদ।

৩৬৬. শরহুন নববী- ১/১৭৯, নামায অধ্যায়, নির্দিষ্ট ইমামের অনুপস্থিতিতে জামাত শুরু করা পরিচ্ছেদ।

৩নং হাদীস: হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব ρ বলেন, একবার রাসূল ﷺ নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন তোমরা সিজদা করবে শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে কেননা এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের মত নয়।[৩৬৭]

ইমাম বায়হাকী ρ মৃত্যু ৪৫৮ হি. বলেন, উক্ত হাদীসটি উৎকৃষ্ট মুরসাল।[৩৬৮]

প্রখ্যাত আহলে হাদীস মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী মৃত ১১৮২ হি. উক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।[৩৬৯]

অতএব সহীহ হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে।

এখন আমরা পর্যায়ক্রমে সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিক্হের আলোকে নারী ও পুরুষের নামাযে পার্থক্যগুলি আলোচনা করব ইন্শাআল্লাহ।

মাসআলা: ফরয নামাযের জন্য পুরুষগণ আযান দিবে। আর জামাতের সময় ইকামত দিবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.

৪নং হাদীস: হযরত মালেক I বলেন, রাসূল ﷺ বলেন- যখন নামাযের সময় হয়। তখন তোমাদের (পুরুষদের) মধ্য থেকে একজন আযান দিবে।[৩৭০]

---

[৩৬৭]. মারাসীলে আবী দাউদ- পৃ. ৮, নামাযের সময় ঘুমানো পরিচ্ছেদ।

[৩৬৮]. আস্ সুনানুল কুবরা, বায়হাকী- ৩/৭৪, হা. ৩২৮৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্যসমষ্টি পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জন্য রুকু ও সিজদায় দূরে না থাকা পরিচ্ছেদ।

[৩৬৯]. সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম-১/২৫৬ হা. ২৮২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা, নামায অধ্যায়, মসজিদসমূহ পরিচ্ছেদ।

[৩৭০]. বুখারী শরীফ- ১/৮৭, হা. ৬২৮, আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدَانِ السَّفْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيْمَا.

৫নং হাদীস: হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিস I থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- দু'জন পুরুষ ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এলেন। তারা সফর করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যখন তোমরা দু'জন (সফরের উদ্দেশ্যে) বের হবে তখন আযান ও ইকামত দিবে।[৩৭১]

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসকালানী ρ মৃত্যু ৮৫২ হি. বলেন,

المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل.

উক্ত হাদীসে أذنا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে ইচ্ছা করে সে যেন আযান দেয়। দু'জনেই মর্যাদায় বরাবর হওয়ার কারণে।[৩৭২]

বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ρ ৮৫৫ হি. বলেন-

أن التثنية تذكر ويراد به الواحد.

আলোচ্য হাদীসে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করে একক উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।[৩৭৩]

উক্ত হাদীসে পুরুষদেরকে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বহু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শুধু পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে।

তাই এ সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কেবল পুরুষগণই আযান ও ইকামত দিবে।

---

৩৭১. বুখারী শরীফ- ১/৮৮ হা. ৬৩০ আযান অধ্যায়, মুসাফিরের জন্য নামাযের জামাতে আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদ।

৩৭২. ফতহুল বারী- ৩/১৪৫-১৪৬, আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

৩৭৩. উমদাতুল কারী- ৪/৩৪৪ আযান অধ্যায়, সফরে মুয়াযযিন আযান দেওয়া পরিচ্ছেদ।

ফিক্হে হাম্বলী:

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا يصح الأذان إلامن مسلم عاقل ذكر.

মুসলিম ও বোধসম্পন্ন পুরুষ ব্যক্তি ছাড়া আযান দেওয়া সহীহ হবে না।[৩৭৪]

ফিক্হে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

هو سنة للرجال.

আযান শুধু পুরুষের জন্য সুন্নাত।[৩৭৫]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وينبغي أن يؤذن ويقيم.

কেবল পুরুষগণ আযান ও ইকামত দিবে।[৩৭৬]

মাসআলা: মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

৬নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর Λ বলেন, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামতের বিধান নেই।[৩৭৭] হাদীসটির সনদ সহীহ।

قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير رواه البيهقي بسند صحيح.

---

৩৭৪. আল মুগনী- ১/৪২৫, আযান পরিচ্ছেদ, মুয়াযযিনের শর্তাবলী।
৩৭৫. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৪৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।
৩৭৬. আল হিদায়া- ১/৯০, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।
৩৭৭. আস্ সুনানুল কুবরা, বায়হাকী- ১/১৬৯, হা. ১৯৫৯, নামায অধ্যায়, আযান ও ইকামত পরিচ্ছেদসমষ্টি মহিলাদের আযান ও ইকামত নেই পরিচ্ছেদ।

ইবনে হাজার আসকালানী ρ মৃত্যু ৮৫২ হি. বলেন, উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৭৮]

قال ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن رواه البيهقي بسند صحيح.

মুহাদ্দিস যফর আহমদ উছমানী ρ মৃত্যু ১৩৯৪ হি. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেন।[৩৭৯]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ لَا. هذا حديث صحيح.

৭নং হাদীস: হযরত সুলাইমান বিন তরখান ρ বলেন- আমরা হযরত আনাস I এর কাছে প্রশ্ন করি, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামতের বিধান আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন, না।[৩৮০] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَاتُؤَذِّنُ وَلَاتُقِيْمُ. إسناده حسن.

৮নং হাদীস: হযরত আলী I বলেন- মহিলা আযানও দিবে না ইকামতও দিবে না।[৩৮১] হাদীসটির সনদ হাসান।

عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَا: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

৩৭৮. আত তালখীসুল হাবীর- ১/৫২১, হা. ৩১২, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

৩৭৯. এলাউস সুনান- ২/৬৩৩, হা. ৬১৮, মুয়াযযিনের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৩৮০. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৬, হা. ২৩৩১, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

৩৮১. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৭ হা. ২৩৩৪, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

৯নং হাদীস: হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ρ বলেন, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৩৮২] সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি সহীহ।

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا اِقَامَةٌ. هذا حديث صحيح.

১০নং হাদীস: ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী ρ বলেন মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৩৮৩] সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

قال ظفر أحمد العثماني : الأثر يدل على أن الأذان لايتعلق بالنساء فالمؤذن ينبغي أن يكون رجلا على أن المرأة عورة فلم يجزلها رفع الصوت للفتنة ولأن المؤذن مندوب أن يرفع صوته حتى يستحب له أن يعلو المنارة أو أعلى المواضع للأذان. والمرأة منهية عن رفع صوتها. لأن في صوتها فتنة ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وكذالك منهية عن تشهير النفس ومامورة بأن تكون في بيتها وارء الحجاب.

মুহাদ্দিস যফর আহমদ উছমানী ρ মৃত্যু ১৩৯৪ হি. বলেন, হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, আযান মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অতএব মুয়াযযিন পুরুষ হতে হবে। কেননা মহিলা হল আবরণীয়, সে কারণে মহিলাদের উচ্চস্বরে আওয়াজ করা ফিতনার আশংকায় জায়েয নয়। আর মুয়াযযিন উচ্চস্বরে আওয়াজ করবে। এমনকি আযান দেওয়ার জন্য মিনার বা উচ্চস্থান হওয়া মুস্তাহাব। আর মহিলাদের উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তাদের আওয়াজ ফিতনা। সে কারণে রাসূল ﷺ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মহিলাদের জন্য হাত দ্বারা শব্দ করার কথা

---

[৩৮২]. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৬ হা. ২৩২৬, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

[৩৮৩]. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৩৬৭ হা. ২৩৩৩, আযান অধ্যায়, মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।

বলেছেন। আর এভাবে মহিলাদের নিষেধ করেছেন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে এবং নির্দেশ দিয়েছেন ঘরে পর্দায় থাকতে।[৩৮৪]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য আযান ও ইকামত দিবে না।

তাই এ সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মহিলাগণ আযান ও ইকামত দিবে না।

ফিক্‌হে মালেকী:

قال مالك رحمه الله دون الأذان

ইমাম মালেক ρ মৃত্যু ১৭৯ হি. বলেন, মহিলাগণ আযান দিবেনা।[৩৮৫]

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ويكره للمرأة أن تؤذن لأن في الأذان ترفع الصوت.

মহিলাদের আযান দেওয়া মাকরূহ তথা নিষেধ। কেননা আযানে উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে হয়।[৩৮৬]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان ولا نعلم فيه خلافا.

মহিলাদের আযান, আযান হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা তাদের জন্য আযান দেওয়া শরীয়তের কোন বিধান নয়। আর এ বিষয়ে আমাদের জানা মতে কোন মতভেদ নেই।[৩৮৭]

[৩৮৪]. এ'লাউস সুনান- ২/৬৩৩-৬৩৪, ৬৩৫ হা. ৬১৮, মুয়াযযিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ।

[৩৮৫]. আল্ মাজমূ- ৩/১০০, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ, মহিলাদের আযানের হুকুম।

[৩৮৬]. আল্ মাজমূ- ৩/৯৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ, বোধসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তি ছাড়া আযান সঠিক হয় না।

ফিক্হে হানাফী:

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

وليس على النساء أذان ولا إقامة.

মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই।[৩৮৮]

শায়খুল ইসলাম মাহমূদ ইবনে আহমদ ρ মৃত্যু ৬১৬ হি. উল্লেখ করেছেন-

ويكره أذان المرأة ووجه الكراهة: أنه رفع الصوت منها معصية رفعت صوتها تكتب المعصية وإن لم ترفع صوتها فقد أخلت بما هو المقصود من الأذان وهو الإعلام.

মহিলাদের আযান দেওয়া মাকরুহ। কেননা মহিলারা উচ্চস্বরে আযান দিলে গুনাহ হয়। আর অনুচ্চস্বরে দিলে, আযানের উদ্দেশ্য এলান হওয়া আর থাকে না।[৩৮৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ρ মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لماروي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن عن الستر ورفع صوتهن حرام.

মহিলাদের আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরুহ। হযরত আনাস I ও হযরত ইবনে ওমর Λ থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহিলাদের অবস্থার ভিত্তিই হল সতর। আর তাদের আওয়াজ উঁচু করা হারাম।[৩৯০]

[৩৮৭]. আল মুগনী- ১/৪২৫, আযান পরিচ্ছেদ, মুয়াযযিনের শর্তাবলী।
[৩৮৮]. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৫৩, নামায অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ আযান, ১ম অনুচ্ছেদ মুয়াযযিনের অবস্থা ও গুণাবলী।
[৩৮৯]. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৯৫-৩৯৬, নামায অধ্যায়, ১৬নং পরিচ্ছেদ, ভাষাগত ভুল।।
[৩৯০]. রদ্দুল মুহতার- ২/৪৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী ρ মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

وأما أذان المرأة فلإنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة.

মহিলাগণ আযান দিবে না। কেননা তাদের আওয়ায উঁচু করা ফিতনার আশঙ্কায় নিষেধ।[৩৯১]

মাসআলা: পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَه‘ وَصَلَاتُه‘ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ وَمَاكَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ. قال النيموي: إسناده صحيح.

১১নং হাদীস: হযরত উবায় ইবনে কা'ব I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জামাতে দু'ব্যক্তির নামায একাকী এক ব্যক্তির পৃথক নামায থেকে উত্তম। আর তিন ব্যক্তির নামায দু'ব্যক্তির নামায থেকে উত্তম। এভাবে তাতে লোক যত বাড়বে ততো আল্লাহর নিকট প্রিয়।[৩৯২]

আল্লামা মুহাদ্দিস নিমাবী ρ মৃত্যু ১৩২২ হি. বলেন- হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩৯৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلوٰةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلوٰةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

১২নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর Λ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাতে নামায পড়ার ফজীলত ২৭ গুণ বেশী।[৩৯৪]

---

[৩৯১]. আল বাহরুর রায়েক- ১/৪৫৮, নামায অধ্যায়, আযান পরিচ্ছেদ।

[৩৯২]. আবু দাউদ- ১/৮২, হা. ৫৫৪, নামায অধ্যায়, জামাতের ফযীলত পরিচ্ছেদ।

[৩৯৩]. আ'সারুস সুনান- পৃ. ১৮৫, হা. ৪৯০, নামায অধ্যায়, জামাতে নামায আদায় পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِه لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَه بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُه بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْه بِهَا سَيِّئَةً.

১৩নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ I বলেন- যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায আদায় কর। যেভাবে নামায পশ্চাদগামী ব্যক্তি আপন গৃহে নামায আদায় করে। তবে অবশ্যই তোমরা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ছেড়ে দিবে। আর রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে গমন করে। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি কদমে একটি নেকী দান করেন। একটি মর্তবা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ মাফ করেন।[৩৯৫]

উপরোক্ত এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

আর এ ধরনের বিশুদ্ধ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

ফিক্‌হে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী ρ মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন- فالجماعة إنما تجب على الرجال.

জামাতে নামায আদায় করা পুরুষের উপর আবশ্যক।[৩৯৬]

---

[৩৯৪]. বুখারী শরীফ- ১/৮৯, হা. ৬৩৬, আযান অধ্যায়, জামাতে নামায পড়ার ফযীলত পরিচ্ছেদ।

[৩৯৫]. মুসলিম শরীফ- ১/২৩২, হা. ৬৫৪, নামাযের স্থান ও মসজিদসমূহ অধ্যায়, জামাতে নামাযের ফযীলত এবং অনুপস্থিতির ধমকির বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

[৩৯৬]. বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৮৮, নামায অধ্যায়, যার উপর জামাত ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

আল্লামা কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে হুমাম হানাফী মৃত্যু ৮৬১ হি. বলেন-

الجماعة سنة مؤكدة تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج.

জামাতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তাই এটা প্রত্যেক আযাদ, বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ও কোন প্রকার শরয়ী সমস্যা ছাড়া জামাতে উপস্থিতি সক্ষম পুরুষগণের উপর আবশ্যক।[৩৯৭]

মাসআলা: মহিলাগণ নামায আদায় করার জন্য মসজিদের জামাতে উপস্থিত হবে না। বরং ঘরে একাকী নামায আদায় করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُبُيُوتِهِنَّ . قال: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي حديث حسن.

১৪নং হাদীস: হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেন- মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ হলো, তাদের বাড়ীর গোপন কক্ষ।[৩৯৮] ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যমী বলেন, হাদীসটি হাসান।[৩৯৯]

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَائَتْ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ : إِنِّيْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . فَقَالَ قَدْعَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ . وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حَجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ حَجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ

---

[৩৯৭]. ফাতহুল কাদীর ১/৩৫৩, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

[৩৯৮]. সহীহ ইবনে খুযায়মা- ৩/৯২, হা. ১৬৮৩, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, মহিলার নামায মসজিদে পড়া থেকে নিজ ঘরে উত্তম পরিচ্ছেদ।

[৩৯৯]. সহীহ ইবনে খুযায়মা- তাহকীক, ড. মুস্তফা আ'যমী ৩/৯২, হা. ১৬৮৩, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, মহিলার নামায মসজিদে পড়া থেকে নিজ ঘরে উত্তম পরিচ্ছেদ।

قَوْمِك وَصَلَاتُك فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِك فِيْ مَسْجِدِيْ : فَاَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِيْ أَقَصِي شَيْءٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمِهَا فَكَانَتْ تُصَلِّيْ فِيْهِ حَتّٰى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

قال : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. حديث حسن.

১৫নং হাদীস: হযরত উম্মে হুমাইদ ؓ রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাসি, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাস। অথচ তোমার ঘরের নামায তোমার ঘরের আঙ্গিনাস্থ নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার ঘরের আঙ্গিনাস্থ নামায তোমার বাড়ির নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার বাড়ির নামায তোমার গোত্রের মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। তোমার গোত্রের মসজিদের নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অত:পর তিনি নির্দেশ দিলেন। তাই তার জন্য ঘরের কোণে অন্ধকার জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হল। সেখানে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন।[৪০০]

ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যমী বলেন- হাদীসটি হাসান।[৪০১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

১৬নং হাদীস: হযরত আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নারীরা যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তা যদি রাসূল ﷺ জানতেন, তবে বনী ইসরাঈলের

৪০০. সহীহ ইবনে খুযায়মা- ৩/৯৫, হা. ১৬৮৯, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, বাড়িতে নামায পড়া থেকে গোপন কক্ষে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।

৪০১. সহীহ ইবনে খুযায়মা- তাহকীক, ড. মুস্তফা আ'যমী- ৩/৯৫, হা. ১৬৮৯, নামাযে ইমামতি অধ্যায়, মহিলাদের জামাতে নামায পরিচ্ছেদসমষ্টি, বাড়িতে নামায পড়া থেকে গোপন কক্ষে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।

নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।[৪০২]

মহিলাগণ নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করবে না। বরং ঘরেই নামায আদায় করবে। কেননা তা মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ। যা এই হাদীসেরই সুস্পষ্ট ভাষ্য।

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ রেখেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাগণ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হবে না। বরং একাকী ঘরের গোপন কক্ষে নামায আদায় করবে।

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا إن كانت شابة او كبيرة تشتهي كره لها.

মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলে বলেন, যদি যুবতী বা এমন বয়স্কা হয় বৃদ্ধাও হয় যাদের কাম ভাব ও উত্তেজনা আসে তাদের জামাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৪০৩]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة.

মহিলা পুরুষদের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্তদের থেকে নয়। এ কারণে তাদের উপর জামাত ওয়াজিব নয়।[৪০৪]

---

৪০২. বুখারী শরীফ- ১/১২০, হা. ৮৬১, আযান অধ্যায়, মহিলাদের রাত ও ভোর রাতে মসজিদে বাহির হওয়া পরিচ্ছেদ।

৪০৩. আল মাজমূ- ৪/১৯৮, নামায অধ্যায়, পুরুষদের মসজিদে জামাতে নামায পড়া উত্তম পরিচ্ছেদ।

৪০৪. আল্ মুগনী- ২/১৯৩, জুমআর নামায অধ্যায়, মুসাফির, কৃতদাস ও মহিলার থেকে জুমআ বিলুপ্তি।

ফিক্‌হে হানাফী:

যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম মিসরী আল হানাফী ρ মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن– الاحزاب ٣٣ وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعربيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ولأنه لايؤمن الفتنة من خروجهن والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

মহিলাগণ জামায়াতে উপস্থিত হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (মহিলাদেরকে) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩, আর রাসূল ﷺ বলেন- মহিলাদের গৃহাভ্যন্তরের নামায বাড়ীর আঙ্গিনাস্থ নামায অপেক্ষা উত্তম। কেননা ঘর থেকে মহিলাদের বের হওয়া ফিতনা মুক্ত নয়। বর্তমান যুগে ফিতনা প্রকাশিত হওয়ায় ফাতওয়া হল, নারীদের জন্য সমস্ত নামায জামাতে আদায় করা মাকরূহ।[৪০৫]

আল্লামা ফখরুদ্দীন উছমান ইবনে আলী যায়লায়ী হানাফী ρ মৃত্যু ৭৪৩ হি. বলেন-

ولا يحضرن الجماعة يعني في الصلوات كلها وهو قول المتأخرين لظهور الفساد في زماننا.

মহিলাগণ কোন নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হবে না। ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের অভিমত অনুযায়ী তারা আমাদের যামানায় ফিতনা প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত ফাতওয়া দিয়েছেন।[৪০৬]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويكره حضورهن الجماعة على المذهب المفتى به لفساد الزمان.

---

[৪০৫]. আল বাহরুর রায়েক- ১/৬২৭-৬২৮, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
[৪০৬]. তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/৩৫৭ নামায অধ্যায়, ইমামতি ও নামাযে হদছ পরিচ্ছেদ।

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। এটিই গ্রহণযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।[৪০৭]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী ρ মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

فلا تجب على النساء ، أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة.

মহিলাদের উপর জামাত জরুরী নয়। কেননা মহিলাগণ জামাতে উপস্থিতির জন্য বের হওয়া ফিতনা।[৪০৮]

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে-

وصلاتهن فرادى أفضل ، هكذا في الخلاصة.

মহিলাগণ একাকী নামায পড়া উত্তম।[৪০৯]

মাসআলা: পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِه وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

১৭নং হাদীস: হযরত আবু মূসা I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতে আদায় করা সুনিশ্চিত ওয়াজিব।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হি. ও মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৪১০]

قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ. إسناده حسن.

---

[৪০৭]. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭ নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
[৪০৮]. বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৮ নামায অধ্যায়, জামাত ওয়াজিব হওয়া পরিচ্ছেদ।
[৪০৯]. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৮৫ নামায অধ্যায়, ইমামতি বিষয়ে পাঁচ নং পরিচ্ছেদ, ইমামতির উপযুক্ততা বর্ণনা বিষয়ের তিন নং অনুচ্ছেদ।
[৪১০]. আল মুস্তাদরাক- ১/২৮৮, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব।

১৮নং হাদীস: রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায প্রত্যেক সাবালক পুরুষের উপর ওয়াজিব।[৪১১] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

সহীহ হাদীসের এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।

ফিক্‌হে হানাফী:

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদদ্বীন মুহাম্মদ আওযাজন্দী ρ মৃত্যু ২৯৫ হি. বলেন-

الجمعة فريضة على الرجال.

পুরুষগণের উপর জুমআর নামায ফরয।[৪১২]

'আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া'তে উল্লেখ হয়েছে,

وهي فرض عين ثم لوجوبها شرائط في المصلي وهي الحرية والذكورة.

জুমআর নামায ফরযে আইন। আর তার জন্য শর্ত হল, আযাদ হতে হবে, পুরুষ হতে হবে।[৪১৩]

মাসআলা: মহিলাগণের উপর জুমআর নামায নেই এবং তাদের জন্য জামাতে উপস্থিতি নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأٰله وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا اَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْمَرِيْضٌ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

১৯নং হাদীস: হযরত আবু মূসা I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- জুমআর নামায জামাতে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর সুনিশ্চিত ওয়াজিব। তবে কৃতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়।

---

[৪১১]. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/৬৫, হা. ৫১৯০, নামায অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব নয়।

[৪১২]. ফাতাওয়া কাযীখান- ১/১৭৪ নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ।

[৪১৩]. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/১৪৪, নামায অধ্যায়, ১৬ নং অনুচ্ছেদ জুমআর নামায।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ρ মৃত্যু ২৫৬ হি. ও মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৪১৪]

قال: الفخر البحر العلام مولانا خليل أحمد السهارنفوري رحمة الله عليه في شرحه: وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا إلى الفتنة و لهذا لاجماعة عليهن أيضا.

মুহাদ্দিস খলিল আহমদ সাহারানপুরী ρ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, মহিলাগণ স্বামীর খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। আর পুরুষের মজমায় যাওয়া তাদের জন্য নিষেধ। কেননা মহিলাদের বের হওয়া ফিতনার কারণ। আর সে কারণে তাদের উপর জামাতও নেই।[৪১৫]

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيْدِ جُمْعَةٌ. هذا حديث مرسل وحجة.

২০নং হাদীস: মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী ρ বলেন, রাসূল ﷺ বলেন- মহিলা ও দাসের উপর জুমআর নামায নেই।[৪১৬] হাদীসটি মুরসাল ও দলীলযোগ্য।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالعَبِيْدِ جُمُعَةٌ. هذا حديث صحيح .

২১নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ ρ বলেন- মহিলা ও দাসের উপর জুমআর নামায নেই।[৪১৭] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

---

[৪১৪]. আল মুস্তাদরাক- ১/২৮৮ জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব।
[৪১৫]. বযলুল মাজহুদ- ২/১৬৯ জুমআ অধ্যায়, দাস ও মহিলার জুমআ অনুচ্ছেদ।
[৪১৬]. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৭৪ হা. ৫২০৭, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।
[৪১৭]. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৭২ হা. ৫১৯৬, জুমআ অধ্যায়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীস ও এরকম বিশুদ্ধ হাদীসের উপর দৃষ্টিপাত করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাদের উপর জুমআর নামায জরুরী নয়, এবং উহার জন্য জামায়াতে উপস্থিত নিষেধ।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ولا تجب على المرأة ولأنها تختلط بالرجال وذلك لايجوز. ولا تجب على امرأة بالإجماع قال أصحابنا يكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। কেননা পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ হওয়ায় এটা না যায়েয। মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমাদের আসহাবে শাওয়াফে সকলে বলেন, যুবতী মহিলাদের জন্য পুরুষের সাথে সমস্ত নামাযে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৪১৮]

(فرع) إذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر الصلوات وحاصله أنها إن كانت شابة أو عجوزا تشتهي كره حضورها.

মহিলাগণ জুমআর নামায ও অন্যান্য নামাযে উপস্থিতির হুকুম একই। তা হল, যদি কোন নারী যুবতী বা এমন বৃদ্ধা হয়, যাদের কামভাব ও উত্তেজনা আসে। তাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ তথা নিষেধ।[৪১৯]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

---

[৪১৮]. আল মাজমূ- ৪/৪৮৩-৪৮৪, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ, জুমআ ওয়াজিব নয়।

[৪১৯]. আল মাজমূ- ৪/৪৯৬, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জুমআ নামাযে উপস্থিতি।

ولاجمعة على امرأة. أما المرأة فلا خلاف في أنها لاجمعة عليها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لاتجب عليها جماعة.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়। আর এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ইবনে মুনযির ρ বলেন, আহলে ইলম সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মহিলাদের উপর জুমআ ওয়াজিব নয়। কেননা মহিলা পুরুষের মজমায় উপস্থিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে মহিলাদের উপর জুমআ ওয়াজিব নয়।[৪২০]

ফিক্হে হানাফী:

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ولاتجب الجمعة على امرأة.

মহিলাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়।[৪২১]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী ρ মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة ولهذا لاجماعة عليهن ولاجمعة عليهن أيضا.

আর মহিলাগণ স্বামীর খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। পুরুষের মজমায় যাওয়া তাদের জন্য নিষেধ। বের হলে ফিতনার আশঙ্কা। এ কারণে তাদের উপর জামাত ওয়াজিব নয় এবং তাদের উপর জুমআর বিধানও নেই।[৪২২]

---

৪২০. আল মুগনী- ২/১৯৩, জুমআর নামায অধ্যায়, মুসাফির দাস ও মহিলার জুমআ বিলুপ্তি।
৪২১. আল হিদায়া- ১/১৬৯, নামায অধ্যায়, জুমআর নামায পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة.

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। যদিও জুময়ার জন্য হয়।[৪২৩]

মাসআলা: পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

২২নং হাদীস: হযরত ইবনে ওমর Λ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর I ও হযরত ওমর I তারা সকলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।[৪২৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِيْ يَوْمَ عِيْدٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

২৩নং হাদীস: হযরত ইবনে আব্বাস Λ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ঈদের খুৎবার পূর্বে নামায আদায় করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ) মৃত্যু ২৫৬ হি. ও ইমাম মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৪২৫]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى بِهِمْ يَوْمَ عِيْدٍ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرٍ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . هذا حديث صحيح .

২৪নং হাদীস: হযরত ইবনে আব্বাস Λ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ঈদের দিন কাছীর ইবনে সলত I এর ঘরের নিকট সাহাবাদের নিয়ে নামায আদায়

[৪২২]. বাদায়েউস সানায়ে- ২/১৮৯, নামায অধ্যায়, জুমআর শর্তাবলী বর্ণনা পরিচ্ছেদ।
[৪২৩]. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
[৪২৪]. মুসলিম শরীফ- ১/২৯০, হা. ৮৮৮, ঈদের নামায অধ্যায়।
[৪২৫]. আল মুস্তাদরাক- ১/২৯৫-২৯৬, ঈদের নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে নামায আদায় করবে না।

করেছেন। তিনি খুতবার পূর্বে সকলকে নিয়ে এ নামায আদায় করেন।[৪২৬] সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো, ঈদের নামায আদায় করবে পুরুষগণ।

উক্ত হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন- শুধু পুরুষগণ ঈদের নামায আদায় করবে।

ফিক্বহে হানাফী:

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী ρ মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

فكل ما هو شرط وجوب الجمعة فهو شرط وجوب صلاة العيدين وكذا الذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والأقامة من شرائط وجوبها كما هي من شرائط وجوب الجمعة.

জুমআর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে, উক্ত শর্তাবলি ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্যও প্রযোজ্য। আর তা হলো, পুরুষ হওয়া, বোধশক্তি থাকা, বালেগ হওয়া, আযাদ হওয়া, সুস্থ থাকা, মুকীম হওয়া।[৪২৭]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.

জুমআর নামায যাদের উপর ওয়াজিব, ঈদের নামাযও তাদের উপর ওয়াজিব।[৪২৮]

মাসআলা: মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদের জামাতে উপস্থিতও হবে না।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُكْرَهُ خُرُوْجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ. هذا حديث صحيح.

---

৪২৬. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা- ৪/২০৭ হা. ৫৭২২, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায খুত্বার পূর্বে।
৪২৭. বাদায়েউস সানায়ে- ২/২৩৬,২৩৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে ওয়াজিবের শর্তাবলী পরিচ্ছেদ।
৪২৮. আল হিদায়া- ১/১৭২, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ।

২৫নং হাদীস: হযরত ইবরাহিম নাখায়ী ρ বলেন, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া মাকরুহ।[৪২৯] হাদীসটির সনদ সহীহ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدَيْنِ. هذا حديث صحيح.

২৬নং হাদীস: হযরত ইবরাহিম নাখায়ী ρ বলেন, যুবতীরা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া নিষেধ তথা মাকরুহ।[৪৩০] সনদ সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّه كَانَ لَايَخْرُجُ نِسَاءَه فِي الْعِيْدَيْنِ. إسناده حسن.

২৭নং হাদীস: হযরত ইবনে ওমর Λ তার স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না।[৪৩১] সনদের দিক থেকে হাদীসটি হাসান।

عَنْ زُبَيْرٍ بْنِ الْعَوَامِّ: أَنَّه كَانَ لَايَدَعُ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِه تَخْرُجُ إِلى فِطْرٍ وَلاَ إِلى أَضْحٰى . إسناده صحيح.

২৮নং হাদীস: হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম I তার পরিবারের কোন মহিলাকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় যেতে দিতেন না।[৪৩২] সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

وقوله: "يكبرن مع الناس" وكذلك قوله "يشهدن الخيرودعوة المسلمين"يرد ماقاله الطحاوي : إن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ، وأيضا قدروى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة ، وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بمدة، كما فى البخاري. قلت: يؤيد ماقاله الطحاوي

---

৪২৯. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৪, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

৪৩০. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৫, হা. ৫৮৪৮, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

৪৩১. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৫, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

৪৩২. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৪/২৩৪, হা. ৫৮৪৬, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

ماقدمناه في باب منع النساء عن الحضور في المساجد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدى وأم سلمة مرفوعا ''صلاة المرأة في بيتها خيرمن صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها'' وعن عائشة رضي الله عنها ((لوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد, كما منعت النساء بنى إسرائيل)) رواه مسلم.

فمجموع الأحاديث يشعربكون النساء مامورات بأن يشهدن الجماعة، وصلاة العيد أولا، ثم حضهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيوت، وقال ((إنّ صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدي))

ولكنه لم يعزم المنع عن شهود الجماعة. وهذا هو محمل مارواه ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة، ثم منعهن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفساد الزمان، كما يشعربه قوله عائشة ولا شك أنها أجل من أم عطية، وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول ((أخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبراني، ورجاله موثقون، أنه كان يحلف، فيبلغ في اليمين مامن مصلى للمرأة خير من بيتها، وقد تقدم ذلك كله مستوفى، فمن أطلق القول بكراهة خروجهن لم يرد الاحاديث الصحيحة بالأراء الفاسدة بل خصها بخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحاديث الصحيحة، وأقوال أجلة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخفى أن علة المنع تختص بالنساء فبقي الوجوب حق الرجال على حاله، فثبت أن صلاة العيدين، والخروج اليها واجبة على الرجال وهو المطلوب.

ولا يخفى أيضا أن قوله: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)) يعنى في العيدين صريح في الوجوب، فحمل الأمر فى حديث أم عطية على الندب، كما فعله بعضهم

بعيد، بل الظاهر الحمل على الوجوب، ولكنه نسخ في حق النساء، بدليل حديث أم حميد وأم سلمة وقول عائشة وابن مسعود وغيرهم، كما تقدم.[433]

উপরোক্ত হাদীস ও দীর্ঘ আলোচনায় বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ এর পরে হযরত আয়েশা ϑ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ I, হযরত উম্মে হুমাইদ ϑ ও হযরত উম্মে সালামা ϑ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা মহিলাগণ ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদগাহে উপস্থিতও হতে পারবে না। যুগের বিকৃতি ও ফিতনার আশঙ্কা। বিধায় মহিলাদের জন্য তা সম্পূর্ণ নিষেধ।

উপরোক্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন, মহিলারা ঈদের জন্য বের হতে পারবে না এবং ঈদের জামাতেও উপস্থিত হবে না।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

أما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن .

যে সকল মহিলাদের সৌন্দর্যতায় মনে প্ররোচনা জাগে, তাদের উপস্থিতি মাকরুহ তথা নিষেধ। এটি এমন মাযহাব, যে বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ হয়েছেন। যুবতী ও সুন্দর মহিলা এবং যাদের কামনা বাসনা আছে তাদের উপস্থিতি নিষেধ। কেননা তাতে তাদের মাধ্যমে ফিতনা ছড়ানোর আশঙ্কা ছড়ানোর রয়েছে।[৪৩৪]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج.

---

[৪৩৩]. এ'লাউস সুনান- ৫/২৩৭৯-২৩৮১, হা. ২০৯৯ নং আলোচনা, ঈদ অধ্যায়, ঈদের নামায ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

[৪৩৪]. আল মাজমূ- ৫/৯, নামায অধ্যায়, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ, প্ররোচনাহীন মহিলাদের উপস্থিতি মুস্তাহাব।

www.almodina.com

নিঃসন্দেহে ঐ সকল মহিলাদের বের হওয়া মাকরুহ।[৪৩৫]

ফিক্‌হে হানাফী:

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويكره حضورهن الجماعة ولو لعيد على المذهب المفتى به لفساد الزمان.

মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। যদিও ঈদের জন্য হয়। এটিই গ্রহনযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।[৪৩৬]

আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী ρ মৃত্যু ৫৮৭ হি. বলেন-

أجمعوا على أنه لايرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيئ من الصلاة لقوله تعالى وقرن في بيوتكن– الاحزاب ٣٣ والامر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

সকলেই এ বিষয় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যুবতী মহিলাগণ জুমআ, ঈদ ও অন্যান্য নামাযের জন্য বের হতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- তোমরা (মহিলারা) নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩, অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হল, স্থানান্তর না হওয়া। মহিলাদের বের হওয়া নিঃসন্দেহে ফিতনার কারণ। আর ফিতনা হল হারাম। যে জিনিস হারামের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় সেটাও হারাম হয়ে যায়।[৪৩৭]

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী ρ মৃত্যু ৯৭০ হি. বলেন-

ولايحضرن الجماعة لأنه لايؤمن الفتنة من خروجهن والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

---

[৪৩৫]. আল-মুগনী- ২/২৩২, ঈদের নামায পরিচ্ছেদ, মহিলাদের জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে গমন।
[৪৩৬]. আদ্দুররুল মুখতার- ২/৩০৭, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।
[৪৩৭]. বাদায়েউস সানায়ে- ২/২৩৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে ওয়াজিবের শর্তাবলী পরিচ্ছেদ।

মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হবে না। কেননা তাদের ঘর থেকে বের হওয়া ফিতনা মুক্ত নয়। আর এ যামানায় ফাসাদ প্রকাশিত হওয়ায় ফাতওয়া হল, নারীদের জন্য যে কোন নামায জামাতে আদায় করা মাকরুহ তথা নিষেধ।[৪৩৮]

মাসআলা: পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

عَنْ مَالِكٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَرَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بَهِمَا أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ.

২৯নং হাদীস: হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিছ I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন তাকবীর দিতেন দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন। অন্য রেওয়াতে আছে, কানের উপরের অংশ পর্যন্ত উঠাতেন।[৪৩৯]

أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أى أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه .

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন, এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত যে, দু'হাত কাঁধ বরাবর এভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুল কানের উপর অংশ পর্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠবে।[৪৪০]

عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلٰى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. هذا حديث مرسل وحجة عند الجمهور.

৩০নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর I থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নামাযে দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে

---

৪৩৮. আল বাহরুর রায়েক- ১/৬২৭-৬২৮, নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ।

৪৩৯. মুসলিম শরীফ- ১/১৬৮, হা. ৩৯১, নামায অধ্যায়, তাকবীরের তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো মুস্তাহাব।

৪৪০. শরহুন নববী- ১/১৬৮, নামায অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর দু' হাত উঠানো মুস্তাহাব।

দেখেছি।[৪৪১] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি মুরসাল যা জুমহুরে উলামার নিকট গ্রহণযোগ্য।

অতএব উক্ত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়, পুরুষগন তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

উপরে বর্ণিত সহীহ ও দলীলযোগ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

أما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب يرفع حذو منكبيه والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه قال الرافعي والمذهب انه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي.

নামাযে হাত উঠানোর পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ρ মৃত্যু ২০৪ হি. "কিতাবুল উম্ম" ও "মুখতাসারুল মুযানী"তে এবং শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, "কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে" এ কথাটির উদ্দেশ্য হল, দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে, ইমাম রাফেয়ী ρ মৃত্যু ৬২৩ হি. বলেন- মাযহাব হল, দু'হাত এভাবে উঠাবে যে, আঙ্গুলসমূহ কানের উপরের অংশ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর হবে এবং হাত কাঁধ বরাবর হবে। এটিই শাফেয়ী ρ মৃত্যু ২০৪ হি. উক্ত উক্তির ব্যাখ্যা।[৪৪২]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইমাম ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يرفع يديه إلي فروع أذنيه.

---

[৪৪১]. আবূ দাউদ শরীফ- ১/১০৮, হা. ৭৩৭, নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।

[৪৪২]. আল মাজমূ- ৩/৩০৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব।

দু'হাত কান বরাবর উঠাবে।[৪৪৩]

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه.

পুরুষগণ দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'কানের লতি বরাবর উঠাবে।[৪৪৪]

ইমাম ইবনে হুমাম হানাফী ρ মৃত্যু ৮৬১হি. বলেন–

ويرفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه.

পুরুষগণ এভাবে হাত উঠাবে যে, দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'কানের লতি বরাবর এবং আঙ্গুলগুলির মাথা দু'কানের উপরের অংশ পর্যন্ত হয়।[৪৪৫]

শায়খুল ইসলাম মাহমুদ ইবনে আহমদ ρ মৃত্যু ৬১৬ হি. বলেন-

وينبغي أن يرفع يديه حذاء أذنيه ويحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه.

পুরুষগণ দু'হাত কান বরাবর এবং দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর উঠাবে।[৪৪৬]

মাসআলা: মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর উঠাবে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا. هذا حديث حسن له شواهد من الاصول والأثار.

৩১ নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর I বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- হে ওয়ায়েল! তুমি নামায আদায় করলে কান বরাবর হাত উঠাবে।

[৪৪৩]. আল মুগনী- ১/৫১১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দু'হাত উঠানো।
[৪৪৪]. আল হিদায়া- ১/১০০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
[৪৪৫]. ফাতহুল ক্বাদীর- ১/২৮৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
[৪৪৬]. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৩২, নামায অধ্যায়, নামায আদায়ের পদ্ধতি ৪নং পরিচ্ছেদ তাকবীরে তাহরীমা ও তার স্থলাভিষিক্ত।

আর মহিলা হাত (অর্থাৎ আঙ্গুলসমূহ) বুক (কাঁধ) বরাবর উঠাবে।[৪৪৭] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

عَنْ حَمَّادٍ: أَنَّه كَانَ يَقُوْلُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلى ثَدْيَيْهَا.

إسناده حسن.

৩২নং হাদীস: হযরত হাম্মাদ ρ বলেন, যখন মহিলা নামায শুরু করবে হাত বুক পর্যন্ত উঠাবে।[৪৪৮] সনদ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি হাসান।

عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ زَيْتُوْنَ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِيْنَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. هذا حديث صحيح.

৩৩নং হাদীস: আব্দে রব্বিহি ইবনে যায়তুন ρ বলেন, আমি উম্মে দারদাকে নামায শুরু করার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[৪৪৯] হাদীসটি সহীহ।

তাই সহীহ হাদীসের আলোকেই মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

এসব সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন, মহিলারা তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত বুক বরাবর উঠাবে।

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

فأما المرأة ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع.

মহিলাগণ হাত অল্প উঠাবে। আহমাদ ইবনে হাম্বল ρ মৃত্যু ২৪১ হি. বলেন- হাত উঠাবে তবে অল্প (পুরুষের মত নয়)।[৪৫০]

---

৪৪৭. আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী- ৯/১৪৪, হা. ১৮৪৯৭, ওয়াও, ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র হযরমী পরিচ্ছেদ, উম্মে ইয়াহয়া বিনতে আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র তার চাচা আলাক্বামা থেকে।

৪৪৮. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা, ২/৪২১, হা. ২৪৮৮, নামায অধ্যায়, মহিলারা নামাযের শুরুতে হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে?

৪৪৯. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা, ২/৪২১, হা. ২৪৮৫, নামায অধ্যায়, মহিলারা নামাযের শুরুতে হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে?

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأنه أسترلها.

মহিলাগণ দু'হাত কাধ বরাবর উঠাবে। (অর্থাৎ দু'হাতের আঙ্গুলি এটাই সঠিক, কেননা তা দ্বারা সতর অধিক রক্ষা হয়।[৪৫১]

শায়খুল ইসলাম মাহমুদ ইবনে আহমদ ρ মৃত্যু ৬১৬ হি. বলেন-

وأما المرأة ترفع يديها حذو منكبيها وهو الأصح لأن هذا أستر في حقها وما يكون استرلها فهو أولى.

আর মহিলাগণ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। এটাই সঠিক। কেননা এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক আবরণীয়। আর যা অধিক আবরণীয়, সেটাই উত্তম।[৪৫২]

মাসআলা: পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَه' عَلى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. إسناده صحيح

৩৪নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর I বলেন- আমি রাসূল ﷺ কে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি।[৪৫৩] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . هذا حديث حسن .

---

৪৫০. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য।

৪৫১. আল হিদায়া- ১/১০০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৪৫২. আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৩৩২-৩৩৩, নামায অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, নামায আদায়ের পদ্ধতি, তাকবীরে তাহরীমা ও তার স্থলাভিষিক্ত।

৪৫৩. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৩/৩২১-৩২২, হা. ৩৯৫৯, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৩৫নং হাদীস: হযরত আবু জুহাইফা ρ থেকে বর্ণিত, হযরত আলী I বলেন- রাসূল ﷺ এর সুন্নাত হল, নামাযে এক হাত অপর হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।[৪৫৪] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَه عَلى شِمَالِه فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. إسناده حسن.

৩৬নং হাদীস: হযরত ইবরাহিম নাখায়ী ρ বলেন, নামাযে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[৪৫৫] এ হাদীসটিও হাসান।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখবে।

বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের আলোকেই ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত হল, পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

ويجعلهما تحت سرته.

তাকবীরে তাহরীমা শেষে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।[৪৫৬]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৪৫৭]

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ দীন মুহাম্মদ আওযাজন্দী ρ মৃত্যু ২৯৫ হি. বলেন-

وكما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة .

---

[৪৫৪]. আবু দাউদ- ১/১১০, হা. ৭৫৬, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
[৪৫৫]. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ৩/৩২২, হা. ৩৯৬০, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
[৪৫৬]. আল মুগনী- ১/৫১৪, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দু' হাত নাভির নিচে রাখা।
[৪৫৭]. আল হিদায়া- ১/১০২, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

তাকবীর থেকে ফারেগ হলে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৪৫৮]

মাসআলা: মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকের উপর হাত বাঁধবে।

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر لأنه أسترلها.

৩৭ নং দলীল: মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত যে, তাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। কারণ এটা তাদের জন্য পর্দার অধিক অনুকূলে।[৪৫৯]

ফিক্‌হে হানাফী:

মাহমুদ ইবনে আহমদ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী ρ মৃত্যু ৮৫৫ হি. বলেন-

تضع المرأة يديها على صدرها.

মহিলা দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে।[৪৬০]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ρ মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

الكف على الكف تحت ثدييها: وكان الأولى أن يقول: على صدرها: الوضع على الصدر.

মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধবে।[৪৬১]

শায়খ ইবরাহিম হালাবী ρ উল্লেখ করেছেন-

والمرأة تضعهما تحت ثدييها بالاتفاق لأنه أسترلها.

সকলে একমত যে, মহিলাগণ হাত বুকের উপর বাঁধবে। কেননা উহা সর্বাধিক আবরণীয়।[৪৬২]

মাসআলা: পুরুষগণ রুকুর সময় পিঠ ও মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। কনুই সোজা, দু'হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে। দু'হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দু'হাটুতে ভর দিয়ে রুকু করবে।

[৪৫৮]. ফাতাওয়া ক্বাযীখান- ১/৮৭, নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।
[৪৫৯]. সিআয়া- ২/১৫৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
[৪৬০]. আল বিনায়া- ২/১৮৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
[৪৬১]. রদ্দুল মুহতার- ২/১৮৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
[৪৬২]. গুনয়াতুল মুসতামলী- পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَه حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ. إسناده صحيح.

৩৮নং হাদীস: হযরত সালেম ρ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা আবু মাসউদ I এর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূল ﷺ এর নামায সম্পর্কে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন। অত:পর তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ও তাকবীর দিলেন। যখন রুকুতে গেলেন হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখলেন এবং কনুই (পাঁজর থেকে) দূর রাখেলন। বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি সহীহ।[৪৬৩]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِه . هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

৩৯নং হাদীস: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন রুকু করতেন, আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁকা রাখতেন। ইমাম মুসলিম ρ মৃত্যু ২৬১ হি. এর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।[৪৬৪]

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجْزِيْ صَلَاةٌ لَايُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَه فِي الرُّكُوْعِ. هذا حديث صحيح.

৪০নং হাদীস: হযরত আবু মাসউদ I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যে নামাযে পুরুষ মুসল্লি পিঠ সোজা রাখবে না, তা যথেষ্ট নয়। তার নামায যথেষ্ট হয় না।[৪৬৫] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

এসব সহীহ হাদীসের প্রতি লক্ষ করেই ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষেরা রুকুতে পিঠ, মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। দু'হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত রেখে হাঁটু আঁকড়ে ধরবে।

---

[৪৬৩]. নাসায়ী শরীফ- ১/১১৮ হা. ১০৩৫, নামায অধ্যায়, রুকুতে হাতের তালু রাখার স্থানসমূহ পরিচ্ছেদ।
[৪৬৪]. আল মুস্তাদরাক- ১/২২৪, নামায অধ্যায়, রাসূল (স) যখন রুকু করতেন, আঙ্গুলগুলি ফাঁকা রাখতেন।
[৪৬৫]. নাসায়ী শরীফ- ১/১১৭, হা. ১০২৬, প্রারম্ভিক অধ্যায়, রুকুতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা।

ফিক্হে মালেকী:

يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه وبه يقول مالك.

ইমাম মালেক রহ. মৃত্যু ১৭৯ হি. বলেন, রুকুকারীর জন্য মুস্তাহাব হল, দুহাত হাটুর উপর রাখা।[৪৬৬]

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وأن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه وأن يمد ظهره وعنقه ولايقنع رأسه ولايصوبه وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه.

রুকুতে দুহাত হাঁটুর উপর রাখবে। আঙ্গুল ফাঁক রাখবে। পিঠ, গর্দান প্রসারিত ও সোজা রাখবে। মাথা নীচুও করবে না খাড়াও রাখবে না এবং কনুই পাঁজর থেকে দূরে রাখবে।[৪৬৭]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولايرفع رأسه ولا يخفضه.

وجملته أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه قال أحمد ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويستوي ظهره ولايرفع راسه ولا ينكسه.

দু'হাত হাঁটুতে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখবে। পিঠ প্রসারিত ও সোজা রাখবে। মাথা উঠাবেও না নীচুও রাখবে না। রুকুকারীর জন্য মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, দু'হাত দু'হাঁটুতে রাখা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ρ মৃত্যু ২৪১ হি. বলেন, উচিত হল, যখন রুকু করবে হাতের তালু হাঁটুতে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রেখে বাহুতে ভর দিবে। পিঠ সোজা রাখবে। আর মাথা উঠাবেও না নীচুও করবে না।[৪৬৮]

[৪৬৬]. আল মুগনী- ১/৫৪১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুর বৈশিষ্ট্য।

[৪৬৭]. আল মাজমূ- ৩/৪০৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুতে ঝুকে যাওয়া।

[৪৬৮]. আল মুগনী- ১/৫৪১, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, রুকুর বৈশিষ্ট্য।

ফিক্হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

يركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويبسط ظهره ولايرفع رأسه ولا ينكسه.

রুকুতে দু'হাত দু'হাটুকে আকড়ে ধরবে এবং আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত রাখবে। পিঠ সমান্তরাল রাখবে। মাথা উঁচুও করবে না এবং নীচুও করবে না।[৪৬৯]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

يكبر للركوع ويضع يديه معتمدا بهما على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ويستوي ظهره بعجزه غير رافع ولا منكس رأسه.

তাকবীর দিয়ে রুকু করবে, এবং দু'হাত হাঁটুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত রাখবে। পিঠকে সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। মাথা উঠাবে না এবং নীচুও করবে না।[৪৭০]

মাসআলা: মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে। আঙ্গুল মিলিয়ে বাহু পাঁজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাঁকা থাকবে। পুরুষের মত পুরোপুরি পিঠ সোজা রাখবে না।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلى بَطْنِهَا وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ. هذا حديث صحيح.

৪১নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ ρ মৃত্যু ১১৪ হি. বলেন- মহিলা জড়সড় হয়ে রুকু করবে। হাত পেটের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ হাতের বাহু পাঁজরের সাথে ও আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে) যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।[৪৭১] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

---

৪৬৯. আল হিদায়া- ১/১০৫, ১০৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৪৭০. আদ্দুররুল মুখতার- ২/১৯৬-১৯৭, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য।

৪৭১. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৭, হা. ৫০৬৯, নামায অধ্যায়, দু' হাতে মহিলাদের তাকবীর, তাদের দাঁড়ানো ও রুকু পরিচ্ছেদ।

তাই সহীহ হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলারা উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে। পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.

মহিলা রুকু, সিজদা ও সমস্ত নামাযে যথাসম্ভব নিজেকে মিলিয়ে রাখবে।[৪৭২]

ফিক্‌হে হানাফী:

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ρ মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

وتنحي في الركوع قليلا ولا تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولاتحنى ركبتيها وتنضم في ركوعها.

মহিলারা রুকুতে অল্প ঝুঁকবে। আর আঙ্গুলসমূহ গিঁটও বাঁধবে না এবং ফাঁকাও রাখবে না। বরং মিলিত রাখবে। তার দু'হাত দু'হাটুতে রাখবে এবং হাটু অল্প ঝুঁকাবে এবং মিলিত অবস্থায় রুকু করবে।[৪৭৩]

আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়াতে উল্লেখ হয়েছে,

والمرأة تنحني في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها ولكن تضم يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولاتجافي عضديها كذا في الزاهدي. والمرأة لاتجافي في ركوعها.

মহিলা রুকুতে অল্প ঝুঁকবে। আঙ্গুল দিয়ে হাঁটুকে আঁকড়ে ধরবে না এবং ফাঁকাও রাখবে না। বরং হাত মিলিয়ে রাখবে এবং হাটু ঝুঁকাবে। বাহু দূরে রাখবে না। মহিলা রুকুতে বাহু দূরে রাখবে না।[৪৭৪]

---

৪৭২. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য, ৪নং অনুচ্ছেদ।

৪৭৩. রদ্দুল মুহতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৪৭৪. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ১/৭৪-৭৫, নামায অধ্যায়, ৪নং পরিচ্ছেদ নামাযের বৈশিষ্ট্য, ৩নং অনুচ্ছেদ নামাযের সুন্নাতসমূহ।

মাসআলা: পুরুষগণ সিজদায় পিঠ সোজা বাহু পাঁজর থেকে দূরে এবং কনুই জমিন থেকে উঁচু রাখবে।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجْزِيْ صَلَاةٌ لَايُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَه‘ فِي السُّجُوْدِ. هذا حديث صحيح.

৪২নং হাদীস: হযরত আবু মাসউদ I বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে পুরুষ ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণ হয় না।[৪৭৫] হাদীসটির সনদ সহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى يَبْدُوَ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ حَتّى إِنِّيْ لَأَرى بَيَاضَ إِبِطَيْهِ.

৪৩নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহায়না I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন নামায পড়তেন দু'হাতের মাঝে এ পরিমাণ ফাঁক রাখতেন যে, বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যেত।

হযরত লাইছ ρ এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ যখন সিজদা করতেন হাত বগল থেকে এত ফাঁকা রাখতেন যে, রাসূল ﷺ এর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছি।[৪৭৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

---

[৪৭৫]. নাসায়ী শরীফ- ১/১২৫, হা. ১১১০, প্রারম্ভিক অধ্যায়, সিজদায় মেরুদণ্ড সোজা রাখা পরিচ্ছেদ।

[৪৭৬]. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪, হা. ৪৯৫, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধীরস্থীরতা পরিচ্ছেদ।

৪৫নেং হাদীস: হযরত আনাস ইবনে মালেক I থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর এবং তোমাদের কেউ কুকুরের ন্যায় হাত বিছাবে না।[৪৭৭]

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَائَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৪৫নেং হাদীস: হযরত মাইমূনা 9 বলেন, রাসূল ﷺ যখন সিজদা করতেন, যে কোন ছাগল ছানা অনায়েসে তার দু'হাতের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারত।[৪৭৮]

ফকীহগণ সহীহ হাদীসসমূহের এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই বলেন, পুরুষরা সিজদায় পিঠ সোজা, বাহু পাজর থেকে দূরে, কনুই যমিন থেকে উচুঁ রাখবে।

ফিক্হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وأن يقل بطنه عن فخذيه.

মুস্তাহাব হল, কনুই পাঁজর থেকে এবং পেট রান থেকে দূরে রাখবে।[৪৭৯]

ফিক্হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.

বাহু পাঁজর থেকে এবং পেট রান থেকে এবং রান নলা থেকে দূরে রাখবে।[৪৮০]

আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬৮২ হি. বলেন-

[৪৭৭]. বুখারী শরীফ- ১/১১৩, হা. ৮১৪, আযান অধ্যায়, সিজদায় হাত যমিনে বিছাবে না পরিচ্ছেদ।

[৪৭৮]. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪, হা. ৪৯৬, নামায অধ্যায়, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধীরস্থীরতা পরিচ্ছেদ।

[৪৭৯]. আল মাজমূ- ৩/৪২৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দূরে রাখা মুস্তাহাব।

[৪৮০]. আল মুগনী- ১/৫৭৯, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, সিজদার বৈশিষ্ট্য।

التجافي في السجود للرجل مستحب.

সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে দূরে রাখা পুরুষের জন্য মুস্তাহাব।[৪৮১]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

سجد ويعتمد بيديه على الأرض ويجافي بطنه عن فخذيه.

পুরুষগণ সিজদায় দু'হাতের তালু যমিনের উপর রাখবে। পেট উরু থেকে দূরে রাখবে।[৪৮২]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

ويسجد واضعا ركبتيه ويظهر عضديه ويباعد بطنه عن فخديه ليظهر كل عضو بنفسه.

পুরুষরা হাঁটু যমিনে রেখে সিজদা করবে। উভয় বাহু পৃথক থাকবে এবং পেট রান থেকে দূরে রাখবে, যাতে প্রতিটি অঙ্গ প্রকাশ পায়।[৪৮৩]

ইমাম তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আল বুখারী ρ বলেন-

ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة وكذا أصابع رجليه في السجود ويعتمد على راحتيه ويبدئ ضبعيه عن جنبيه ولا يفترش ذراعيه. هذا في الرجل.

সিজদায় হাত কান বরাবর রাখবে এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে। হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখবে। বাহু বিছাবে না।[৪৮৪]

মাসআলা: মহিলাগণ সিজদার সময় দুই রানের সঙ্গে পেট এবং পাঁজরের সঙ্গে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত যমিনের সাথে লাগিয়ে দু'পা ডান দিকে বের করে যথাসম্ভব চেপে সিজদা করবে।

---

৪৮১. আশ শরহুল কাবীর- ১/৫৫৯, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, সিজদার বৈশিষ্ট্য।

৪৮২. আল হিদায়া- ১/১০৮, ১০৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৪৮৩. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২০২, ২১০, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪৮৪. খুলাছাতুল ফাতাওয়া- ১/৫৪, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রুকু ও সিজদা।

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُّمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ. هذا حديث محتج به.

৪৬নং হাদীস: হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব ρ বলেন- একবার রাসূল ﷺ নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন- যখন তোমরা সিজদা করবে, শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের মত নয়।[৪৮৫] উক্ত হাদীসটি দলীলযোগ্য।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَصَدَرَهَا إِلى فَخْذَيْهَا وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ. إسناده صحيح.

৪৭নং হাদীস: হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ ρ বলেন- মহিলা সিজদা করলে হাত মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনা উরুর সাথে মিলিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় করে রাখবে।[৪৮৬] সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি সহীহ।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَلْصَقْ فَخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا. إسناده حسن.

৪৮নং হাদীস: হযরত আলী I বলেন- মহিলারা যখন সিজদা করবে, খুব জড়সড় হয়ে করবে। উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে।[৪৮৭] সনদের দিক থেকে হাদীসটি হাসান।

ফুকাহায়ে কেরাম উক্ত সহীহ হাদীসসমূহের আলোকেই বলেন- মহিলাগণ সিজদার সময় দুই রানের সাথে পেট এবং পাজরের সাথে বাহু মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত যমিনের সাথে লাগিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে সিজদা করবে।

---

[৪৮৫]. মারাসীলে আবী দাউদ- পৃ. ৮, নামাযের সময় ঘুমানো পরিচ্ছেদ।

[৪৮৬]. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৭, হা. ৫০৬৯, দু'হাতে মহিলার তাকবীর, খাড়া ও হওয়া, রুকু ও সিজদা পরিচ্ছেদ।

[৪৮৭]. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক- ৩/১৩৮, হা. ৫০৭২, দু'হাতে মহিলার তাকবীর, খাড়া হওয়া, রুকু ও সিজদা পরিচ্ছেদ।

ফিক্‌হে শাফেয়ী:

ইমাম নববী ρ মৃত্যু ৬৭৬ হি. বলেন-

وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك أسترلها. قال الشافعي والأصحاب تضم المرأة بعضها إلى بعض.

মহিলা হলে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে সিজদা করবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

ইমাম শাফেয়ী ρ মৃত্যু ২০৪ হি. ও তার আসহাব বলেন- মহিলা এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে।[৪৮৮]

ফিক্‌হে হাম্বলী:

ইবনে কুদামা ρ মৃত্যু ৬২০ হি. বলেন-

تجمع نفسها في السجود وسائر صلاتها.

মহিলা নিজেকে সিজদা ও পূর্ণ নামাযে মিলিয়ে রাখবে।[৪৮৯]

আব্দুর রহমান আল যাযীরী উল্লেখ করেন,

المرأة لايسن لها المجافاة في الركوع والسجود بل السنة لها أن تجمع نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهوالأفضل.

মহিলার জন্য রুকু ও সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গের থেকে দূরে রাখা সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হল, যথাসম্ভব নিজেকে মিলিয়ে রাখবে এবং পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বসবে। এটিই উত্তম।[৪৯০]

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أسترلها.

মহিলাগণ সিজদায় নিচু হয়ে পেট উরুর সাথে লাগিয়ে দিবে। কেননা উহা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী ।[৪৯১]

---

[৪৮৮]. আল মাজমূ- ৩/৪২৯, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, দূরে রাখা মুস্তাহাব, শরাহ।

[৪৮৯]. আল মুগনী- ১/৫১৩, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানোর বৈশিষ্ট্য, ৪নং অনুচ্ছেদ।

[৪৯০]. কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা- ১/২৪৯, নামায অধ্যায়, নামাযের সুন্নাতসমূহ গণনা।

[৪৯১]. আল হিদায়া- ১/১১০, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

والمرأة تنخفض فلا تبدي عضديها وتلصق بطنها بفخذيها لأنه أستر.

মহিলাগণ নিচু হয়ে সিজদা করবে। যাতে বাহু প্রকাশ না পায় এবং পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটা অধিক পর্দা ও সতর উপযোগী।[৪৯২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ρ মৃত্যু ১২৫২ হি. বলেন-

وتنضم في سجودها وتفترش ذراعيها.

মহিলাগণ সিজদা মিলিত হয়ে করবে এবং হাত বিছিয়ে দিবে।[৪৯৩]

ফকীহ তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আল বুখারী ρ বলেন-

والمرأة لا تجافي في سجودها وتقعد على رجليها وأن جعلت رجليها من جانب وتقعد وفي السجدة تفترش بطنها على فخذيها.

মহিলাগণ হাত পাজর থেকে দূরে রাখবে না। আর দু'পা ডান দিকে বের করে বসবে এবং সিজদায় পেট উরুর সাথে লাগিয়ে দিবে।[৪৯৪]

মাসআলা: পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা খাড়া রাখবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী অবস্থায় রাখবে।

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ، جَلَسَ عَلٰى رِجْلِه الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى.

৪৯নং হাদীস: হযরত আবু হুমায়দ I বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে রাখতেন। যখন বসতেন বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখতেন।[৪৯৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصُبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِى الْيُسْرٰى.

৪৯২. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
৪৯৩. রদ্দুল মুহতার- ২/২১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।
৪৯৪. খুলাছাতুল ফাতাওয়া- ১/৫৪, নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রুকু ও সিজদা।
৪৯৫. বুখারী শরীফ- ১/১১৪, হা. ৮২০, আযান অধ্যায়, বৈঠকের সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

৫০নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর Λ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নামাযের সুন্নাত হল ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা।[৪৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِشُ رِجْلَه الْيُسْرى وَيَنْصُبَ رِجْلَهٗ الْيُمْنى وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

৫১নং হাদীস: হযরত আয়েশা ϑ বলেন, রাসূল ﷺ বাম পায়ের উপর বসতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন এবং শয়তানের মত নিতম্ব যমিনে রেখে বসতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৭]

এ কারণে ফকীহগণ বলেছেন, পুরুষগণ সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা খাড়া রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী অবস্থায় রাখবে।

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وإذا رفع رأسه من السجدة إفترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে দিবে। আর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে।[৪৯৮]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী ρ মৃত্যু ১০৮৮ হি. বলেন-

يفترش الرجل رجله اليسرى فيجعلها بين إليتيه ويجلس عليها وتنصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه في المنصوبة نحو القبلة.

পুরুষগণ বাম পা নিতম্বের নিচে বিছিয়ে তার উপর বসবে। আর ডান পা খাড়া করে দিবে এবং আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে ফিরাবে।[৪৯৯]

---

[৪৯৬]. বুখারী শরীফ- ১/১১৪, হা. ৮১৯, আযান অধ্যায়, তাশাহহুদে বৈঠকের সুন্নাত পরিচ্ছেদ।

[৪৯৭]. মুসলিম শরীফ- ১/১৯৪-১৯৫, হা. ৪৯৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য ও তার শুরু ও শেষ, রুকু ও সিজদার বৈশিষ্ট্য ও তার ধরীস্থীরতা পরিচ্ছেদ।

[৪৯৮]. আল হিদায়া- ১/১১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৪৯৯]. আদ্দুররুল মুখতার- ২/২১৬, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

মাসআলা: মহিলাগণ সিজদা থেকে উঠেও উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّه سُئِلَ كَيْفَ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ كُنَّ يَتَرَبَّعَنَ ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَّحْتَفِزْنَ . هذا حديث حسن بشواهده.

قال الأستاذ الفقيه الشيخ أبو الوفاء الأفغاني، وهذا أقوى وأحسن ماروى في هذا الباب.

৫২নং হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর Λ কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল ﷺ এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, আগে চার জানু হয়ে বসতেন পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।[৫০০] বর্ণনাসূত্রে হাদীসটি হাসান।

মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আল আফগানী ρ বলেন, এ বিষয়ে উক্ত হাদীসটি সর্বাধিক শক্তিশালী।[৫০১]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ. هذا حديث حسن.

৫৩নং হাদীস: হযরত নাফে ρ বলেন, হযরত ইবনে ওমর Λ এর স্ত্রীগণ নামাযে তারাব্বু করতেন। অর্থাৎ দু'পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।[৫০২] হাদীসটি হাসান।

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ وَلَايَجْلِسْنَ جُلُوْسَ الرِّجَالِ عَلى أَوْرَاكِهِنَّ يُتَّقى ذٰلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَّكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْئُ .هذا حديث حسن.

৫৪নং হাদীস: হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ ρ বলেন, মহিলাদের আদেশ করা হত, তারা যেন দু'পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসে।

---

৫০০. জামেউল মাসানীদ- ১/৪৯৬, হা. ৬৫১, নামায সম্পর্কে ৫নং পরিচ্ছেদ, ৫নং অনুচ্ছেদ নামাযের অবস্থা ও তার মধ্যে সন্দেহ ও ওয়াজিবের শর্তাবলী।

৫০১. কিতাবুল আ'সার, তাহকীক- আবুল ওয়াফা আফগানী- ১/৬০৮, নামায অধ্যায়, মহিলাদের ইমামতি ও নামাযে বসা পরিচ্ছেদ।

৫০২. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৫০৭, হা. ২৮০৫, নামায অধ্যায়, মহিলা নামাযে কিভাবে বসবে।

পুরুষের মত না বসে। কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদের এমনটি করতে বলা হয়েছে।[৫০৩] হাদীসটি হাসান।

قال: محمد أحب إلينا أن تجمع رجليها فى جانب ولا تنصب انتصاب الرجل.

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ρ মৃত্যু ১৮৯ হি. বলেন, আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল, মহিলা দু'পা এক পাশে (ডানে) মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষের মত খাড়া করে রাখবে না।[৫০৪]

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসবে।

ফিক্‌হে হানাফী:

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী ρ মৃত্যু ৫৯৩ হি. বলেন-

وإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن.

মহিলাগণ বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং দু'পা ডান দিকে বের করে দিবে।[৫০৫]

উছমান ইবনে আলী যায়লায়ী হানাফী ρ মৃত্যু ৭৪৩ হি. বলেন-

وهى تتورك أي المرأة لأنه أسترلها.

মহিলাগণ নিতম্বের উপর বসবে। কেননা এটা পর্দা ও সতরের অধিক উপযোগী।[৫০৬]

অতএব সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস ও ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে দীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হল যে, শরীয়ত নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান করে দিয়েছে।

---

[৫০৩]. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা- ২/৫০৬, হা. ২৭৯৯, নামায অধ্যায়, মহিলা নামাযে কিভাবে বসবে।

[৫০৪]. কিতাবুল আ'সার- পৃ. ৬৬, হা. ২১৮, নামায অধ্যায়, মহিলার ইমামতি ও নামাযে বসা পরিচ্ছেদ।

[৫০৫]. আল হিদায়া- ১/১১১, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৫০৬]. তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/৩১৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, ফুকাহায়ে কেরাম সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে ইসলামী ফিক্‌হ রচনা করেছেন এবং সহীহ হাদীসের উপর আমল করেছেন। সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ফুকাহায়ে কেরাম ফিক্‌হ রচনার ক্ষেত্রে হাদীসের অনুসরণ করেছেন। বরং বলা চলে তারাই হাদীসের প্রকৃত অনুসারী।

সত্যি বলতে কি এমন একটি হাদীসও নেই, যেখানে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে ও একই ভঙ্গিমায় নামায আদায় করবে।

তথাকথিত আহলে হাদীস গাইরে মুকাল্লিদগণ উপর্যুক্ত গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর দৃষ্টিপাত করেও সেটাকে ভুল আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। যা জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উক্ত বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন ও সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমিন

অকিল উদ্দিন
উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ
দারুল উলূম হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৬ জিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরী
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
সকাল ৮: ৩৭ মিনিট।

সহীহ হাদীসের আলোকে

বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্বের লালনকারী এবং সালাত-সালাম বর্ষিত হোক পেয়ারা হাবীব রাসুলে কারীম হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর ও তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবা ﷺ এর উপর।

শরীয়তে নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ নামাযের মত একটি নামায হলো বিতর- রাসুল ﷺ বলেন- বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না।[৫০৭]

অন্য হাদীসে এসেছে- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেছেন একটি নামায দ্বারা যা লাল উট থেকে উত্তম, আর তা হল বিতর।[৫০৮]

বিতর নামায পড়া কি? বিতর কত রাকাত? বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত কোনটি ইত্যাদি বিষয়ে আহলে হাদীস বন্ধুগণ বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন, যা নিয়ে জনমতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। আর সে কারণে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে দু'কলম লেখার জন্য মনস্থির করেছি।

১. বিতর নামাযের ফযিলত

২. বিতর নামাযের সময়

৩. বিতর নামাযের হুকুম কি?

৪. বিতর নামাযের পদ্ধতি

৫. বিতর কত রাকাত

৬. বিতর রাকাত বিষয়ে বর্ণনা ও তার উত্তর

৭. তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুনরায় হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ বুকের উপর বাঁধবে।

৮. রুকুর আগে দু'আয়ে কুনুত পড়বে

---

[৫০৭]. আবু দাউদ শরীফ-১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতর আদায় না করা পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৬ বিতর অধ্যায়।

[৫০৮]. আল মুস্তাদরাক১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

৯. কুনুত সারা বছর কি-না?

১১. কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করবে কি-না?

১২. দু'আয়ে কুনুত

১৩. বিতর শেষে মুস্তাহাব দু'আ

১. বিতর নামাযের ফযিলাত

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ. هذا حديث صحيح الإسناد.

হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা আদাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। যা লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হল বিতর। হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।[৫০৯]

অতএব বিতর নামায পড়ার ফযিলাত অনেক বেশি এবং তা নিঃসন্দেহে বরকতময় নামায।

২. বিতর নামাযের সময়

বিতর নামাযের সময়- এশার নামায হতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. هذا حديث صحيح الإسناد.

হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা আদাবী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। যা লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হল বিতর। আল্লাহ তা'আলা এটা তোমাদের জন্য এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন। হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।[৫১০]

---

৫০৯. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

৫১০. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা বলেন, রাতের প্রত্যেক ভাগেই রাসুল ﷺ বিতর আদায় করেছেন। রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে এবং শেষ ভাগে। এমনকি তার বিতর সুবহে সাদেক পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৫১১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা বলেন- রাসুল ﷺ পূর্ণ রাতে (রাতের যে কোন অংশে) বিতর আদায় করেছেন। আর বিতর সুবহে সাদেক পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৫১২]

উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে- বিতর নামাযের সময় এশার নামায আদায় করা থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত। অতএব উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে বিতর নামায আদায় করা যায়।

বিতর আদায়ের মুস্তাহাব সময়-

যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারে, তার জন্য শেষ রাতে বিতর নামায আদায় করা মুস্তাহাব ও উত্তম। তবে সে যেন কমপক্ষে দু'রাকাত বা তার চেয়ে বেশী বিতর নামাযের আগে আদায় করে। কেননা এটা উত্তম ও উচিত। আর যে উঠতে পারেনা, সে বিতর আদায় করে ঘুমাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেন- তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে করবে বিতর।[৫১৩]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

[৫১১]. মুসলিম শরীফ ২/১৬৮ হা. ১৭৭১ মুসাফিরের নামাযের অধ্যায়, রাতের নামায ও রাতে রাসুল ﷺ নামাযের রাকাত সংখ্যা পরিচ্ছেদ।

[৫১২]. বুখারী শরীফ ১/৩৩৮ হা. ৯৫১ বিতর অধ্যায়, বিতরের সময় পরিচ্ছেদ।

[৫১৩]. বুখারী শরীফ ১/৩৩৯ হা. ৯৫৩, বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।

হযরত জাবের رضي الله عنه বলেন- আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- তোমাদের মধ্যে যে শেষ রাতে উঠতে পারবেনা, সে বিতর আদায় করে শুয়ে পড়বে। আর যে উঠতে পারবে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতে পড়া অনেক উত্তম।[৫১৪]

শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী رحمه الله মৃত্যু ১৩৪৬ হিজরী লেখেন-

فَإِنَّ تَاخِيْرَهَا إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ مُسْتَحَبٌّ.

বিতর নামায শেষ রাতে আদায় করা মুস্তাহাব।[৫১৫]

৩. বিতর নামাযের হুকুম কি?

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

হযরত বুরায়দা رضي الله عنه বলেন- আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না। বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না। বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্ত র্ভুক্ত না।[৫১৬]

উক্ত হাদীসটিকে হাকেম নিশাপুরী رحمه الله মৃত্যু ৪০৫ হিজরী. هذا حديث صحيح হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫১৭]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رحمه الله মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫১৮]

আল্লামা নিমাবী رحمه الله মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. বলেন- সঠিক কথা হল হাদীসটি হাসান।[৫১৯]

---

[৫১৪]. মুসলিম শরীফ ২/১৭৪ হা. ১৮০৩, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, যে আশংকা শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে শুরু রাতে বিতর পড়বে।

[৫১৫]. বাযলুল মাজহুদ ৬/৯০ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদসমূহ, বিতর মুস্তাহার পরিচ্ছেদ।

[৫১৬]. আবু দাউদ শরীফ ১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতির না পড়া পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৮ হা. ১১৪৬ বিতর অধ্যায়।

[৫১৭]. আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৮ হা. ১১৪৭ বিতর অধ্যায়।

[৫১৮]. উমদাতুল কারী ৭/১১ বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।

[৫১৯]. আসারুস সুনান পৃ. ২২২ হা.৫৮৩ বিতর অধ্যায়, বিতর ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- وبالجملة فهو حسن الحديث মোট কথা হল উক্ত হাদীসটি হাসান।[৫২০]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতর ওয়াজিব। কেননা রাসুল ﷺ বলেন- বিতর হক অর্থাৎ উহা ওয়াজিব প্রমাণিত। আর উহার প্রমাণ হল-(فمن لم يوتر فليس منا) যে বিতর আদায় করেনা, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি অনেক বড় অঙ্গীদ ধমকি। এ ধরণের ধমকি ফরয বা ওয়াজিব তরককারীর বিষয়ে ছাড়া সুন্নাত তরককারীর ক্ষেত্রে বলা হয়না। আর উহা তিনবার বলেছেন।[৫২১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন- তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে করবে বিতর।[৫২২]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি- তোমাদের মধ্যে যে শেষ রাতে উঠতে পারবেনা, সে বিতর আদায় করে শুয়ে পড়বে। আর যে উঠতে পারবে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতে পড়া অনেক উত্তম।[৫২৩]

عَن أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَه. هذا حديث صحيح.

---

৫২০. এলাউস সুনান ৬/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর ওয়াজিব ও তার সময় পরিচ্ছেদ।
৫২১. উমদাতুল কারী ৭/১১ বিতর অধ্যায়, রাতের শেষ নামায়ে বিতর পরিচ্ছেদ।
৫২২. বুখারী শরীফ ১/৩৩৯ হা. ৯৫৩ বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।
৫২৩. মুসলিম শরীফ২/১৭৪ হা. ১৮০৩ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, যে আশংকা শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে শুরু রাতে বিতর পড়বে।

হযরত আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন- যে বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে গেল, বা ভুলে গেল, যখন ঘুম থেকে উঠবে বা স্মরণ পড়বে, তখন তা আদায় করবে।[৫২৪] হাদীসটি সহীহ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, নিঃসন্দেহে বিতর নামায ওয়াজিব।

৪. বিতর নামাযের পদ্ধতি

বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত।[৫২৫] অন্যান্য নামাযের মত আদায় করবে। তবে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পড়া মুস্তাহাব।[৫২৬] তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়া শেষে তাকবীর দিয়ে পুনরায় পুরুষগণ হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধবে।[৫২৭] এরপর কুনুত পাঠ করবে।[৫২৮] অন্যান্য নামাযের ন্যায় বাকি অংশ আদায় করবে।

৫. বিতর কত রাকাত

বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

---

[৫২৪]. ইবনে মাজাহ ১/৩৭৫ হা. ১১৮৮ নামায ও তার সুন্নাতসমূহ অধ্যায়, বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৩ হা. ১১২৭ বিতর অধ্যায়।

[৫২৫]. ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭,৩৮, ৩৯, ৪০ নং টীকা দেখুন।

[৫২৬]. ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬ নং টিকা দেখুন।

[৫২৭]. ৬৩ নং টীকা দেখুন।

[৫২৮]. ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩ নং টীকা দেখুন।

হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসুল ﷺ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকাত নামায আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামায আদায় করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি এরশাদ করলেন, আমার চোখ দু’টি ঘুমায় কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[৫২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল ﷺ তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন।[৫৩০] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৩১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا : بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَستٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

[৫২৯]. বুখারী শরীফ ১/৩৮৫ হা. ১০৯৬ তাহাজ্জুদ অধ্যায় রাসুল ﷺ এর রাতের কিয়াম রমযান ও রমযান ছাড়া।

[৫৩০]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬২ হা. ১৭০১ দিনের নফল ও রাতের কিয়াম অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত, সাঈদ ইবনে যুবায়রের হাদীসে আবু ইসহাকের মতভেদ।

[৫৩১]. উমদাতুল কারী ৭/৫ বিতর অধ্যায়. বিতর পরিচ্ছেদ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আয়েশা কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসুল কত রাকাত বিতর আদায় করতেন, তিনি উত্তরে বলেন- রাসুল বিতর আদায় করতেন চার এবং তিন রাকাত, ছয় এবং তিন রাকাত, আট এবং তিন রাকাত, দশ এবং তিন রাকাত, তবে সাত রাকাতের কম আদায় করতেন না এবং তের রাকাতের বেশী আদায় করতেন না।[৫৩২]

অতএব বুঝা গেল বিতর নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। আর নফল কখনো চার, ছয়, আট, দশ রাকাত আদায় করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. هذا حديث صحيح.

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন রাসুল বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।[৫৩৩]

আল্লামা হাকেম নিশাপুরী মৃত্যু ৪০৫ হিজরী বলেন- **هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.** হাদীসটি ইমাম বুখারী মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৩৪]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন হাদীসটি সহীহ।[৫৩৫]

হযরত ওমর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর ইহা মদীনাবাসী গ্রহণ করেছেন।[৫৩৬]

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৫৩৭]

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ لَمْ أُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَه فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন- হযরত আবু বকর দাফন করার পর হযরত ওমর বলেন- আমি বিতর আদায়

---

[৫৩২]. আবু দাউদ ১/৪৩৩ হা. ১৩৬২ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ।

[৫৩৩]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬১ হা. ১৬৯৭ রাতের কিয়াম ও দিনের নফল অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত পরিচ্ছেদ।

[৫৩৪]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৬ হা. ১১৩৯ বিতর অধ্যায়।

[৫৩৫]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩২ হা. ৬১৩ বিতির অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত।

[৫৩৬]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪০ বিতর অধ্যায়।

[৫৩৭]. এলাউস সুনান ৬/৩০ হা. ১৬৫৩ বিতর অধ্যায়।

www.almodina.com

করিনি। অতপর আমরা তার পিছনে কাতার বন্দি হয়ে দাড়িয়ে গেলাম। আর তিনি আমাদের তিন রাকাত নামায পড়ালেন। আর শুধু শেষ রাকাতে সালাম ফিরালেন।[৫৩৮]

قَالَ عَبْدُ اللهِ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرَ النَّهّارِ. هذا حديث صحيح.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন বিতর নামায তিন রাকাত, দিনের বিতর মাগরিব নামাযের ন্যায়।[৫৩৯] হাদীসটি সহীহ।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরীকে বলা হলো হযরত ইবনে ওমর বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন। তখন হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন ওমর রা. তার ছেলে ইবনে ওমর থেকে অনেক বড় ফকীহ। তিনি তো দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে যেতেন।[৫৪০]

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ ، فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন, রাসুল ﷺ বলেন মাগরীবের নামায দিনের বিতর, সুতরাং তোমরা রাতের বিতর আদায় কর।[৫৪১] হাদীসটি মুরসাল সহীহ।

অর্থাৎ মাগরীবের নামায যেমন তিন রাকাত, ঠিক তেমনি বিতর নামাযও তিন রাকাত। যেভাবে মাগরিব এক সালামে আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনি বিতরও এক সালামে আদায় করতে হয়। অতএব এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত।

বিতর তিন রাকাত হওয়ার উপর ইজমা

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَايُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

---

৫৩৮. শরহু মাআনিল আসার ১/২৯৩ হা. ১৬১১ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।
৫৩৯. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৬৮ হা. ৬৭৭৯ নামায অধ্যায়, দিনের বিতর মাগরিব।
৫৪০. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪১ বিতর অধ্যায়।
৫৪১. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৬৮ হা. ৬৭৭৮ নামায অধ্যায়, দিনের বিতর মাগরিব।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন বিতর তিন রাকাত হওয়ার উপর মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। আর শুধুমাত্র শেষ রাকাতে সালাম ফিরাবে।[৫৪২]

বিতর নামাযের মুস্তাহাব সুরা

বিতর নামাযে প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন।[৫৪৩] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৪৪]

সহীহ সনদে তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ার বর্ণনাও এসেছে।[৫৪৫]

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৭৯ হিজরী বলেন-

وَالَّذِي اخْتَارَه‘ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَّقْرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُوْرَةٍ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ জ্ঞানী সাহাবী ও পরবর্তী ব্যক্তিগণ এটা গ্রহণ করেছেন যে, সুরা আলা ও সুরা কাফিরুন ও সুরা এখলাস প্রতি রাকাতে একটি করে সুরা পাঠ করবে।[৫৪৬]

---

[৫৪২]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৯২-৪৯৩ হা. ৬৯০৪ নামায অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত বা বেশী।

[৫৪৩]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬২ হা. ১৭০১ দিনের নফল ও রাতের কিয়াম অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত, সাঈদ ইবনে যুবায়রের হাদীসে আবু ইসহাকের মতভেদ।

[৫৪৪]. উমদাতুল কারী ৭/৫ বিতর অধ্যায়. বিতর পরিচ্ছেদ।

[৫৪৫]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪৪ বিতর অধ্যায়।

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ قَالَ الْعُقَيْلِي إِسْنَادُه‘ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُبَي بْنِ كَعْب بِإِسْقَاط الْمُعَوَّذَتَيْنِ أَصَحُّ.

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী আত তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলেন উকাইলী বলেন উক্ত হাদীসটির সনদ উপযুক্ত। তবে ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব এর বর্ণনায় সুরা ফালাক ও সুরা নাস ব্যতিরেকের বর্ণনা অধিক সহীহ।[৫৪৭]

বিতরে উক্ত সুরা আলা, সুরা কাফিরুন, ও সুরা এখলাস পড়া ভাল। এ ছাড়াও যে কোন সুরা দ্বারা নামায আদায় করতে পারবে। তবে যদি এমন মনে করে যে উক্ত সুরা ছাড়া নামায হবে না বা উক্ত সুরা পাঠ করা ওয়াজিব। তবে এটা জায়েয নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫২হিজরী উল্লেখ করেন-

لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ التَّعْيِيْنَ عَلَى الدَّوَامِ يُفْضِيْ إِلَى اعْتِقَاد بَعْضِ النَّاسِ أَنَّه وَاجِبٌ وَهُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ لَايَجُوْزُ فَلَوْ قَرَأَ بِمَا وَرَدَ بِهِ الْأَثَارُ أَحْيَانًا بِلَا مُوَاظَبَةٍ يَكُوْنُ حَسَنًا بحر.

সর্বদা উক্ত সুরা নির্ধারিত করার কারণে কিছু মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে যে, উহা পড়া ওয়াজিব। আর উহা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি উক্ত সুরাগুলি মাঝে মধ্যে আদায় করে তবে তা ভাল।[৫৪৮]

৬. বিতর রাকাত বিষয়ে বর্ণনা ও তার উত্তর

বিতরের নামায কত রাকাত? এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, কোন বর্ণনায় এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তের রাকাত পর্যন্ত বর্ণনা এসেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী রহ. মৃত্যু ৪০৫ হিজরী বলেন-

وَقَدْ صَحَّ وِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى عَشَرَةَ وَتِسْعٍ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثٍ وَوَاحِدَةَ.

রাসুল ﷺ এর বিতর তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন, ও এক রাকাত প্রমাণিত আছে।[৫৪৯]

---

[৫৪৬]. সুনানে তিরমিযি ১/২৮৭ হা. ৪৬১ নং হাদিসের আলোচনা, বিতর অধ্যায়, বিতরে পঠিত সূরা পরিচ্ছেদ।

[৫৪৭]. এলাউস সুনান ৬/৩৩-৩৪ হা.১৬৫৫, নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

[৫৪৮]. রদ্দুল মুহতার ২/৬ নামায অধ্যায়, বিতর ও নফল পরিচ্ছেদ, বিতর সুন্নাতসমুহ বা ইজমা অস্বিকারকারীর উদ্দেশ্য।

উক্ত হাদীসগুলি বর্ণনা ও তার সমাধান উল্লেখ করব। আসলে বিতর তের এগার ইত্যাদি হাদীসগুলি কিয়ামুল লায়ল তাহাজ্জুদ নামায সহ রেওয়ায়েত হয়েছে, যেহেতু বিতর অর্থ বেজোড়, তাই সে নামেই রেওয়ায়েত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞাসা করেন, রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন রাসুল ﷺ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকাত নামায আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামায আদায় করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বিতিরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি এরশাদ করলেন আমার চোখ দু'টি ঘুমায় কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[৫৫০]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

---

[৫৪৯] . আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৩ হা. ১১৪৯ নং আলোচনা বিতর অধ্যায়।
তিরমিযি শরীফ ২/৩১৯ হা. ৪৫৭ বিতর অধ্যায়, বিতর সাত রাকাত পরিচ্ছেদ।

[৫৫০] . বুখারী শরীফ ১/৩৮৫ হা. ১০৯৬ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, রাসুল ﷺ এর রাতের কিয়াম রমযান ও রমযান ছাড়া।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। অতপর ফজরের আযান শুনে দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।[৫৫১]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ রাতের বেলা ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন।[৫৫২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাকাত নামায আদায় করতেন বিতির এবং ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত এর অন্তর্ভুক্ত।[৫৫৩]

অতএব বুঝা গেল, তের রাকাতের মধ্যে দু'রাকাত ফজরের সুন্নাত অন্ত র্ভুক্ত। ইহা বাদ দিলে থাকে, এগার রাকাত। আর উহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আট রাকাত কিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাত বিতর।

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

হযরত আবু সালামা (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) বলেন- আমি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা) কে রাসুল ﷺ এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন রাসুল ﷺ তের রাকাত নামায আদায় করতেন। আট রাকাত আদায় করতেন, অতপর বিতর আদায় করতেন, অতপর বসাবস্থায় দু'রাকাত আদায় করেছেন।[৫৫৪]

---

[৫৫১]. আবু দাউদ ১/৪১২ হা. ১৩৪১ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ

[৫৫২]. আবু দাউদ ১/৫১৭ হা. ১৩৬২ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ

[৫৫৩]. বুখারী শরীফ ১/৩৮২ হা. ১০৮৯ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, রাসুল ﷺ এর নামায কেমন ছিল ও কত রাকাত নামায আদায় করতেন।

[৫৫৪]. মুসলিম শরীফ ২/১৬৬ হা. ১৭৫৮ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, রাতের নামায ও রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা পরিচ্ছেদ।

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

হযরত মাসরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কে রাসুল ﷺ এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকাত।[৫৫৫]

অতএব ফজরের সুন্নাত ব্যতিরেকে রাসুল ﷺ এগার রাকাত নামায আদায় করেছেন। আট রাকাত কিয়ামুল লায়ল, তিন রাকাত বিতর, সেভাবে নয় রাকাতের তিন রাকাত বিতর ছয় রাকাত কিয়ামুল লায়ল। ওই রকমভাবে সাত রাকাতের তিন রাকাত বিতর চার রাকাত কিয়ামুল লায়ল।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন রাসুল ﷺ তের রাকাত নামায আদায় করতেন, যখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেলেন, তখন সাত রাকাত আদায় করতেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৫৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَايَجْلِسُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী ﷺ এর রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তের রাকাত। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত তিনি বিতর আদায় করতেন। এ পাঁচ রাকাত আদায় করা শেষ করেই তিনি বসতেন। মুয়াজ্জিন আযান দিলে তিনি উঠে হালকা দু' রাকাত নামায আদায় করতেন। ইমাম তিরমিযি বলেন- আয়েশার হাদীসটি হাসান সহীহ।[৫৫৭]

---

[৫৫৫]. বুখারী শরীফ ১/৩৮২ হা. ১১৮৮ তাহাজ্জুদ অধ্যায় রাসুল ﷺ এর নামায কেমন ছিল ও কত রাকাত নামায আদায় করতেন।

[৫৫৬]. আল মুস্তাদরাক ১/৪১৩ হা. ১১৪৯ বিতর অধ্যায়।

[৫৫৭]. তিরমিযি ২/৩২১ হা. ৪৫৯ বিতির অধ্যায়, বিতর পাঁচ রাকাত পরিচ্ছেদ।

এ সকল হাদীস তখন বর্ণিত হয়েছে যখন বিতর নামায নির্ধারন হয়নি।[৫৫৮]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءَ.

হযরত আবু সাইদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ এক রাকাত নামায থেকে নিষেধ করেছেন।[৫৫৯]

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. هذا حديث على شرط الشيخين.

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন বিতর সত্য যে চাই সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে। আর যে চাই সে তিন রাকাত আর যে চাই সে এক রাকাত।

হাদীসটি ইমাম বুখারী رحمه الله মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম رحمه الله মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৬০]

উক্ত হাদীস বিতির নির্ধারনের পূর্বের বর্ণনা। কেননা নির্ধারিত নামাযে রাকাতের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হয় না।[৫৬১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

হযরত ইবনে ওমর رضي الله عنه বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, রাতের নামায জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ফজর হওয়ার ধারণা করবে, শেষের দিকে এক রাকাত পড়বে, এটা তার পূর্বে আদায়কৃত নামাযকে বিতর অর্থাৎ বেজোড় করে দিবে।[৫৬২]

---

৫৫৮. উমদাতুল কারী ৭/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।
৫৫৯. আত তামহীদ ১৩/২৫৪ নূন পরিচ্ছেদ, নাফে' ইবনে যারযিস, প্রথম হাদীস।
৫৬০. আল মুস্তাদরাক ১/৪০৮ হা. ১১২৮ বিতর অধ্যায়।
৫৬১. উমদাতুল কারী ৭/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।
৫৬২. বুখারী শরীফ ১/৩৩৭ হা. ৯৪৬ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

উক্ত হাদীসের অর্থ হলো ওই এক রাকাতকে পূর্বের নামাযের সাথে মিলিয়ে নিবে। এ কারণে تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى এটা তার পূর্বে আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় করে দেয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন- তিন রাকাত বিতর আদায় করো না, মাগরীবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্য রেখোনা, তোমরা বিতর পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত আদায় করো। হাদীসটি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৬৩]

পূর্বে উল্লেখ করেছি বিতর তিন রাকাত। রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত । অতএব এ জাতীয় হাদীসের অর্থ হল তোমরা শুধু (শেষ রাতে) তিন রাকাত বিতর আদায় করোনা। বরং এর আগে দু'রাকাত বা চার রাকাত বা এর চেয়ে বেশী (কিছু নফল ও তাহাজ্জুদ) আদায় করে বিতর তিন রাকাত আদায় করো।[৫৬৪]

৭. তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুনরায় হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ বুকের উপর বাঁধবে।

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ اَنَّ الْقُنُوْتَ وَاجِبٌ فِي الْوِتْرِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَإِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه نَاخُذُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى قَبْلَ الْقُنُوْتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا وَيَدْعُوْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ .

ইব্রাহিম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন রমযান ও রমযান ছাড়া অর্থাৎ সারা বছর বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়া ওয়াজিব। যখন কুনুত পড়বে তখন

[৫৬৩]. আল মুস্তাদরাক ১/৪১০ হা. ১১৩৮ বিতর অধ্যায়।

[৫৬৪]. শরহু মাআরিল আসার ১/২৮৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।
আসারুস সুনান পৃ. ২২৫ হা. ৫৯৪ নং আলোচনা, বিতর নামায অধ্যায়, বিতর পাঁচ বা তার চেয়ে বেশী পরিচ্ছেদ।

তাকবীর বলবে। আর যখন রুকু করবে তখনো তাকবীর বলবে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৮৯ হিজরী বলেন এটিই আমাদের দলীল। কুনুতের পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠাবে, যেভাবে নামাযের শুরুতে হাত উঠানো হয়। অতপর হাত বাঁধবে এবং দু'আ পড়বে। এটিই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৫০ হিজরী এর অভিমত।[৫৬৫]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৫৬৬]

আল্লামা খালেদ আওয়াদ উক্ত হাদীসের সনদ ভাল বলেছেন।[৫৬৭]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা ***কুনুত পড়ার জন্য রুকুর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।***[৫৬৮] মনগড়া ও ভুল কথা। কেননা উক্ত হাদীসের আলোকেই তা প্রমাণিত হয়।

৮. রুকুর আগে দুআয়ে কুনুত পড়বে

عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْأُولَى بِـــسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ بِـــقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِـــقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন রাসুল ﷺ তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন, প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন। আর রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৫৬৯]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৭০]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَا يَقْنُتُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّه‘ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. إسناده صحيح.

---

[৫৬৫]. কিতাবুল আসার পৃ. ৬৪ হা. ২১২ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৬৬]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩৪ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৬৭]. আসারুস সুনান তাহকীক-খালেদ আওয়াদ ১/২৩৪ হা. ২১২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৬৮]. ছালাতুর রাসূল (ছা:) পৃ ১৬৭।

[৫৬৯]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬১ হা.১৬৯৮ রাতের কিয়াম দিনের নফল অধ্যায়, বিতর কিভাবে তিন রাকাত পরিচ্ছেদ, বিতরে উবাই ইবনে কা'ব এর বর্ণনাকারীদের মতভেদের আলোচনা।

[৫৭০]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩৯ হা. ৬৩০ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিতর নামায ছাড়া কুনুত পড়তেন না। আর তা রুকুর পূর্বে পড়তেন।[৫৭১]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৭২]

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. إسناده صحيح.

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৫৭৩]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৫৭৪]

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ.

আব্দুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এক ব্যক্তি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কুনুত কি রুকুর আগে না-কি কিরাত শেষে? তিনি উত্তরে বলেন- কেরাত শেষে।[৫৭৫]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে জানা গেল রুকুর পুর্বে কুনুত পড়বে।

৯. কুনুত দুই প্রকার-

১. কুনুতে নাযেলা ২. কুনুতে রাতেবা

১. কুনুতে নাযেলা হলো কোন দূর্ঘটনা বা বিপদাপদ এলে পড়তে হয়। রাসুল ﷺ ও এক মাস এ কুনুত দিয়ে বদ দু'আ করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[৫৭১]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৫৩ হা. ১৩৯৯ নামায অধ্যায়, ফজর ও অন্যান্য নামাযে কুনুত পড়া।
[৫৭২]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩৯ হা. ৬৩১ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ
[৫৭৩]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৫২১ হা. ৬৯৮৩ নামায অধ্যায়, রুকুর আগে বা পরে কুনুত।
[৫৭৪]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।
[৫৭৫]. বুখারী শরীফ ৪/১৫০০ হা. ৩৮৬০ মাগাযী অধ্যায়, রযী, রি'ল, যাকওয়ান ইত্যাদি যুদ্ধের পরিচ্ছেদ।

فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সাহাবীকে এক জায়গায় পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনী সুলাইম গোত্রের দু'টি শাখা- রি'ল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কুপের নিকট তাদেরকে আক্রমন করলে তারা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা কেবল রাসুল ﷺ এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই রাসুল ﷺ এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। এভাবেই কুনুত পড়া আরম্ভ হয়। (বর্ণনাকারী বলেন এর পূর্বে) আমারা কখনো আর কুনুত (নাযিলা) পড়িনি।[৫৭৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَنَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ﷺ ফজরের নামাযে রুকুর পরে একমাস পর্যন্ত কুনুত পড়লেন রি'ল যাকওয়ান গোত্রের উপর বদ দু'আ করেছিলেন এবং এমন নাফারমানী যা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে।[৫৭৭]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. اسناده صحيح.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ﷺ কুনুত পড়তেন না। তবে যখন কোন গোত্রের জন্য দু'আ বা বদ দু'আ করলে কুনুত পড়তেন।[৫৭৮] হাদীসটির সনদ সহীহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَد أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَد قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي

[৫৭৬]. বুখারী শরীফ ৪/১৫০০ হা. ৩৮৬০ মাগাযী অধ্যায়, রযী, রি'ল, যাকওয়ান ইত্যাদি যুদ্ধের পরিচ্ছেদ।
[৫৭৭]. মুসলিম শরীফ ২/১৩৬ হা. ১৫৭৯ মাসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, মুসলমানদের কোন বিপদ এলে কুনুত পড়া।
[৫৭৮]. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/ ৩১৪ হা. ৬২০ নামায অধ্যায়, রাসুল ﷺ দু'আ বা বদদু'আ করতে কুনুত পড়তেন সারা বসর নয় পরিচ্ছেদ।

رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ কারো জন্য দু'আ বা বদ দু'আ করার মনস্থ করতেন, তখন নামাযের রুকুর পরেই কুনুতে নাযিলা পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে রবীয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তি ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর যুগের দুর্ভিক্ষেও ন্যায় দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করে দিন। নবী সা. এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ, অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। হে নবী, এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই।[৫৭৯]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু যুদ্ধের সময় হলে কুনুতে নাযেলা পড়তেন। তা না হলে নয়।

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ.

হযরত আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত হযরত, ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু যখন যুদ্ধ করতেন কুনুত পড়তেন। আর যখন যুদ্ধ করতেন না কুনুত পড়তেন না।[৫৮০]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটি সনদসূত্রে হাসান।[৫৮১] অর্থাৎ কোন বালা-মুসিবতের সময় কুনুতে নাযেলা পড়া যাবে।

২. কুনুতে রাতেবা- যা বিতরে কুনুত হিসেবে পড়তে হয় যেমন- খালেদ ইবনে আবী ইমরান "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত হিসেবে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتَ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا مَحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سِبَابًا وَلَا لِعَانًا وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ

[৫৭৯]. বুখারী শরীফ ৪/১৬৬১ হা. ৪২৮৪ তাফসির অধ্যায়, সুরা আল ইমরান, এতে আপনার করার কিছু নেই পরিচ্ছেদ।
[৫৮০]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৫১ হা. ১৩৮৫ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।
[৫৮১]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪৫ হা. ৬৫৩ বিতির নামাযের অধ্যায়, ফজর নামাযে কুনুত না পড়া পরিচ্ছেদ।

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوْتَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

হযরত খালেদ ইবনে আবু ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসুল ﷺ মুযর গোত্রের উপর বদ দু'আ করতেন, এক সময় হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে চুপ করার ইশারা করলেন। অতপর রাসুল ﷺ চুপ করলেন। এরপর জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বললেন হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গালাগাল বা অভিশাপ হিসেবে প্রেরণ করেননে। নিশ্চয় আপনাকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। শাস্তি বা আযাবের জন্য নয়। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের উপর দয়াপরশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিল যালেম। অতপর এই কুনুতকে শিক্ষা দেন। হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার অনুগত হয়, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদেও সাথে মিলিত হয়।[৫৮২]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।[৫৮৩] উক্ত হাদীসটিতে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত বলে অভিহিত করে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১০. কুনুত সারা বছর কি-না?

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ الْقُنُوْتَ وَاجِبٌ فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

ইব্রাহিম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন রমযান ও রমযান ছাড়া অর্থাৎ সারা বসর বিতির নামাযে রুকুর পুর্বে কুনুত পড়া ওয়াজিব।[৫৮৪]

---

[৫৮২]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৭ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৮৩]. এলাউস সুনান ৬/১০৬-১০৭ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

[৫৮৪]. কিতাবুল আসার পৃ. ২৭৪ হা.২১০ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

আল্লামা নিমবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৫৮৫]

আল্লামা খালেদ আওয়াদ উক্ত হাদীসের সনদ ভাল বলেছেন।[৫৮৬]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে সারা বসর কুনুত পড়তেন।[৫৮৭] হাদীসটি সহীহ।

১১. কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করবে কি-না?

কুনুতের সময় হাত উঠানোর হাদীস রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّه' كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বিতরের শেষ রাকাতে সুরা ইখলাস পড়তেন। অতপর দু'হাত উঠাতেন অতপর রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৫৮৮]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৮৯]

كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوْتِ إِلَى ثَدْيَيْهِ.

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু কুনুতে বুক বরাবর হাত উঠাতেন।[৫৯০]

عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ أَنَّه'كَانَ يَرَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوْتِهِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

হযরত মূসা ইবনে ওরদান হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু কে রমযান মাসে কুনুতে দু'হাত তুলতে দেখেছেন।[৫৯১]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ تُرْفَعُ الْأَيْدِىْ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِيْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وَفِي الْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ وَعَلَي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

---

[৫৮৫]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩৪ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৮৬]. কিতাবুল আসার তাহকীক-খালেদ আওয়াদ ১/২৩৪ হা. ২১২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৮৭]. কিতাবুল আসার পৃ. ২৭৩ হা. ২০৯ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৫৮৮]. রফয়ে ইদাইন- বুখারী ১/৯২ হা. ৯১ দু'হাত উঠাবে এবং রুকুর পূর্বে কুনুত পড়বে।

[৫৮৯]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৫ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

[৫৯০]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ৩/৪১ হা. ৫০৬২ নামায অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

[৫৯১]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ৩/৪১ হা. ৫০৬৩ নামায অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন- সাত স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে। ১. নামাযের শুরুতে, ২. বিতর নামাযের কুনূতের উদ্দেশ্যে যখন তাকবীর বলা হবে, ৩. উভয় ঈদের তাকবীরের সময়, ৪. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়, ৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময়, ৬. আরাফাহ ও মুযদালিফাহ-য় এবং ৭. জামরায়ে ঊলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপের সময়।[৫৯২]

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৯৩] উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৫০ হিজরী বলেন- নামাযে যেভাবে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠায়, সেভাবে কুনুতের সময় হাত উঠাবে এবং বাঁধবে আর দু'আ পড়বে।[৫৯৪]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা ***কূনুত পড়ার জন্য রুকুর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।***[৫৯৫] মনগড়া ও ভুল কথা। কেননা উক্ত হাদীসের আলোকে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা প্রমাণিত হয় না।

১২. দু'আয়ে কুনত

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ أَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নূ'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইর ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু নারজূ রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي الْخُزَاعِيِّ إِنَّه صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَقَنَتَ فِيْهَا وَقَالَ فِيْ قُنُوْتِهِ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ (وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُصَنَّفِ لِابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ بِطَرِيْقِهِ عَنْ

[৫৯২]. শরহু মাআনিল আসার ২/১৭৮ হা. ৩৫৪২ হজ্জ অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
[৫৯৩]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৬ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।
[৫৯৪]. কিতাবুল আসার পৃ. ৬৪ হা. ২১২ নামায অধ্যায়।
[৫৯৫]. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ ১৬৭।

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ (وفي رواية الطحاوي بطريقه عنه عبيد بن عمير) وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ أَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা আল খুযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর পিছনে নামায আদায় করেন। আর তিনি কুনুত পড়েন এবং এই বলেন- হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, (আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে উবাইদ ইবনে উমায়ের সনদে) আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার উপর ভরসা করি, আপনার ভালর প্রসংশা করি, (তাহাবী শরীফে উবাইদ ইবনে উমায়ের সনদে) এবং আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আপনার কুফুরি করি না, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের সাথে মিলিত হয়।[৫৯৬]

قال بدر الدين العيني هذا إسناد صحيح.

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫৯৭]

خَالد بْن أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَه جِبْرِيْلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْه أَنْ اسْكُتَ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا مَحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سبَابًا وَلَا لعَانًا وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا لَيْسَ لَكَ منَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالَمُوْنَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَه هَذَا الْقُنُوْتَ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ

---

৫৯৬. শরহু মাআনিল আসার ১/২৪৯ হা. ১৩৭০ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি সময়ে কুনুত পরিচ্ছেদ। আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/৩৭ হা.৭১০৪ নামায অধ্যায়, ফজরের কুনুতের দু'আ।

৫৯৭. নুখাবুল আফকার ৩/৪২-৪৩ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি সময়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

খালেদ ইবনে আবী ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল ﷺ মুযার গোত্রের জন্য বদ দুআ করছিলেন তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে এশারায় চুপ করতে বললেন, রাসুল ﷺ চুপ করলেন অতপর বললেন হে মুহাম্মাদ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গালীগালাজ বা অভিশাপ দেয়ার জন্য পাঠাননি। আপনাকে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, শাস্তি স্বরূপ নয়। হে নবী, এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের উপর দয়াপরশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিল যালেম। অতপর রাসুল ﷺ কে এই কুনুত শেখান- হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার অনুগত হয়, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের সাথে মিলিত হয়।[৫৯৮] হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।

হাযেমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল ই'তিবার নামক কিতাবে লেখেন আবু দাউদ রহ. হাদীসটিকে মারাসীলে আবু দাউদ এ উল্লেখ করেছেন। মুতাবাআত সহকারে হাদীসটি হাসান।[৫৯৯]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।[৬০০]

উক্ত হাদীসটিতে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত বলে অবহিত করে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

অন্য হাদীসে "আল্লাহুম্মাহ দিনী ফিমান হাদায়তা" এর বর্ণনাও এসেছে। যেমন-

---

৫৯৮. মারাসীলে আবী দাউদ পৃ. ১০৯ হা. ৮৬ নামায সমষ্টি, মুযার গোত্রের বদ দুআ।

৫৯৯. এলাউস সুনান ৬/১০৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত আস্তে পড়া, ও তার শব্দাবলী এবং ফজর নামাযে কুনুতের হুকুম।

৬০০. এলাউস সুনান ৬/১০৬-১০৭ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.

আবুল হাওয়া সা'দি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন-রাসুল ﷺ আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দেন যা বিতরে পড়ব। আর তা হলো হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সঠিক পথ দেখান। যাদেরকে আপনি মাফ করে দিয়েছেন, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দিন। আপনি যাদের অভিভাবক হয়েছেন, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যান। আপনি আমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন। আপনি যে ফয়সালা করে রেখেছেন, তার অনিষ্ট হতে আমাকে বাচান। কেননা আপনি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারেনা। আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, সে কোন দিন অপমানিত হয়না। হে আল্লাহ আপনি বরকতময় ও সর্বোচ্চ।[৬০১]

তবে ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৩০৩ হিজরী উল্লেখ করেন-

عَلَّمَنِيْ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوْتِ.

এমন কিছু ব্যাক্য শিক্ষা দিলেন যা বিতর নামাযে কুনুতে পড়ব।[৬০২] হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি প্রকাশ্যভাবে বিতরের কুনুতের দু'আ প্রমাণিত হয়। কেননা বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

عَبْدُ الْمَجِيْدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رَوَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ أَنَّ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ

[৬০১] . তিরমিযি শরীফ ২/৩২৮ হা. ৪৬৪ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৬০২] . নাসায়ী শরীফ ৩/২৪৮ হা. ১৭৪৫ নামায অধ্যায়, বিতরের দু'আ পরিচ্ছেদ।

هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِالْخَيْفِ يَقُوْلَانِ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَفِيْ وِتْرِ اللَّيْلِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات.

ইবনে আব্বাস ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেন- রাসুল ﷺ ফজরের নামাযে ও রাতের বিতরে উক্ত বাক্যগুলি দ্বারা কুনুত পড়বে।[৬০৩]

الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ (أَبُوْ صَفْوَانَ الْأُمَوِيِّ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُوْ بِهِ فِي الْقُنُوْتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন-রাসুল ﷺ আমাদের এমন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যা দ্বারা ফজরের নামাযে কুনুতে দু'আ করব।[৬০৪]

وَرَوَاهُ مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْحَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ.

বিতরের কুনুতে।[৬০৫]

হাদীসটিতে বর্ণনাকারী হুরমুয যেহেতু মাজহুল তাই এ কথা বলা যাবে না যে, এই শব্দগুলি দ্বারা কুনুত পড়েছে বা ফজরের কুনুতের জন্য দু'আটিকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং শেষ পর্যায়ে এটাই প্রমাণিত হয়। উক্ত দু'আটি দ্বারা বিতর/বিতরের কুনুতে তা দ্বারা দু'আ করবে।

কুনুতের জন্য কোন নির্ধারিত দু'আ ওয়াজিব নয়। তবে আমাদের নিকট "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" দ্বারা কুনুত পড়া সুন্নাত।

"শরহুল মুনইয়া" তে উল্লেখ হয়েছে- "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" এর সাথে "আল্লাহুম্মাহ দিনী ফীমান হাদায়তা" মিলিয়ে পড়া উত্তম।

আর যেহেতু বিতরে কুনুত পড়তে হয়। আর "কুনুত" শব্দটি ফজর বা বিতরে ব্যবহার হওয়া ছাড়া "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" এর উপর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" পড়া সুন্নাত ও উত্তম হবে। তবে "আল্লাহুম্মাহ দীনি ফীমান হাদায়তা" এটিকে হাদীসের বর্ণনায় কুনুত বলা হয়নি। বরং এটিকে বিতরে বা কুনুতে পড়ার কথা এসেছে।[৬০৬]

---

[৬০৩]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২০৯ হা. ৩২৬৫ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।
[৬০৪]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৬ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।
[৬০৫]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৬ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।
[৬০৬]. এলাউস সুনান ৬/১০৮-১১০ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

১২. বিতর শেষে মুস্তাহাব দু'আ

বিতর নামায শেষে সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস তিন বার পড়বে।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِى الْوَتْرِ بِـــسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـــقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِـــقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ .

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল ﷺ বিতর নামাযে প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাছ পড়তেন। আর শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর সালামের পর তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়তেন।[৬০৭]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটি হাসান।[৬০৮]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثًا يَمُدُّ صَوْتَه بِالثَّالِثَةِ.

আব্দুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ এর সাথে বিতরের নামায পড়েছেন। আর রাসুল ﷺ প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাছ পড়তেন। আর শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর সালামের পর তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়ছেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়েন। আর তৃতীয় বারে টেনেছেন।[৬০৯]

আশা করি এই পুস্তিকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের বিতর ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ের সন্দেহ নিরসনে ভুমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

[৬০৭]. নাসায়ী শরীফ ১/১৭২ হা. ৪৪৬ নামায অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত পরিচ্ছেদ।
[৬০৮]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩১ হা. ৬১১ বিতর অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত।
[৬০৯]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৯২ হা. ১৬০৫ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

অকিল উদ্দিন
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী-দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, তৃতীয় তলা, ফ্লাট নং- 2/E
রুম নং- ২, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
তাং- ৫ সফর ১৪৩৫ হিজরী
৮ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
রাত: ১১.০২ মিনিট